মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২২তম বর্ষ ১১ম সংখ্যা
আগস্ট ২০১৯

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কারো সম্পর্কে (মন্দ) ধারণা হ'তে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা। কারো গোপন দোষ তালাশ কর না, গোয়েন্দাগিরি কর না, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজী কর না, পরস্পর হিংসা রেখ না, পরস্পর শত্রুতা পোষণ কর না এবং একে অন্যের পিছনে লেগ না। বরং আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও' *(বুখারী হা/৬০৬৪)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
যিলক্বদ-যিলহাজ্জ ১৪৪০ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৬ বাং
আগস্ট ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে *(২য় কিস্তি)* ০৪
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি *(৪র্থ কিস্তি)* ০৯
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

♦ আতিথেয়তার আদব সমূহ ১৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ মুহাসাবা ১৯
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ কুরবানীর মাসায়েল ২৪
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ **অর্থনীতির পাতা :**

♦ ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী ২৭
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ **মনীষীদের জীবন থেকে :**

♦ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর জীবনের কিছু শিক্ষণীয় ঘটনাবলী ৩৪
-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

◈ **হাদীছের গল্প :**

♦ ছালাত-ছিয়াম ও দান-ছাদাক্বার উপমা ৩৬
-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ♦ কাঁঠালের বীজের গুণাগুণ! ৩৭

◈ **কবিতা :** ৩৮

♦ জীবন তরী ♦ আল্লাহ যাদের দিকে তাকাবেন না
♦ হিংসা-বিদ্বেষ

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৯

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০

◈ **মুসলিম জাহান** ৪২

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার উপায়

সমাজে সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে। মানুষের জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা নেই। দু'বছরের বাচ্চা থেকে শতবর্ষী অন্ধ বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষিতা হচ্ছে। ইয়াবা সর্বত্র হাতের নাগালে এসে যাচ্ছে। তুচ্ছ কারণে মানুষ খুন হচ্ছে। প্রকাশ্যে দিনমানে শত শত লোকের সামনে মানুষকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে। কিশোর অপরাধ কল্পনাতীত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বড়-ছোট ভেদাভেদ নেই। মানীর মান নেই। মা-বোন জ্ঞান নেই। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন সব নোংরা ঘটনা ঘটছে অহরহ। ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সমাজে সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। কৃষক মূল্য না পেয়ে ধান পুড়িয়ে দিচ্ছে। খামারী দুধ মাটিতে ঢেলে দিচ্ছে। সন্তানের দুধ কিনতে না পারায় বয়স্ক অভাবী পিতা দোকান থেকে দুধের প্যাকেট চুরি করছে। ঈদের জামা কেনার আব্দার পূরণ করতে না পেরে ক্ষুধায় তাড়িত পিতা ৫ ও ৭ বছরের দুই কন্যা সন্তানকে বাযারে নিয়ে টয়লেটে ঢুকিয়ে গলা টিপে হত্যা করছে। দুই কোটির উপরে শিক্ষিত বেকার যুবক হতাশায় ভুগছে। স্বাধীন দেশে এগুলি কেউ ভাবতেও পারেনি। অথচ এটাই বাস্তব। এর ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, তরুণ শ্রেণী স্বপ্ন দেখতে ভয় পাচ্ছে। অথচ তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে স্বপ্ন দেখাতেই হবে। তাদেরকে সাহসী করতেই হবে।

প্রসিদ্ধ আছে যে, ওমর ফারূক খলীফা (১৩-২৩ হি.) হওয়ার পর জনগণকে ডেকে বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে না চালাই, তাহ'লে তোমরা কি করবে? একবার দু'বার তিনবারের পর একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে তরবারি উঁচিয়ে বলল, এই তরবারি আপনাকে সোজা করবে। ওমর (রাঃ) শুকরিয়া আদায় করে বললেন, ঐ জাতি কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, যে জাতির মধ্যে এমন সৎসাহসী তরুণ রয়েছে'। ওমর (রাঃ) একদিন খুৎবায় বললেন, বিয়ের সময় নারীদের অধিক মোহর দেওয়া যাবে না। মসজিদে উপস্থিত একজন মহিলা কুরআনের আয়াত (নিসা ২০) পড়ে বলে উঠল, হে খলীফা! আল্লাহ আমাদের যে অধিকার দিয়েছেন, আপনি তা ছিনিয়ে নিতে পারেন না। ওমর (রাঃ) তার আদেশ প্রত্যাহার করলেন ও অল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন'। রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে এরূপ বাক স্বাধীনতা কল্পনাতীত। জাহেলী আরবের স্বেচ্ছাচারী সমাজ এমনি করে নিয়ন্ত্রিত সমাজে পরিণত হয় স্রেফ আল্লাহ ও আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয়ে। আজও তা সম্ভব, যদি প্রশাসন ও সমাজনেতারা উপরোক্ত নীতির অনুসারী হন।

শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার উপায় হল ২টি : অনুশাসন ও সুশাসন। এর মধ্যে অনুশাসন বা উপদেশ হল মূল। যার মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন হয়। আর তার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়। লক্ষাধিক নবী-রাসূল প্রধানতঃ এ কাজটিই করে গেছেন। যদিও আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে ইউসুফ, দাঊদ, সুলায়মান ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।

সুশাসনের ভিত্তি হল ৪টি : দ্বীন, ন্যায়বিচার, পরামর্শ গ্রহণ ও সমৃদ্ধ কোষাগার। এগুলির মধ্যে **প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হল দ্বীন।** দ্বীন না থাকলে বাকীগুলি অর্থহীন। দ্বীনদার সমাজে মনুষ্যত্ব নিরাপদ থাকে। বেদ্বীন সমাজে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়। আর প্রশাসন দ্বীনদার হ'লে তার প্রভাবে সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হয় *(হজ্জ ৪১)*। দ্বীন হল সমাজের দেওয়াল স্বরূপ। দ্বীন থাকলে সমাজ আপনা থেকেই নিরাপদ ও সুশৃংঙ্খল থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বললেন, আল্লাহ অবশ্যই ইসলামী শাসনকে পূর্ণতা দান করবেন। তখন অবস্থা এমন শান্তিময় হবে যে, ইরাকের হীরা নগরীর একজন গৃহবধূ নিজ বাহনে সওয়ার হয়ে একাকী কা'বাগৃহ তাওয়াফ করবে ও একাকী ফিরে আসবে, অথচ সে কাউকে ভয় পাবে না আল্লাহ ব্যতীত' *(বুঃ মিশকাত হা/৫৮৫৮)*। এই নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে। পরবর্তীকালেও তা কমবেশী অব্যাহত ছিল।

২য় ভিত্তি হল ন্যায়বিচার : এটিই প্রকৃত শান্তির দুয়ার ও সমাজের রক্ষা কবচ। এটা না থাকলে সমাজ নিরাপত্তাহীন হবে। শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হবে। আল্লাহ স্বীয় নবী দাঊদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। আর তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে যায়' *(ছোয়াদ ২৬)*। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান (৬৫-৮৬ হি.) তার পুত্রদের বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই এই শাসন ক্ষমতার যোগ্যতা রাখ। ... মনে রেখ, ন্যায়বিচার হল কঠোর শাসনের বহিঃপ্রকাশ, কঠোর শাস্তি প্রয়োগ নয়'। অতএব গুম, খুন, অপহরণ, ক্রস ফায়ার, বন্দুক যুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সমাজে কখনো সুশাসন ফিরে আসবে না, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত। একবার জনৈক কর্মকর্তা তার শহরের চারপাশে প্রাচীর দেওয়ার অনুমতি চেয়ে খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযের (৯৯-১০১ হি.) নিকট পত্র পাঠান। জবাবে খলীফা তাকে লেখেন, তুমি তোমার নগরীকে ন্যায়বিচার দ্বারা প্রাচীর দাও এবং এর রাস্তাগুলিকে যুলুম থেকে পরিচ্ছন্ন কর' *(হিলইয়াতুল আউলিয়া ৫/৩০৫)*। একবার বাদশাহ ইস্কান্দার একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে প্রশ্ন করেন, তোমাদের দেশে পুলিশের সংখ্যা কম কেন? তারা বলল, আমাদের পরস্পরের হক বুঝে দেওয়ার কারণে এবং আমাদের শাসকদের ন্যায়বিচার ও আমাদের সাথে তাদের সুন্দর আচরণের কারণে' *(মুহাযারাতুল আবরার ১/২৮৮ পৃ.)*।

ন্যায়বিচারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল দল ও স্বজনপ্রীতি। এ থেকে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী' *(মায়েদাহ ৮)*। ইবনু ওমর বলেন, আমার পিতা ওমর যখন লোকদের কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন, তখন নিজের পরিবারের সবাইকে জমা করে বলতেন, আমি লোকদের অমুক অমুক কাজে নিষেধ করেছি। তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে এমনভাবে, যেভাবে পাখি গোশতের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি তোমরা ঐ কাজ কর, তাহ'লে তারা তা করবে। আর যদি বিরত থাক, তাহ'লে তারা বিরত থাকবে। আল্লাহ্র কসম! তোমাদের কেউ যদি আমার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, তাহ'লে আমি তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেব *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক)*। একবার এক মুসলিম ও ইহূদী তাঁর দরবারে বিচার প্রার্থী হল। তিনি রায় দিলেন ইহূদীর পক্ষে। এতে ইহূদী খুশী হয়ে বলে উঠল, আল্লাহ্র কসম! আপনি ন্যায়বিচার করেছেন। তখন ওমর তাকে বেত্রাঘাত করে বললেন, কিভাবে তুমি বুঝলে? ইহূদী বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তওরাতে পেয়েছি যে, যখন কোন ন্যায়বিচারক ন্যায়বিচার করেন, তখন তার ডাইনে ও বামে দু'জন ফেরেশতা থাকেন, যারা তাকে সঠিক পথের দিশা দেন ও ন্যায়বিচারে সাহস যোগান। কিন্তু যখনই তিনি ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করেন, তখনই তারা তাকে ছেড়ে

চলে যান' *(মালেক, মিশকাত হা/৩৭৪২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ ছায়া দিবেন। তাদের প্রথম ব্যক্তি হ'লেন ন্যায়বিচারক নেতা বা শাসক... *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৭০১)*। তিনি বলেন, যদি কেউ এক বিঘত পরিমাণ যুলুম করে, তার গর্দানে ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের বেড়ী পরানো হবে' *(বুখারী হা/৩১৯৫)*। তিনি আরও বলেন, ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহ্র ডান পার্শ্বে নূরের আসন সমূহে বসবেন। আর আল্লাহ্র দুই হাতই ডান হাত। যারা তাদের প্রশাসনে, পরিবারে ও অধীনস্ত দের মধ্যে ন্যায়বিচার করেন' *(মুঃ মিশকাত হা/৩৬৯০)*। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা তাদের উপর বিধিবদ্ধ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখম সমূহের বদলে যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সেটি তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা যালেম' *(মায়েদাহ ৪৫)*।

একবার জনৈক ইহূদী একজন মুসলিম মহিলার মাথা থেঁতলে দেয়। বিচারে রাসূল (ছাঃ) ঐ ইহূদীর মাথা থেঁতলে দেওয়ার আদেশ দেন এবং তা প্রতিপালিত হয় *(বুঃ মিশকাত হা/৩৪৫৯)*। একবার রাসূল (ছাঃ)-এর গোলাম ও প্রিয়তম ছাহাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর চাচাতো বোন অন্য এক মহিলার দাঁত ভেঙ্গে দেয়। বিনিময়ে রাসূল (ছাঃ) তার দাঁত ভেঙ্গে দিতে বলেন। এতে আনাস (রাঃ)-এর চাচা বলে ওঠেন, আল্লাহ্র কসম! মহিলার দাঁত ভাঙ্গা হবেনা। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা আল্লাহ্র নির্দেশ। তখন তারা রাযী হল এবং 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য দিয়ে খুশী করলে বাদীনী তার দাবী উঠিয়ে নিলেন। ফলে তার দণ্ড মওকূফ হল' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৪৬০)*। একবার মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশ বনু মাখযূমের জনৈকা মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়ল। তখন সবাই তাকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। অবশেষে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় নাতি উসামা বিন যায়েদকে গিয়ে তারা ধরলেন যাতে উসামা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে সুফারিশ করে। এ খবর জানতে পেয়ে রাসূল (ছাঃ) সবাইকে ডেকে ভাষণ দিয়ে বললেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মত (ইহূদী-নাছারা) অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে একারণে যে, যখন তাদের কোন সম্ভ্রান্ত লোক অপরাধ করত, তখন তাকে শাস্তি দিত না। কিন্তু কোন দুর্বল লোক অপরাধ করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। মনে রেখ, মুহাম্মাদ কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে, আমি তার হাত কেটে দেব' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬১০)*। তিনি বলেন, যদি কেউ দুনিয়াতে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে আখেরাতে এটি তার জন্য কাফফারা হবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৮)*। এ কারণেই ব্যভিচারী পুরুষ মা'এয আসলামী ও ব্যভিচারী গামেদী নারী স্বেচ্ছায় এসে মৃত্যুদণ্ডের মত কঠোর শাস্তি গ্রহণ করেছিল জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার আশায় *(মুঃ মিশকাত হা/৩৫৬২)*। অতএব দুনিয়াতে পাপমুক্ত হয়ে পরকালীন জীবনে প্রবেশ করাই হল বিচক্ষণ মুমিনের কর্তব্য *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯)*। নইলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। তাঁর বিচারে কোন যুলুম থাকবে না। সেদিন প্রত্যেক পাওনাদার তার হক পুরোপুরি বুঝে পাবে *(বাক্বারাহ ২৮১)*।

মনে রাখা আবশ্যক যে, দায়িত্বশীলের গুণাবলী ৫টি : (১) দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আখেরাত কামনা করা (২) দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা (৩) দায়িত্বকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ হিসাবে গণ্য করা এবং তার যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা (৪) আল্লাহ্র অনুগ্রহ পেয়ে বিনয়ী হওয়া এবং উদ্ধত না হওয়া (৫) কর্মস্থলে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। যারা মুখে বলবে আমরা শান্তিপ্রিয় এবং সংশোধনকামী' *(ক্বাছাছ ৭৭-৭৮ ও বাক্বারাহ ১১-১২ আয়াতের শিক্ষণীয়)*।

দায়িত্বশীলগণ যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করেন, তাদের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাকে লোকদের উপরে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন, অতঃপর সে তার দায়িত্ব পালনে খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন *(মুসলিম হা/১৪২)*। অতএব যিনি যে পর্যায়ের দায়িত্বশীল, তাকে স্ব স্ব দায়িত্বের কৈফিয়ত আল্লাহ্র কাছে দিতে হবে। সেদিন এক অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা দেখা হবে এবং এক অণু পরিমাণ অন্যায় করলেও তা দেখা হবে *(যিলযাল ৭-৮)*।

৩য় ভিত্তি হল : পরামর্শ করা। এজন্য নির্ধারিত ব্যক্তিগণ ছাড়াও সমাজের অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীদের নিকট থেকেও পরামর্শ নিতে হবে। এজন্য বলা হয়ে থাকে, 'জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর জন্য কুড়ানো মানিক সদৃশ'। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'তুমি তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ কর। অতঃপর যখন সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

৪র্থ ভিত্তি হল : রাজকোষ সমৃদ্ধ হওয়া। এজন্য দু'টি পথ রয়েছে। এক- হারাম আয়ের উৎস সমূহ বন্ধ করা এবং দুই- হালাল আয়ের উৎস সমূহ খুলে দেওয়া। এজন্য শর্ত হল দেশে ঈমান ও তাক্বওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা *(আ'রাফ ৯৬)*। তাহ'লে কেবল সরকারী রাজকোষ নয়, জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে। সরকারী প্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলি দুর্নীতিমুক্ত হ'লে বাকী সেক্টরগুলি আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইয়াছরিবে হিজরত করে এলেন, তখন মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার জন্য তারা প্রসিদ্ধ ছিল। অতঃপর যখন তারা মুসলমান হল এবং সূরা মুত্বাফফেফীন নাযিল হল, তখন মদীনাবাসীরা এই পাপ থেকে মুক্ত হল। মদ হারামের আয়াত নাযিল হ'লে তারা নিজেরা মদের ভাণ্ড গুলি রাস্তায় ঢেলে দিল ও মদ থেকে চিরতরে তওবা করল। ইসলাম আসার পর আরব জাতির মধ্যে সে সময়ে প্রচলিত ৩০-এর অধিক ব্যবসাকে হারাম করা হল, যা অত্যাচার মূলক ছিল। বর্তমান যুগের ভ্যাটসহ নানা ধরনের অত্যাচার মূলক আয়ের উৎস ও সূদী অর্থনীতি বন্ধ করা গেলে এবং যাকাত ও ইসলামী অর্থনীতি পূর্ণভাবে অনুসরণ করা গেলে, সাথে সাথে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু হ'লে দেশ অতি দ্রুত সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ সর্বদা সমৃদ্ধ দেশ। বিগত দিনে বিদেশীরা সর্বদা এদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে এবং আজও তাকিয়ে আছে। তাই তাদের মাধ্যমে দেশে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের চাইতে বড় প্রয়োজন হল ভূগর্ভের ও ভূপৃষ্ঠের পানি দূষণমুক্ত করা এবং ঢাকা সহ দেশের নগরীগুলিকে বায়ু দূষণ হ'তে রক্ষা করা। নইলে দূষিত পানি ও দূষিত বায়ু সেবনে সত্ত্বর মানবতার ধ্বংস নেমে আসবে। অতএব বিদেশ নির্ভর না হয়ে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হয়ে একনিষ্ঠভাবে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের সম্পদ সমূহ কাজে লাগানোর মধ্যেই আল্লাহ্র রহমত অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ বলেন, 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৯৬)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

Contents

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

আকাইদ ও ফিকহ

(১৯) ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণী, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১০ পাঠ-৬ সুন্নাত ও বিদআত

বিদআত দু-প্রকার। যথা : উত্তম বিদআত ও নিন্দনীয় বিদআত। যে বিদআত শরিয়ত অনুমোদিত এবং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত তাকে উত্তম বিদআত বলে। যেমন মসজিদ পাকা করা, ধর্মীয় বই-পুস্তক প্রণয়ন, রেল, বিমান, টেলিফোন ইত্যাদি প্রযুক্তিগত আবিষ্কার সমূহ উত্তম বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। ২. যে বিদআত শরিয়ত অনুমোদিত নয়, বরং এটি গুনাহের দিকে ধাবিত করে ও সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করে তাকে নিন্দনীয় বিদআত বলা হয়। যেমন, অশ্লীল গান-বাজনা ও চরিত্র ধ্বংসকারী পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি।

মন্তব্য : এখানে বিদ'আতের সংজ্ঞায় পুকুর চুরি করা হয়েছে। যেগুলি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেগুলি আদৌ বিদ'আত নয়। বরং বৈষয়িক ব্যাপার। অথচ বিদ'আত হ'ল, যা ধর্মের নামে করা হয়। কেননা ইসলামের মধ্যে নবোদ্ভূত বিষয়কে বিদ'আত বলা হয়। 'এইরূপ সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। যার পরিণাম জাহান্নাম' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪০; নাসাঈ হা/১৫৭৮)*। বোর্ডের সিলেবাসে বিদ'আতের উক্ত ভুল সংজ্ঞার অন্তরালে ধর্মের নামে সৃষ্ট মীলাদ-ক্বিয়াম, শবেবরাত-শবে মি'রাজ, কুলখানী-চেহলাম, চার মাযহাব মান্য করা ফরয ইত্যাদি বিদ'আতী রেওয়াজগুলিকে আড়াল করা হয়েছে মাত্র।

(২০) পৃ. ১৯ পাঠ-৪ : ফেরেশতাদের মধ্যে চারজন প্রধান। তারা হলেন-... হজরত আজরাইল আলাইহিস সালাম ও হজরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম।

মন্তব্য : 'আযরাঈল' নামটি প্রসিদ্ধ হ'লেও কুরআন-হাদীছে নেই। বরং রূহ কবযকারী ফেরেশতাকে 'মালাকুল মউত' বা মৃত্যুর ফেরেশতা বলা হয় *(সাজদাহ ১১)*। অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতার নাম 'ইস্রাফীল' হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছের সনদ কেউ ছহীহ, কেউ যঈফ বলেছেন।[১] সে হিসাবে উক্ত ফেরেশতার নাম 'মালাকুছ ছূর' বা শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা বলা উচিৎ।[২]

(২১) পৃ. ২২ পাঠ-৫, আখেরাত : জান্নাত আটটি। ... জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে।

মন্তব্য : এটি ভুল। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতের আটটি ও জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে'।[৩]

(২২) পৃ. ২৪ পাঠ-৭ অলি ও কারামাত; অলির মর্যাদা।

মন্তব্য : এখানে সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ তিনটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে অলিদেরকে একটি পৃথক শ্রেণী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ অলি বলে কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব ইসলামে নেই। প্রত্যেক দ্বীনদার ও সৎকর্মশীল মুমিন নর-নারীই আল্লাহ্র অলি বা বন্ধু। এর মাধ্যমে খৃষ্টানদের পোপ-পাদ্রী ও হিন্দুদের যোগী-সন্ন্যাসীদের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যে মানুষ পূজার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যা ছাত্রদেরকে শিরকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং প্রচলিত পীরপূজা ও কবরপূজার দিকে ধাবিত করবে।

(২৩) পৃ. ২৫ পাঠ-৭ কারামাত : এখানে কারামতের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, হজরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর উজির আসাফ ইবনে বারখিয়া কর্তৃক ইয়ামেন হতে রাণী বিলকিসের সিংহাসন মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে আসা ইত্যাদি।

মন্তব্য : অথচ এগুলি স্রেফ ভিত্তিহীন বক্তব্য। কোন কোন মুফাসসির প্রমাণহীনভাবে এগুলি লিখেছেন। এসব অখ্যাত বিষয়কে বিখ্যাত করার পিছনে কথিত পীর-আউলিয়াদের পূজা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে মাত্র। এখানে সঠিক বিষয়টি হ'ল, ঐ ব্যক্তি ছিলেন স্বয়ং সোলায়মান (আঃ)। যার নিকটে ছিল আল্লাহ্র কিতাবের ইলম *(দ্র. নবীদের কাহিনী-২/১৫৪ পৃ.)*।

(২৪) পৃ. ২৮ তৃতীয় অধ্যায়, পাঠ-১, ফিকহ শাস্ত্র ও ইমামগণ : এখানে বলা হয়েছে, ইসলামী শরিয়তের মূল উৎসসমূহ তথা কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে শরিয়তের বিধি-বিধান অবগত হওয়াকে ফিকহ বলে। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، وَعِمَادُ هَذَا الدِّيْنُ الْفِقْهُ অর্থ : প্রত্যেক বস্তুর খুঁটি রয়েছে। আর দীন ইসলামের খুঁটি হলো আল ফিকহ (তবারানি)।

মন্তব্য : ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ *(মুওয়াত্ত্বা)*। বাকীগুলি মূল নয়। তাছাড়া ত্বাবারাণীর যে হাদীছ আনা হয়েছে, সেটি মওযূ' বা জাল *(যঈফুল জামে' হা/৫১০৪)*। এক্ষণে ফিক্বহ শাস্ত্রের জন্মের আগে ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্বর্ণ যুগে যেসব মুসলমান মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দ্বীনের কথিত এই খুঁটির জ্ঞান হাছিল করেননি, তাদের ইহকালীন ও পরকালীন অবস্থা কেমন হবে?

এর মাধ্যমে ছাত্রদেরকে কুরআন-হাদীছ ছেড়ে নিজেদের তৈরী ফিক্বহমুখী করার কৌশল করা হয়েছে মাত্র। যা হাযারো মতভেদে পূর্ণ। আলিয়া হৌক বা কওমী হৌক, সর্বত্র ফিক্বহ হ'ল মূল বিষয়। হাদীছ হ'ল গৌণ। শেষবর্ষে গিয়ে জাঁকজমক সহকারে খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান করা হয়। বলা হয় এটি বরকতের জন্য। বরং এটি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। বাস্তব ফলাফল দাঁড়ায় এই যে, মাযহাবী ফিক্বহ পড়া হয় আমলের জন্য। আর কুরআন-হাদীছ পড়া হয় অন্য কারণে। এমনকি কোন কোন আলেম বলেন, কুরআন-হাদীছ পড়লে মানুষ গোমরাহ হয়ে যাবে। অথচ কুরআন-হাদীছ এসেছে গোমরাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য।

(২৫) পৃ. ২৯ পাঠ-১ : নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আরো বলেছেন, فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ

---

১. *হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮৩১০; সুয়ূত্বী, জামে'উল কাবীর হা/১১১; আলবানী, যঈফুত তারগীব হা/২০৮২; যঈফাহ হা/৬৮৯৫।*
২. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা সাজদাহ ১১ আয়াত; আলবানী, যঈফুত তারগীব হা/২০৮২।*
৩. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৬৬৩, সনদ 'হাসান'।*

عَابِدٌ অর্থ : শয়তানের মুকাবিলায় একজন ফকিহ হাজার আবিদ হতেও শক্তিশালী (ইবনে মাজাহ)।

মন্তব্য : হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(যঈফুল জামে' হা/৩৯৭৮)*। এর পরে উক্ত পৃষ্ঠায় চার মাযহাবের চার ইমামের নাম দেওয়া হয়েছে। ভাবখানা এই, যেন ইসলামী জগতে আর কোন ফক্বীহ বা ইমাম নেই। এভাবে ছাত্রদেরকে ইসলামী জগতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ বিদ্বানগণ থেকে অন্ধকারে রাখার কৌশল করা হয়েছে। তাছাড়া এক ইসলামে চার মাযহাব ভাগ করে দেখালে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরী হবে এবং মুসলিম ঐক্যের ধারণা বিলুপ্ত হবে। বলা যেতে পারে যে, এই মাযহাবী তাক্বলীদের কারণেই মাযহাবী আলেমরা কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসারী হতে পারেন না। আর এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না।

(২৬) পৃ. ৩৪ পাঠ-৪ অজু : অজুর ফরজ চারটি। যথা : ...৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা : মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা ফরজ। সমস্ত মাথা মাসেহ করা সুন্নাত।

মন্তব্য : মাথার কিছু অংশ বা এক চতুর্থাংশ মাসাহ করার কোন দলীল নেই। বরং পূর্ণ মাথা বা মাথার সামনের কিছু অংশ সহ পাগড়ীর উপর মাসাহ অথবা কেবল পাগড়ীর উপর মাসাহ করা প্রমাণিত *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৫৯ পৃ.)*।

(২৭) পৃ. ৩৪ অজুর সুন্নাত : ...২. 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে অজু আরম্ভ করা'।

মন্তব্য : শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলাটাই সুন্নাত। বাকীটা সম্পর্কে মতভেদ আছে।

(২৮) পৃ. ৩৫ অজু ভঙ্গের কারণ : ...২. শরীরের কোনো স্থান দিয়ে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। ৩. মুখ ভরে বমি হওয়া। ৬. কোনো সালাতের মধ্যে অট্টহাসি দেওয়া'।

মন্তব্য : পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়াটাই মাত্র ওযূ ভঙ্গের কারণ। বাকীগুলি নয় *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৩ পৃ.)*। তাছাড়া ছালাতের মধ্যে অট্টহাসি দিলে ছালাত নষ্ট হ'তে পারে, ওযূ নষ্ট হবে কেন?

(২৯) পৃ. ৩৫ : অপবিত্র অবস্থায় যেসব কাজ করা নিষেধ : অপবিত্র অবস্থায় কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করা ও স্পর্শ করা, ... কাবা ঘর তাওয়াফ করা, সালাত ছাড়া অন্য কোনো সাজদা, যেমন তেলাওয়াতে সাজদা করা নিষেধ'।

মন্তব্য : সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয *(মুসলিম হা/৩৭৩)*। তবে মাসিক ও ফরয গোসলের নাপাকী অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েয নয় *(মিশকাত হা/৪৬৫; ইরওয়া হা/১২২)*। ওযূ অবস্থায় কা'বাগৃহ তাওয়াফ শুরু করবে। কিন্তু মাঝখানে টুটে গেলে ঐভাবেই শেষ করবে। তার ক্বাযা আদায় করতে হবে না *(হজ্জ ও ওমরাহ ৬৩ পৃ.)*। সিজদায়ে তেলাওয়াত বা সিজদায়ে শুকরের জন্য ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয় *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫৩, ১৫৫ পৃ.)*।

(৩০) পৃ. ৩৭ পাঠ-৬ তায়াম্মুম : তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। যথা... ৩. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

মন্তব্য : বরং পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে 'বিসমিল্লাহ' বলে মাটির উপর দু'হাত মেরে তাতে ফুঁক দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার বুলাবে। দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীছ যঈফ *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৬ পৃ.)*।

(৩১) পৃ. ৩৭ : তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ :... ৫. সালাতরত অবস্থায় যদি পানি পাওয়ার সংবাদ আসে এবং নতুন করে অজু করে সালাত আদায় করার সময় বাকি থাকে, তবে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে। কিন্তু ঈদ ও জানাজার সালাত শুরু করলে পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

মন্তব্য : এগুলি সবই অনর্থক কথা। বরং 'তায়াম্মুম' করে ছালাত আদায়ের পরে ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া গেলে পুনরায় ঐ ছালাত আদায় করতে হবে না *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৭ পৃ.)*।

(৩২) পৃ. ৪১ পাঠ-৯ প্রস্রাব-পায়খানা করার নিয়ম : প্রস্রাব-পায়খানা শেষে ঢিলা ব্যবহার করা এবং পরে পানি দিয়ে উত্তমভাবে ধৌত করা।

মন্তব্য : এটিও ঠিক নয়। বরং কুলূখ নিলে পুনরায় পানির প্রয়োজন নেই *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৯ পৃ.)*। উক্ত পৃষ্ঠায় আরবীতে যে দো'আ লেখা হয়েছে, তার প্রথমাংশ 'গোফরা-নাকা' বলাটাই ছহীহ হাদীছ সম্মত। বাকী অংশটির হাদীছ যঈফ *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৮ পৃ.)*।

(৩৩) পৃ. ৪৭ : সাজদায়ে সাহু হলো- শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে অতিরিক্ত দু'টি সাজদা আদায় করা। সাহু সাজদার পর পুনরায় তাশাহহুদ, দরূদ শরিফ ও দোআ মাছুরা পড়তে হয়।

মন্তব্য : এটি ভিত্তিহীন এবং সুন্নাতী তরীকার বিপরীত *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫৩ পৃ.)*।

(৩৪) পৃ. ৫০ ৪র্থ অধ্যায় ইবাদত পাঠ-৬ জুমার সালাত : জুমার সালাতের জন্য দুইবার আজান দেয়া হয়। জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর প্রথম আজান এবং ইমাম সাহেব খুতবার জন্য মিম্বরে উঠলে ইমাম সাহেবের সামনে দ্বিতীয় আজান দেওয়া হয়। জুমার সালাতের প্রথমে খুতবার পূর্বে চার রাকাত 'কাবলাল জুমা' সুন্নাতে মুআক্কাদা সালাত পড়তে হয়।... জুমার সালাতের নিয়ত (আরবীতে লেখা হয়েছে)। অর্থ : আমার উপর থেকে জোহরের ফরয সালাত রহিত করার জন্য আমি জুমার দু'রাকাত ফরজ সালাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিবলামুখী হয়ে এ ইমামের পিছনে আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার। জুমার ফরজ সালাতের শেষে 'বা'দাল জুমা' নামে... এরপর আরো দু'রাকাত... সালাতকে সুন্নাতুল ওয়াক্ত সালাত বলে।

মন্তব্য : নিয়ম হ'ল খত্বীব মিম্বরে বসার পর মুওয়ায্যিন জুম'আর আযান দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমার্ধ্বে এই নিয়ম চালু ছিল। অতঃপর মুসলমানদের সংখ্যা ও নগরীর ব্যস্ততা বেড়ে গেলে হযরত ওছমান (রাঃ) জুম'আর পূর্বে মসজিদে নববী থেকে দূরে 'যাওরা' বাজারে একটি বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে লোকদের আগাম হুঁশিয়ার করার জন্য

Contents

পৃথক একটি আযানের নির্দেশ দেন।[৪] খলীফার এই হুকুম ছিল স্থানিক প্রয়োজনের কারণে একটি সাময়িক নির্দেশ মাত্র। যা তখন ইসলামী খেলাফতের সর্বত্র তিনি চালু করেননি। অতএব পরবর্তীকালে ঘড়ি-মোবাইলের যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করাই সকল মুমিনের কর্তব্য *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৯৪ পৃ.)*।

অতঃপর সকল ইবাদতের পূর্বে নিয়ত বা সংকল্প করা ফরয। কিন্তু মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত। এভাবে নিয়তের ভুল ব্যাখ্যা করে কোমলমতি বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন ইবাদতের পূর্বে নিজেদের বানানো বিভিন্ন আরবী নিয়ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

অতঃপর জুম'আর দিন খুৎবার পূর্বে ৪ রাক'আত ক্বাবলাল জুম'আ এবং ছালাত শেষে 'বা'দাল জুম'আ' ও 'সুন্নাতুল ওয়াক্ত' নামে কোন ছালাত নেই। বরং খুৎবার পূর্বে তাহিইয়াতুল মাসজিদ দু'রাক'আত সহ যত রাক'আত খুশী নফল ছালাত পড়া যায়। (এসময় 'বয়ানে'র নামে মিম্বরে বসে বক্তব্য দেওয়ার ও মুছল্লীদের নফল ছালাত থেকে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার খতীবের নেই)। অতঃপর ছালাত শেষে এক সালামে চার রাক'আত বা তার পরে আরও দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া যায়। কিন্তু এগুলির পৃথক কোন নাম নেই। তাছাড়া 'সুন্নাতুল ওয়াক্ত' বা ওয়াক্তের সুন্নাত বলতে কি বুঝায়? তাহ'লে কি জুম'আর ছালাতের পরে জুম'আর ওয়াক্ত হয়? অথচ এগুলি নফল ছালাত। যা ব্যস্ততা বা বাধ্যগত কারণে না পড়লেও চলে। কিন্তু পৃথক পৃথক নাম দেওয়ার কারণে মুছল্লীগণ এগুলিকে অধিক গুরুত্ব দিবে এবং যত দ্রুত গতিতেই হোক এগুলি তারা পড়তে চেষ্টা করবে। অথচ খুশূ-খুযূ ব্যতীত ছালাতের কোন মূল্য নেই।

(৩৫) পৃ. ৫১ পাঠ-৭ দুই ঈদের সালাত : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার সালাত দুরাকাত করে পড়তে হয়। এটি অন্যান্য সালাতের মতো, তবে প্রতি রাকাতে তিনটি করে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবির বলা ওয়াজিব। প্রথম রাকাতে ছানা পড়ার পর তিনটি তাকবির এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে আরো তিনটি তাকবির বলতে হয়'। (অতঃপর অর্থসহ ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার আরবী নিয়ত লেখা হয়েছে)।

মন্তব্য : বর্ণিত পদ্ধতিতে ছয় তাকবীরের কোন ছহীহ বা যঈফ হাদীছ নেই। আর মুখে নিয়ত পাঠের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত।

(৩৬) পৃ. ৫২ পাঠ-৮ বিতরের সালাত : এ সালাতের শেষ রাকাতে অন্যান্য সালাতের মতো সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা পাঠ করতে হয়। এরপর তাকবিরে তাহরিমার মতো আল্লাহু আকবার বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে আবার হাত বেঁধে দোআ কুনুত পড়তে হয়। ...এ সালাতের মধ্যে দোআ কুনুত পড়া ওয়াজিব'। ... (এরপর অর্থ ছাড়াই আরবীতে দো'আ কুনূত লেখা হয়েছে)।

মন্তব্য : কুনূত পড়ার জন্য রুকূর পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত উঠানো ও পুনরায় বাঁধার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।[৫] বিতরের জন্য দো'আয়ে কুনূত ওয়াজিব নয়। তাছাড়া বর্ণিত দো'আ কুনূত রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ নয়। বরং বিদ্বানগণের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে নেওয়া। যা 'মুরসাল' সূত্রে প্রাপ্ত *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৪, ১৬৬, ১৬৯ পৃ.)*।

কুনূতের জন্য বিশুদ্ধ দো'আ যা রাসূল (ছাঃ) স্বীয় নাতি হাসান বিন আলীকে শিখিয়েছিলেন, সেটি হ'ল, আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা...।[৬]

(৩৭) পৃ. ৫৩ পাঠ-৯ তারাবির সালাত : রমজান মাসে এশার সালাতের পর ও বিতর সালাতের পূর্বে বিশ রাকাত সুন্নাত সালাত পড়তে হয়। একে 'তারাবির সালাত' বলা হয়। তারাবির সালাত দু'রাকাত করে দশ সালামের সাথে বিশ রাকাত আদায় করতে হয়। প্রতি রমজানে উক্ত সালাতে একবার কুরআন মাজিদ খতম করা উত্তম'। ... (এরপর প্রতি চার রাক'আত শেষে একটি মুস্তাহাব দো'আ এবং তারাবীহ শেষে আরেকটি দো'আ লেখা হয়েছে)।

মন্তব্য : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১১৮৮)*। ওমর (রাঃ) তিন রাক'আত বিতর সহ **১১** রাক'আত তারাবীহ চালু করেছিলেন, ২০ রাক'আত নয়।[৭] তাছাড়া প্রতি চার রাক'আত পর পর একটি 'মুস্তাহাব' দো'আ এবং তারাবীহ শেষে আরেকটি দো'আ পাঠ করার কোন নির্দেশ হাদীছে নেই। লিখিত দু'টি দো'আ সরাসরি হাদীছ ভিত্তিক নয়। বরং দু'টিই জোড়াতালি দিয়ে বানানো।

(৩৮) পৃ. ৫৪ : জানাজার সালাত : এ (ছালাতের অর্থ সহ আরবী নিয়ত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে,) 'আরবি নিয়ত জানা না থাকলে বাংলায় নিয়ত করলেও হবে'।

মন্তব্য : আরবী বা বাংলায় মুখে নিয়ত পাঠ করা ভিত্তিহীন। বরং হৃদয়ের সংকল্পই যথেষ্ট।

(৩৯) পৃ. ৫৬ : সাওম ভঙ্গের কারণ : (১) ...কেউ জোর পূর্বক কোনো কিছু খাওয়ালে। (২) ধোঁয়া, ধূপ ইত্যাদি কোনো কিছু নাক বা মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে। (৯) কুলি করার সময় হঠাৎ করে পেটের ভিতর পানি প্রবেশ করলে। (১০) নিদ্রিত অবস্থায় কোনো বস্তু খেয়ে ফেললে।

মন্তব্য : এগুলির কোনটিই ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়।

(৪০) পৃ. ৫৮ : রমজান শেষে ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের পূর্বে শরিয়ত নির্ধারিত যে খাদ্য বস্তু বা এর সমপরিমাণ মূল্য গরিব-মিসকিনদের প্রদান করা হয় তাকে সদকাতুল ফিতর বা ফিতরা বলা হয়। মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ মালের মালিক প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব।... ঈদের দিন মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা স্বরূপ সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন'।

---

৪. বুখারী হা/৯১২; মিশকাত হা/১৪০৪ 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৫; ফাৎহ ২/৪৫৮। 'যাওরা বাজার' বর্তমানে মসজিদে নববীর আঙিনার অন্তর্ভুক্ত।

৫. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৭; মির'আত ৪/২৯৯, 'কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৬।

৬. আবুদাঊদ হা/১৪২৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১২৭৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৭-৬৮ পৃ.।

৭. মিশকাত হা/১৩০২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৭৩-৭৫ পৃ.।

Contents

মন্তব্য : শরী'আতে খাদ্য বস্তু প্রদানের নির্দেশ রয়েছে, মূল্য প্রদানের কথা নেই। যার বাড়ীতে একদিনের অতিরিক্ত খাদ্য রয়েছে, তার উপরে ছাদাক্বাতুল ফিতর ওয়াজিব। নিছাব পরিমাণ মালের তথা ২০ দীনার বা সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়। এটি জানের ছাদাক্বা, মালের ছাদাক্বা নয়। ঈদের দিন সকালে সন্তান জন্ম নিলেও তার পক্ষে ফিতরা দিতে হয়। আর ফিতরা আদায়ের সর্বশেষ সময়সীমা হ'ল ঈদের ছালাতে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত। সুতরাং তা বণ্টন হবে ঈদের ছালাতের পর। সেকারণ ঈদের দিন মিসকীনদের খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে ফিতরা নয়। বরং এটি ছিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা হিসাবে দিতে হয়। আর বণ্টনের সময় ফকীর-মিসকীন অগ্রাধিকার পাবে।

(৪১) পৃ. ৫৮ ইতিকাফ : মহিলাদের জন্য ইতিকাফ হলো- নিয়তসহ ঘরের ভিতর নির্দিষ্ট কোনো স্থানে অবস্থান করা। ... হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, 'ইতিকাফকারী মূলত গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে এবং তার জন্য সকল প্রকার নেক আমলকারীর নেকির সমপরিমাণ লেখা হতে থাকে। (ইবনে মাজাহ)

মন্তব্য : মহিলাদের ই'তিকাফ মসজিদেই করতে হবে, ঘরে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন।[৮] অতঃপর বইয়ে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/৫৯৪০)*।

(৪২) পৃ. ৬০ নিসাব : নগদ অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কারো কাছে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ পূর্ণ এক বছর জমা থাকে তাহলে তিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হিসেবে বিবেচিত হবেন'।

মন্তব্য : এটি ঠিক নয়। কেননা হাদীছে এসেছে ২০ দীনারে অর্ধ দীনার অথবা ২০০ দিরহামে পাঁচ দিরহাম *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৩)*। অর্থাৎ সঞ্চিত নগদ অর্থের ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা। 'দীনার' অর্থ স্বর্ণ মুদ্রা এবং 'দিরহাম' অর্থ রৌপ্য মুদ্রা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় ২০ দীনার অর্থাৎ সাড়ে ৭ ভরি (৮৫ গ্রাম) স্বর্ণ ও ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্যের মূল্য সমপরিমাণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে দু'টির মূল্যমানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সেকারণ মূল্যমানের স্থিতিশীলতার বিবেচনায় স্বর্ণকেই নিছাব হিসাবে গণ্য করা হয়। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় *(ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২ পৃ.)*।

(৪৩) পৃ. ৬২ যাদের উপর হজ্জ ফরজ : ...(৮) দৃষ্টিবান হওয়া।

মন্তব্য : এটি একেবারেই ভিত্তিহীন কথা। বরং অন্ধ ব্যক্তি আরাফা ময়দানে পৌঁছতে সক্ষম হ'লে অবশ্যই তার উপরে হজ্জ ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) ছিলেন অন্ধ। এযুগে সঊদী আরবের দৃষ্টিহীন গ্র্যাণ্ড মুফতী শায়েখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি./১৯১০-১৯৯৯ খৃ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরী গ্র্যাণ্ড মুফতী পদে আসীন অন্যতম দৃষ্টিহীন শায়েখ আব্দুল আযীয আলে শায়েখ ১৪০২ হি./১৯৮১ খৃ. থেকে ২০১৫ খৃ. পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫ বছর পর্যন্ত হজ্জের সময় আরাফা ময়দানে খুৎবা দিয়েছেন।

(৪৪) পৃ. ৬৭ আত্মশুদ্ধি : যে বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পূত-পবিত্র হয় এবং আল্লাহ ও তার রাসুল (সাঃ) এর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যায় তাকে ইলমুত তাজকিয়া বলা হয়। এ ধারণাটি ইলমে তাসাওউফ এর সহায়ক ও পরিপূরক। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য বিষয়'।... মানুষের শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন ডাক্তারের প্রয়োজন, তেমনি আত্মিক রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে তাজকিয়া তথা আত্মিক পরিশুদ্ধতা লাভের জন্য কামিল মুরশিদের প্রয়োজন। একজন কামিল মুরশিদ আল্লাহ ও তার রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশনা এবং আউলিয়ায়ে কিরামের তরিকা অনুযায়ী ইলমে তাসাওউফ শিক্ষা দানের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য তালিম তারবিয়াত প্রদান করে থাকেন।

মন্তব্য : ইলমুত তাযকিয়া বলে কোন শাস্ত্র ইসলামে নেই। ছালাত-ছিয়াম, যাকাত-হজ্জ সকল ইবাদতই তাযকিয়ায়ে নফ্স বা আত্মশুদ্ধির মাধ্যম। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য বিষয় নয়। বরং তা অর্জন করা কর্তব্য। কথিত আউলিয়ায়ে কেরামের তরীকা অনুযায়ী নয়। বরং রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী ফরয ও নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে।

বইয়ের আলোচনার মাধ্যমে আউলিয়ায়ে কেরামের নামে কথিত পীরপূজা ও কবরপূজার দিকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা হয়েছে। অথচ প্রচলিত ছূফীবাদ ভ্রান্ত যুগে সৃষ্ট একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। যা মুসলমানকে আল্লাহ্র বদলে মানুষ পূজায় প্ররোচিত করে।

(৪৫) পৃ. ৬৮ মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য : এখানে আরবী সহ লেখা হয়েছে, নিশ্চয় মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত (আল-জামিউস সগির)।

মন্তব্য : হাদীছটি যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/২৬৬৬)*। বরং উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ হ'ল, فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا– 'অতএব মায়ের সেবায় রত হও। কেননা জান্নাত রয়েছে তার দু'পায়ের নীচে' *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*। তাই মায়ের সেবা না করে কেবল পায়ের ধূলা নিলেই জান্নাত পাওয়া যাবে না।

(৪৬) পৃ. ৬৯ বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ : এখানে ৭০ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا– অর্থ : যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না আর বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(তিরমিজি)*।

৮. *বাক্বারাহ ১৮৭; বুখারী হা/২০৩৩; মুঃ মিশকাত হা/২০৯৭; আবুদাঊদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬ 'ই'তিকাফ' অনুচ্ছেদ।*

মন্তব্য : উক্ত শব্দে হুবহু তিরমিযীতে কোন হাদীছ নেই। বরং সেখানে রয়েছে, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا– অর্থ : 'সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও আমাদের বড়দের সম্মান করে না' *(তিরমিযী হা/১৯১৯)*।

বইটি ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত। রচনায় : আবু সালেহ মোঃ কুতবুল আলম, আবু জাফর মুহাম্মদ নুমান ও মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান। সম্পাদনায় : অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম।

আমার বাংলা বই
ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি
পূণর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮

(৪৭) বইয়ের শুরু হয়েছে পাখির ছবি দিয়ে অর্থাৎ মলাটের উপর মা-পাখি ও তার ছানাদ্বয়ের চিত্র।

মন্তব্য : এটি একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয়। তাছাড়া ইসলামে প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ, যদি সেটি সম্মানের উদ্দেশ্যে হয়।

(৪৮) পাঠ শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে যা শিরক মিশ্রিত। কেননা মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি। বাংলা মায়ের সৃষ্টি নয়। আমাদের সন্তানরা আল্লাহ্র প্রশংসা করবে। মাটিকে মা বলে তার বন্দনা নয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ গান লিখেছিলেন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিপক্ষে এবং যুক্ত বাংলার পক্ষে। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ চাননি। অথচ বঙ্গভঙ্গ হয়েছে এবং তার ফলেই ১৯৪৭ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান' অতঃপর সেই মানচিত্রের উপরেই ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীন 'বাংলাদেশ' লাভ করেছি। তাহ'লে কি এই গানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে তার স্বাধীনতা হারিয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলা যুক্ত করে পুনরায় ভারত ভুক্ত হওয়ার দিকে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে?

তাছাড়া দেশপ্রেম মানুষের সত্তাগত বিষয়। এটি গান গেয়ে প্রকাশ করার বিষয় নয়। যারা এ গান জানেনা বা এ গান গায় না, তাদের মধ্যে কি দেশপ্রেম নেই? অতএব শিক্ষার্থীরা 'বিসমিল্লাহ' বলে পাঠ শুরু করবে, এটাই হবে কাম্য।

(৪৯) সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা পৃষ্ঠাতে পহেলা বৈশাখের ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি সংযোজন।

মন্তব্য : পহেলা বৈশাখ ইসলামী কোন পর্ব নয়। এমনকি বাঙ্গালীরও কোন পর্ব নয়। এটি পরবর্তীকালে শাসকদের সৃষ্ট।

(৫০) বইয়ের সূচিপত্রের পৃষ্ঠাতে একটি ছোট্ট মেয়ে দু'টি ছেলের হাত ধরে খেলছে।

মন্তব্য : এভাবে ছোট থেকেই ছেলে ও মেয়ের পার্থক্য দূর করার চেষ্টা হচ্ছে। যা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ ও ইসলাম বিরোধী। বড়কথা এভাবে নারী-পুরুষের ছবি দিয়ে লেখাপড়া শিখানোর নীতি ইসলাম সম্মত নয়। আজকের কিশোর অপরাধ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পিছনে এইসব ছবির প্রতিক্রিয়া আছে কি না ভেবে দেখা আবশ্যক।

(৫১) পৃ. ১,২,৩,৪-য়ে ছেলে ও মেয়েদের ছবিতে ভরে দেওয়া হয়েছে।

মন্তব্য : বুঝানো হচ্ছে যে, মাদরাসায় সহশিক্ষা চালু আছে, যা ইসলাম বিরোধী। ২য় পৃষ্ঠায় একটি মেয়ের নেতৃত্বে ছেলে-মেয়ে সবাই দু'হাত তুলে শপথবাক্য পাঠ করছে। পিছনে একজন শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষিকা দাঁড়িয়ে আছেন।

এর মাধ্যমে ইসলামের পর্দার বিধানকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। নারী নেতৃত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামের শপথের বিধানকে অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ নিল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল' *(তিরমিযী হা/১৫৩৫)*। তাছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা শপথ করছেন বলে মনে হচ্ছেনা। তাহ'লে সেটা করতে বাচ্চাদের বাধ্য করা হচ্ছে কেন?

৩য় পৃষ্ঠায় ক্লাসের শিক্ষিকা বাদে যে ১১জন বালক-বালিকার ছবি দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে এনাম ও ওমর বাদে বাকী সব নামই অনৈসলামিক এবং লিঙ্গহীন। যেমন অমি, ইমন, ঈশিতা, আলো, ঋতু, উমং, ঊর্মি, ঐশী, ঔছন ইত্যাদি। এসব নামে বুঝার উপায় নেই যে, শিশুরা মুসলিম না অমুসলিম? বুঝার উপায় নেই কোন নামটি বালকের বা কোন নামটি বালিকার। এভাবে সুকৌশলে লিঙ্গ বৈপরিত্যের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যা অবাস্তব এবং যা সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।

একই পৃষ্ঠার নীচে ছবিতে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে পরস্পরে কুশলবার্তা দেখানো হয়েছে। এতে উভয়ের মধ্যে ভবিষ্যতে অবৈধ সম্পর্কের গোড়াপত্তন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। ইসলাম শুরু থেকেই সহশিক্ষা বাতিলের মাধ্যমে এই অনৈতিক আশংকা থেকে জাতিকে মুক্ত করেছে।

৪র্থ পৃষ্ঠায় ছেলে-মেয়েরা এক সাথে খেলা করা সহ সব কাজ করছে। যা আদৌ শোভনীয় নয়।

(৫২) পৃ. ৫ **ছড়া**

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মউ।
এত ডাকি তবু কথা
কও না কেন বউ।

মন্তব্য : এখানে উপবিষ্ট একজন নতুন বউয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে একটি ছেলে শিশু ছড়াটি বলছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭ খৃ.) লিখিত এই কবিতাটি যুগ যুগ ধরে চলছে। আর এটাকেই মাদ্রাসার ১ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের ১ম কবিতা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে তাকে কি শিখানো হচ্ছে? ছোট বাচ্চাকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সন্ধান না দিয়ে ধারণা দেওয়া হচ্ছে নতুন বউয়ের! এখন থেকে সে তার সহপাঠী মেয়েদেরকে তার বউ ভাবতে শুরু করবে। পরিণামে যা হবার তাই হচ্ছে। আজ কিশোর অপরাধীরা যে ভয়ংকর ব্যভিচারী হয়ে উঠেছে, তার অন্যতম কারণ হ'ল, এইসব যৌন সুড়সুড়ি দেওয়া ফালতু শিক্ষা। পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠান দ্বীন শিক্ষার জন্য। এগুলি শিক্ষার জন্য নয়।

(ক্রমশঃ)

Contents

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৫ম কিস্তি)

(ঙ) আহলুল হাদীছ (أهل الحديث) **:**

শাব্দিক অর্থ : الحديث শব্দটি حَدَث অথবা حُدُوْث মূলধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এটি একবচন। বহুবচনে أحاديث। অভিধানে শব্দটির দু'টি অর্থ দেখা যায়- (১) নতুন। (২) সংবাদ।[১] এর অপর একটি অর্থ হ'ল, কথা বা বাণী।[২] যেমন আল্লাহ্র বাণী, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا 'আর কথায় আল্লাহ্র চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে?' *(নিসা ৪/৮৭)*।

পারিভাষিক অর্থ : ইলমে হাদীছের পরিভাষায়, রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি, সৃষ্টিগত গুণাবলী এবং চারিত্রিক গুণাবলীকে হাদীছ বলা হয়।[৩]

ইবনু তায়মিয়াহ (মৃ. ৭২৮খ্রিঃ) বলেন, 'সাধারণভাবে রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত তাঁর নবুঅত পরবর্তী সকল কথা, কর্ম এবং অনুমোদনকে হাদীছ বলা হয়। এই তিনটি মাধ্যম থেকেই রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এ মর্মে তিনি যা বলেছেন তা যদি সংবাদ বিষয়ক হয়, তবে তা সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। আর যদি তা ওয়াজিব, হারাম, মুবাহ ইত্যাদি হুকুম-আহকাম বিষয়ক হয়, তবে তা অনুসরণ করা ওয়াজিব'।[৪]

আর 'আহলুল হাদীছ' বা 'আছহাবুল হাদীছ' শব্দবন্ধটির অর্থ হাদীছ বিশেষজ্ঞ, মুহাদ্দিছ, হাদীছের অনুসারী প্রভৃতি। নিম্নে পরিভাষাটির ব্যবহার এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সমার্থক হিসাবে পরিভাষাটির প্রয়োগ দেখানো হ'ল।

আহলুল হাদীছ অভিধাটির ব্যবহার : 'আহলুল হাদীছ' অভিধাটির দু'টি ব্যবহার রয়েছে। একটি সাধারণ ব্যবহার অপরটি বিশেষ ব্যবহার।

(ক) সাধারণ ব্যবহার (الإطلاق العام) : সালাফগণ 'আহলুল হাদীছ' বলতে এমন একটি সম্প্রদায়কে বুঝাতেন যারা কালাম তথা যুক্তিবাদী সম্প্রদায় (أهل الكلام)-এর বিপরীত। তারা ছিলেন ইসলামের মৌলিক আক্বীদাগত বিষয়ে কালামী তথা যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের নবাবিষ্কৃত গ্রীক দর্শনপুষ্ট মতবাদ ও চিন্তাধারার ঘোর বিরোধী। এই যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের উপজাত ছিলেন রায়পন্থীগণ (أهل الرأي), যারা কুরআন ও হাদীছকে শরী'আতের প্রধান উৎস হিসাবে গ্রহণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় মত, উছূল ও যুক্তিবিরোধী হাদীছ বর্জন করতেন কিংবা ব্যাখ্যাসাপেক্ষে এড়িয়ে যেতেন। এর বিপরীত ছিলেন আহলুল হাদীছগণ, যারা সর্বক্ষেত্রে হাদীছকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং হাদীছের বর্তমানে যুক্তি ও ব্যক্তিমতকে সর্বতোভাবে বর্জন করতেন। এজন্য আহলুল কালাম ও আহলুর রায়ের বিপরীতে তাদেরকে আহলুল হাদীছ বলা হ'ত। রায়পন্থীরা ছিলেন কূফা বা ইরাকের অধিবাসী এবং হাদীছপন্থীরা ছিলেন হিজাযের অধিবাসী।[৫]

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ইবনু খালদূন (মৃ. ৮০২হিঃ) বলেন, 'বিদ্বানদের মধ্যে ফিকহ দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল। একটি হ'ল রায় ও কিয়াসপন্থীদের ধারা, যারা ছিলেন ইরাকের অধিবাসী। অপরটি হ'ল হাদীছপন্থীদের ধারা, যারা ছিলেন হিজাযের অধিবাসী। ইরাকীদের মধ্যে হাদীছ ছিল কম...। ফলে তারা কিয়াস বেশী করতেন এবং এতে ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করেন। আর একারণেই তারা আহলুর রায় বা রায়পন্থী হিসাবে অভিহিত হয়েছেন'।[৬]

ঐতিহাসিক আব্দুল করীম শাহরাস্তানী (মৃ. ৫৪৮হিঃ) বলেন, 'উম্মতের মুজতাহিদ ইমামগণ দুই ভাগে বিভক্ত। আছহাবুল হাদীছ এবং আছহাবুর রায়। আছহাবুল হাদীছগণ হিজাযের অধিবাসী, যারা ইমাম মালেক, শাফেঈ প্রমুখের অনুসারী।.. তাদের এই নামকরণের কারণ হ'ল, তাদের মূল লক্ষ্যবস্তু হাদীছ সংগ্রহ করা ও তা বর্ণনা করা। তারা দলীলের ভিত্তিতে শরী'আতের হুকুম-আহকাম নির্ণয় করেন। হাদীছ বা আছার পেলে তারা কখনও স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট ক্বিয়াসের আশ্রয় নেন না।.. অপরদিকে আহলুর রায়গণ হ'লেন ইরাকের অধিবাসী, যারা ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখের অনুসারী।.. তাদের এই নামকরণের কারণ হ'ল, ক্বিয়াসের সূত্র অনুসন্ধানের প্রতি তাদের অত্যাধিক মনোযোগ। তারা হুকুম-আহকামের মূল মর্মার্থ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেন এবং তার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য ঘটনাবলীর হুকুম নির্ণয় করেন। আর এটা করতে গিয়ে তারা কখনও খবর ওয়াহিদ হাদীছের উপরও প্রকাশ্য ক্বিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন'।[৭]

এই সম্প্রদায়ের নাম আহলুল হাদীছ রাখার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে হিবাতুল্লাহ লালকাঈ (মৃ. ৪১৮হিঃ) বলেন, 'তাদের এই নামটি কিতাব ও সুন্নাতের সামষ্টিক অর্থ থেকে গৃহীত। কেননা এটি কিতাব ও সুন্নাত উভয়কেই শামিল করে এবং তারা এ দু'টি (শারঈ উৎস) ধারণের জন্য বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত'। অতঃপর তিনি দলটিকে হাদীছে উল্লেখিত বিজয়ী দল এবং নাজী ফের্কা আখ্যায়িত করে বলেন, 'এরাই

১. *রাগেব আল-আস্ফাহানী, আল-মুফরাদাত ফি গারীবিল কুরআন, পৃ. ১০৮; মাজদুদ্দীন আল ফিরোযাবাদী, আল-কামুসুল মুহীত, পৃ. ২১৪।*
২. *ড. মারওয়ান মুহাম্মাদ শাহীন, তায়সীরুল লাত্বীফীল খাবীর ফি উলূমি হাদীছিল বাশীর আন নাযীর, পৃ. ১১।*
৩. *মান্না আল কাত্ত্বান, মাবাহিছ ফি উলূমিল হাদীছ, পৃ. ৭; ড. মাহমূদ আত-ত্বহ্হান, তায়সীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ, পৃ. ১৬ ।*
৪. *ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ১৮/৭ পৃ.।*
৫. *ওছমান যুমায়রিয়া, মাদখাল লি দিরাসাতিল আক্বীদাহ আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ১৫৫; দ্র. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশসহ, পৃ. ৫২-৬২।*
৬. *ইবনু খালদূন, তারীখু ইবনে খালদূন, ১/৫৬৪ পৃ.।*
৭. *আব্দুল করীম শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ২/১১-১২ পৃ.।*

হ'ল হেদায়াতপ্রাপ্ত সম্প্রদায় এবং ন্যায়নিষ্ঠ দল, যারা দৃঢ়ভাবে সুন্নাতকে ধারণকারী। তারা রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কাউকে কামনা করে না। তাঁর কোন কথার রদবদল পসন্দ করে না। তাঁর কোন সুন্নাত থেকে প্রত্যাবর্তন আশা করে না। যুগ-যামানার বিবর্তন তাদেরকে সুন্নাতের অনুসরণ থেকে দূরে ঠেলে দেয় না। ঘটনার দূর্বিপাক তাদেরকে সুন্নাতের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। ইসলামবিরোধী যেসব ষড়যন্ত্রকারীরা আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তাতে বক্রতা সৃষ্টি করে এবং কুটতর্ক, মিথ্যাচার ও মিথ্যা সংশয় সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে বিপথগামী করে, সর্বোপরি আল্লাহ্র নূরকে যারা নির্বাপিত করতে চায়, তাদের আবিষ্কৃত নিত্য-নতুন পথ ও পন্থাও তাদেরকে সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই, যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপসন্দ করে'।[৮]

ইবনু রজব হাম্বলী (মৃ. ৭৯৫হিঃ) আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন, 'রায়পন্থী ফকীহগণ নতুন নতুন মাসআলা উদ্ভাবন ও তার সমাধানে ব্যস্ত থাকেন এবং তা নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত থাকেন...। অন্যদিকে হাদীছপন্থী ফকীহগণ তাদের মূল লক্ষ্য থাকে কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করা এবং ছহীহ সুন্নাহে তার কি ব্যাখ্যা এসেছে তা অনুসন্ধান করা। তাঁরা ছাহাবী এবং তাঁদের অনুসারী তাবেঈদের বক্তব্য থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের মধ্যে ছহীহ ও যঈফ বাছাই করার চেষ্টা করেন। অতঃপর তার মর্মার্থ বোঝা ও প্রকৃত অর্থ জানার চেষ্টা করেন'।[৯]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (মৃ. ১১৭৬হিঃ) অনুরূপভাবে আহলুর রায় এবং আহলুল হাদীছের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তারা এমন একটি দল যারা মানুষের রায় বা মতামতের প্রতি মনোনিবেশ করতে অপসন্দ করেন। তারা একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফৎওয়া দিতে বা কোন মাসআলা নির্ণয় করতে ভয় করেন। (এর পরিবর্তে) রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনাতেই তাদের চূড়ান্ত আগ্রহ থাকেন'।[১০]

সুতরাং মনীষীগণের উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে, আহলুল কালাম এবং আহলুর রায়ের বিপরীতে আহলুল হাদীছ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রাথমিক যুগ থেকেই ছিল, যারা রায়ের বিপরীতে হাদীছকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং সুন্নাতের বিরোধিতা তথা বিদ'আত থেকে সর্বদা বেঁচে থাকতেন। বিশুদ্ধ হাদীছ অনুসন্ধান ও তার প্রতি আমলই ছিল তাদের মূল বৈশিষ্ট্য। আক্বীদা ও আমলে সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুসরণই ছিল তাদের ব্রত। এই দলটিই সাধারণ অর্থে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত হ'তেন।

স্মর্তব্য যে, আহলুল হাদীছ পরিভাষাটি আহলুল কালাম তথা যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যখন তা আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়ে হয় এবং আহলুর রায় তথা রায়পন্থী সম্প্রদায়ের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যখন তা ফিকহ সংক্রান্ত বিষয়ে হয়।[১১]

আহলুল হাদীছদের এই সুন্নাতমুখী অবস্থান ও হক্বের উপর অবিচলতা নীতির কারণে সালাফ বিদ্বানগণ এই দলটির ভুঁয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে নাজী ফের্কা তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসাবে অভিহিত করেছেন। যেমন-

(১) ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনী (মৃ. ২৩৪হি.) বলেন, هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَالَّذِينَ يَتَعَاهَدُوْنَ مَذَاهِبَ الرَّسُولِ، وَيَذُبُّوْنَ عَنِ الْعِلْمِ، لَوْلَاهُمْ لَمْ تَجِدْ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأْيِ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ 'তারা হ'ল আহলুল হাদীছ, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহীত মাযহাব বা নীতিমালাকে সংরক্ষণ করেছেন, যারা জ্ঞান তথা কুরআন ও হাদীছকে (ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র কিংবা বিকৃতির হাত থেকে) রক্ষা করেছেন। যদি তারা না থাকত, তাহ'লে মু'তাযিলা, রাফেযী (শী'আ), জাহমিয়া, মুরজিয়া ও আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারতাম না'।[১২]

(২) খলীফা হারূণুর রশীদ (মৃ. ১৯৩ হি.) বলেন, 'আমি মুসলমানদের চারটি দলের মধ্যে চারটি বস্তু পেয়েছি। (ক) আমি কুফরী সন্ধান করেছি ও তা পেয়েছি জাহমিয়া (অদৃষ্টবাদী)-দের মধ্যে। (খ) কুটতর্ক ও ঝগড়া পেয়েছি মু'তাযিলাদের মধ্যে। (গ) মিথ্যা খুঁজেছি ও তা পেয়েছি রাফেযী (শী'আ)-দের মধ্যে। আর (ঘ) আমি হক খুঁজেছি এবং তা পেয়েছি 'আহলেহাদীছ'দের মধ্যে।[১৩]

(৩) খত্বীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩হি.) বলেন, 'বিশ্ব চরাচরের প্রভু এই বিজয়ী দল (আহলুল হাদীছ)-কে দ্বীনের পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। আর শরী'আতকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ এবং ছাহাবী ও তাবেঈদের পদাংক অনুসরণের ফলস্বরূপ আল্লাহ তাঁদেরকে হঠকারীদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছেন। ...তাঁদের কর্ম হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর

---

৮. *হেবাতুল্লাহ লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ, ১/২৪-২৬ পৃ.।*

৯. *وَأَمَّا فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْعَامِلُونَ بِهِ، فَإِنَّ مُعْظَمَ هَمِّهِمُ الْبَحْثُ عَنْ مَعَانِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا يُفَسِّرُهُ مِنَ السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ، وَكَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَعَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْرِفَةِ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، ثُمَّ التَّفَقُّهِ فِيهَا وَتَفَهُّمِهَا، وَالْوُقُوفِ عَلَى مَعَانِيهَا* দ্র. ইবনু রজব, *জামেঊল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২৪৯ পৃ.। ইবনু রজব, জামেঊল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২৪৯ পৃ.।*

১০. *শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/২৫৪ পৃ.।*

১১. *ড. মুহাম্মাদ ইউসরী, ইলমুত তাওহীদ ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃ. ৪৪।*

১২. *খত্বীব আল-বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ১০।*

১৩. *ঐ, পৃ. ৫৫।*

সুন্নাহসমূহ সংরক্ষণ করা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর শরী'আতের বিধি-বিধান সংগ্রহের জন্য আল্লাহ্র যমীনে পদব্রজে বিচরণ করা এবং বাহনযোগে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করা। তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের পরিবর্তে কোন রায় বা স্বেচ্ছাচারিতার পথে পা বাড়ান না। তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর শরী'আতকে কথায় ও কাজে গ্রহণ করেন। তাঁর সুন্নাতকে আত্মস্থকরণ ও বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা দান করেন, যাতে সুন্নাতের মৌলিকত্বকে অক্ষুণ্ন রাখা যায়। তাঁরা যথার্থই সুন্নাতের হক্বদার এবং অনুসারী'। অতঃপর তিনি বলেন, وَكَمْ مِنْ مُلْحِدٍ يَرُوْمُ أَنْ يَخْلِطَ بِالشَّرِيعَةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا. وَاللهُ تَعَالَى يَذُبُّ بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَنْهَا. فَهُمُ الْحُفَّاظُ لِأَرْكَانِهَا وَالْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهَا وَشَأْنِهَا. 'কত অধার্মিক লোকই না চেয়েছিল শরী'আতের মধ্যে এমন বস্তু প্রবেশ করাতে যা এর অংশ নয়। আল্লাহ আছহাবুল হাদীছদের দ্বারা সেই অপচেষ্টা নিষ্ফল করে দিয়েছেন। সুতরাং তারাই হ'ল সুন্নাতের ভিত্তি হেফাযতকারী। তারাই হ'ল সুন্নাতসমূহ বাস্তবায়নকারী ও সুন্নাতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারী'।[১৪]

(৪) ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'যারা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাদের একথা অজানা নেই যে, সকল মানুষের মধ্যে আহলুল হাদীছগণ হ'লেন রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীসমূহ ও তাঁর (প্রচারিত) জ্ঞানসমূহের সর্বাধিক অনুসন্ধানী। তাঁরা তাঁর সুন্নাতের সর্বাধিক অনুসরণকারী। তাঁরা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী'। অতঃপর তিনি বলেন, فَهُمْ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ كَأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي أَهْلِ الْمِلَلِ 'মুসলমানদের মধ্যে তাদের অবস্থান অনুরূপ (মর্যাদাপূর্ণ), যেরূপ সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের অবস্থান'।[১৫]

(খ) বিশেষ ব্যবহার (الإطلاق الخاص): আহলুল হাদীছ শব্দটি বিশেষ অর্থে সেই সকল বিদ্বানদের জন্য নির্ধারিত, যারা হাদীছ শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, সংকলন, অনুধাবন তথা হাদীছ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক কর্মে নিযুক্ত থাকেন। তারা মুহাদ্দিছ হিসাবে পরিচিত। সুতরাং আহলুল হাদীছ শব্দটি যখন প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি হিসাবে ব্যবহৃত হবে তখন তার অর্থ হবে মুহাদ্দিছ। যেমনভাবে অন্যান্য শাস্ত্রবিদদের বলা হয় ফকীহ, মুফাস্সির, ক্বারী, দার্শনিক, ভাষাবিদ, কবি, বিজ্ঞানী প্রভৃতি। যেমন-

হুশাইম বিন বাশীর (মৃ. ১৮৩ হি.) বলেন, مَن لَمْ يَحْفَظِ الْحَدِيثَ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ 'যে ব্যক্তি হাদীছ মুখস্থ করে না, সে আছহাবুল হাদীছ হ'তে পারে না'।[১৬] অর্থাৎ মুহাদ্দিছ হ'তে গেলে হাদীছ মুখস্থ করা আবশ্যক।

ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ (মৃ. ১৯৭হি.) বলেন, لاَ يَكْمُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَكْتُبَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ، وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلَهُ، وَعَمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ 'কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ (আহলুল হাদীছ) হ'তে পারে না, যতক্ষণ না সে তার চেয়ে বড়, তার সমকক্ষ বা তার চেয়ে ছোট ব্যক্তির কাছ থেকে (হাদীছ) লিপিবদ্ধ করবে'।[১৭]

এই মুহাদ্দিছদের মধ্যে কেউ গ্রহণযোগ্য, কেউ গ্রহণযোগ্য ছিলেন। এমনকি কেউ বিদ'আতী ও মিথ্যুকও ছিলেন। যেমন ইবনু আদী (মি. ৩৬৫হি.) বর্ণনা করেন, কিনানাহ বিন জাবালাহ নামক খোরাসানের জনৈক মুহাদ্দিছ সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (মৃ. ২৩৩হি.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি তার সম্পর্কে বলেন, 'নিকৃষ্ট মিথ্যুক'।[১৮]

ইমাম আহমাদ (মৃ. ২৪১হিঃ) সাহল আল-আসওয়াদ নামক একজন রাবী সম্পর্কে বলেন, كَانَ من أصحاب الحديث، أَروَى الناس عَنْ شُعبة، ترك الناس حديثه 'তিনি আছহাবুল হাদীছ ছিলেন। তিনি শু'বা থেকে সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী রাবী। তবে মানুষ তাঁর হাদীছ পরিত্যাগ করেছে (বাতিল হাদীছ বর্ণনার কারণে)'।[১৯]

ইবনু তায়মিয়া (মৃ. ৭২৮হিঃ) বলেন, وَهَذَا الْوَجْه تختاره طَائِفَة من متكلمي أهل الحَدِيث المائلين إِلَى الإرجاء كالأشعري وَغَيره অর্থাৎ 'এই মতটি গ্রহণ করেছে মুতাকাল্লিম আহলুল হাদীছদের মধ্যকার একটি শ্রেণী, যাদের আক্বীদা মুরজিয়াদের নিকটবর্তী, যেমন আল-আশ'আরী এবং অন্যান্যরা'।[২০] অর্থাৎ একজন মুহাদ্দিছ মুতাকাল্লিম (যুক্তিবাদী)-ও হ'তে পারে এবং আক্বীদাগতভাবে মুরজিয়াও হ'তে পারে।

সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক আহলুল হাদীছগণ হ'লেন হাদীছ বিশেষজ্ঞ তথা মুহাদ্দিছ। তারা হাদীছের পঠন-পাঠন এবং হাদীছ গবেষণাতে দিনাতিপাত করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে এমন রয়েছেন যাদের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তারা মিথ্যুক হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছেন। আবার অনেকে শী'আ ও বিদ'আতী পর্যন্ত ছিলেন। তদুপরি তারা মুহাদ্দিছ সম্প্রদায় থেকে বহির্ভূত নন। কেননা এটা তাদের পেশাগত পরিচিতি।

সারকথা :

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আহলুল হাদীছ শব্দটির দু'টি প্রয়োগ রয়েছে এবং

১৪. *ঐ, পৃ. ১০।*
১৫. *ইবনু তায়মিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪/২৮৮ পৃ.।*
১৬. *ইবনু আদী, আল-কামিল ফী যুআফাইর রিজাল, ১/১৮১ পৃ.।*
১৭. *জামালুদ্দীন আল-মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১/১৬৬ পৃ.।*
১৮. *حدثنا عثمان سألت يحيى بن معين عن كنانة بن جبلة الذي كان يكون بخراسان من أهل الحديث قال ذلك كذاب خبيث দ্র. ইবনু আদী, আল-কামিল ফী যুআফাইর রিজাল, ৭/২১৫ পৃ.।*
১৯. *মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর, ৪/১০৩ পৃ.।*
২০. *ইবনু তায়মিয়া, আল-ইস্তিকামাহ, ১/১৫০ পৃ.।*

পরিভাষাটি সাধারণ ও বিশেষ উভয় অর্থেই বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেই সাথে এই দু'টি প্রয়োগ তথা প্রাতিষ্ঠানিক আহলুল হাদীছ বা মুহাদ্দিছ এবং আক্বীদা ও মানহাজগত আহলুল হাদীছের মধ্যে মোটাদাগে পার্থক্য রয়েছে। আর এই পার্থক্য হ'ল-

প্রথমতঃ মুহাদ্দিছ কখনও জাল হাদীছ বর্ণনাকারী হ'তে পারে; বিদ'আতী হ'তে পারে; হ'তে পারে শী'আ কিংবা মুরজিয়া। কিন্তু কোন ভ্রান্ত আক্বীদা ও মানহাজে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে আক্বীদাগতভাবে আহলুল হাদীছ হওয়ার সুযোগ নেই।

যেমন খত্বীব বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩হিঃ) বর্ণনা করেন, সমরকন্দের জনৈক বিদ্বান আবূবকর আন-নাসাফী বলেন, كان مشايخنا يسمون أبا بكر بن إسماعيل أبا ثمود، لأنه كان من أصحاب الحديث، فصار من أصحاب الرأي. يقول الله تعالى: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» 'আমাদের মাশায়েখগণ আবূবকর বিন ইসমাঈলকে আবূ ছামূদ বলেন। কেননা তিনি আছহাবুল হাদীছ ছিলেন। অতঃপর আছহাবুর রায় হয়ে যান। (আর একারণেই তাকে ছামূদ বলা হয় যে) আল্লাহ বলেন, আমি ছামূদ জাতিকে হেদায়াত করেছিলাম। অতঃপর তারা হেদায়াতের পরিবর্তে অন্ধত্বকেই বেছে নিল *(হামীম সাজদাহ ১৭)*।[২১]

দ্বিতীয়তঃ প্রাতিষ্ঠানিক আহলুল হাদীছ হ'তে পারেন কেবল মুহাদ্দিছগণ। কিন্তু আক্বীদা ও মানহাজগত আহলুল হাদীছ হ'তে পারেন মুহাদ্দিছ, ফকীহ, মুজাহিদ, দাঈ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষ।

যেমন ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬হি.) বলেন, وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ مُفَرَّقَةٌ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ شُجْعَانٌ مُقَاتِلُونَ وَمِنْهُمْ فُقَهَاءُ وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ وَمِنْهُمْ زُهَّادٌ وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمِنْهُمْ أَهْلُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنَ الْخَيْرِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ 'হ'তে পারে এই ফের্কা বিভিন্ন পর্যায়ের মুমিনদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন মুজাহিদ, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, যাহেদ বা দুনিয়াবিমুখ, ন্যায়ের আদেশদাতা ও অন্যায়ের নিষেধকারী ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের মুমিন। এদের সবাইকে একস্থানে মওজূদ থাকা আবশ্যিক নয়। বরং তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকতে পারেন'।[২২]

ইবনু তায়মিয়া (মৃ. ৭২৮হিঃ) এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করে বলেন, وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سَمَاعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ رِوَايَتِهِ بَلْ نَعْنِي بِهِمْ: كُلَّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَاتِّبَاعِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْقُرْآنِ. وَأَدْنَى خَصْلَةٍ فِي هَؤُلَاءِ: مَحَبَّةُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْبَحْثِ عَنْهُمَا وَعَنْ مَعَانِيهِمَا وَالْعَمَلِ بِمَا عَلِمُوهُ مِنْ مُوجِبِهِمَا. فَفُقَهَاءُ الْحَدِيثِ أَخْبَرُ بِالرَّسُولِ مِنْ فُقَهَاءِ غَيْرِهِمْ وَصُوفِيَّتُهُمْ أَتْبَعُ لِلرَّسُولِ مِنْ صُوفِيَّةِ غَيْرِهِمْ وَأُمَرَاؤُهُمْ أَحَقُّ بِالسِّيَاسَةِ النَّبَوِيَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَعَامَّتُهُمْ أَحَقُّ بِمُوَالَاةِ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِهِمْ 'আমরা আহলুল হাদীছ বলতে কেবল তাদেরকে বুঝি না যারা কেবল হাদীছ শ্রবণ, লিখন অথবা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ। বরং প্রত্যেক যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও গোপনে হাদীছ সংরক্ষণ, হাদীছের জ্ঞানার্জন কিংবা হাদীছ অনুধাবনকর্মে নিরত রয়েছেন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে হাদীছের অনুসরণ করেন (তারা আহলুল হাদীছ)। এমনিভাবে যারা কুরআন বিশেষজ্ঞ তারাও। এদের সর্বনিম্ন বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, তারা কুরআন ও হাদীছের প্রতি ভালবাসা রাখেন, এতদুভয়ের জ্ঞানান্বেষণে এবং মর্মার্থ অনুধাবনে চেষ্টিত থাকেন। তারা যে আমল করেন তা কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতেই করেন। ফলে আহলুল হাদীছ ফকীহগণ অন্যান্য ফকীহদের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সম্পর্কে অধিক অবগত। তাদের মধ্যকার ছূফী তথা দুনিয়াবিমুখগণ অন্যান্য ছূফীদের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অধিক অনুসরণ করেন। তাদের শাসকগণ অন্যান্যদের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর রাজনীতি সম্পর্কে অধিক অবগত। তাদের সাধারণ লোকেরা অন্যদের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অধিকতর অনুসরণকারী'।[২৩]

এই পার্থক্য উপলব্ধি না করার কারণে বিশেষতঃ ভারত উপমহাদেশে একদল আলেমকে অজ্ঞতাপূর্ণভাবে প্রচারণা চালাতে দেখা যায় যে, আহলুল হাদীছ অর্থ মুহাদ্দিছ। সুতরাং কোন সাধারণ মানুষ আহলুল হাদীছ হ'তে পারে না। অথচ এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বিদ্বেষপ্রসূত। তারা নিছক অজ্ঞতার কারণে কিংবা জ্ঞাতসারেই সালাফে ছালেহীন কর্তৃক 'আহলুল হাদীছ' শব্দটির সাধারণ প্রয়োগ (الإطلاق العام)-টি গোপন রেখে কেবল শব্দটির বিশেষ সীমাবদ্ধ প্রয়োগ (الإطلاق الخاص)-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং আহলুল হাদীছ সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভ্রান্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।[২৪] আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

(চলবে)

---

২১. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৭৫।*
২২. *নববী, শারহু মুসলিম, ১৩/৬৭ পৃ.।*
২৩. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৪/৯৫ পৃ.।*
২৪. *সম্প্রতি ঢাকা মাকতাবাতুল আসলাফ প্রকাশিত এবং আব্দুল্লাহ আল মাসউদ সংকলিত 'সালাফদের দৃষ্টিতে আহলে হাদীস' নামক একটি পুস্তক আমাদের হস্তাগত হয়েছে। সেখানেও একই অপপ্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে।- লেখক।*

Contents

আতিথেয়তার আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানুষ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী বা অন্য কারো নিকটে অতিথি হয় ও আতিথ্য গ্রহণ করে। ইসলাম এক্ষেত্রে কিছু আদব পালন করার নির্দেশ দিয়েছে। এগুলি মেনে চলার মাধ্যমে পাস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর করা এবং নেকী অর্জনের চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। নিম্নে আতিথেয়তার আদব উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. আপ্যায়নকারীর জন্য আদব :

মেযবানকে কিছু শিষ্টাচার পালন করতে হবে। এতে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে এবং মেহমানের সমাদরও যথাযথ হবে। আপ্যায়নকারীর জন্য নিম্নের আদবগুলি মেনে চলা উচিত।

১. আল্লাহভীরুদের দাওয়াত দেওয়া :

দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে মুত্তাক্বী-পরহেযগার ব্যক্তিদের মনোনীত করার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ 'মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না এবং আল্লাহভীরু লোক ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়'।[১] এই নিষেধের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব না করা ও তাদের সঙ্গী না হওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، 'আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। যদিও তারা তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর বা আত্মীয়-স্বজন হৌক' *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*। আর 'মুত্তাক্বী ব্যতীত অন্যদের খাদ্য খাওয়াবে না' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মুত্তাক্বীদের সাহচর্যকে আবশ্যক করে নেওয়া ও তাদের সাথে মেশা এবং পাপীদের সংশ্রব ত্যাগ করা। অর্থাৎ আল্লাহভীরুদের সম্মান করা।[২]

খাত্ত্বাবী বলেন, এ নির্দেশ দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ানোর ক্ষেত্রে নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، 'তারা আল্লাহর মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে। (এবং তারা বলে) শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা তোমাদের খাদ্য দান করে থাকি এবং তোমাদের নিকট থেকে আমরা কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না' *(দাহর ৭৬/৮-৯)*। আর বন্দী সাধারণত কাফের হয়ে থাকে। এখানে তাক্বওয়াহীন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।[৩]

২. শুধু ধনীদের বেছে বেছে দাওয়াত না দেওয়া :

কোন অনুষ্ঠানে বেছে বেছে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া এবং দরিদ্রদের পরিত্যাগ করা শরী'আত সম্মত নয়। বর্তমানে মানুষ উপহার-উপঢৌকন লাভের জন্য দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধনীদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। হাদীছে একে নিকৃষ্ট অনুষ্ঠান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، 'যে ওয়ালীমায় ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের উপেক্ষা করা হয় তাহ'ল সর্বাধিক নিকৃষ্ট ওয়ালীমা'।[৪]

৩. দাওয়াত যেন গর্ব-অহংকার প্রকাশের জন্য না হয় :

মানুষকে খাদ্য খাওয়ানো নেকী অর্জনের মাধ্যম এবং এটা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ،

'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ ইসলাম উত্তম? (অর্থাৎ ইসলামে কোন কাজ উত্তম)। তিনি বললেন, (ক্ষুধার্তকে) খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া'।[৫] সুতরাং নেকী অর্জনের এই কাজটি যেন গর্ব-অহংকারের বিষয়ে পরিণত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথা তা গোনাহের কারণ হবে। বস্তুতঃ খাদ্য খাওয়ানোর উদ্দেশ্য হবে ছওয়াব লাভ, রাসূলের অনুসরণ এবং ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও মযবূত করা।

৪. মেহমানকে স্বাগত জানানো :

মেহমানকে অভ্যর্থনা জানানো মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিকটে আগত মেহমানদেরকে স্বাগত জানাতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ وَالْقَوْمِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى 'এই প্রতিনিধি দলের প্রতি 'মারহাবা', লাঞ্ছনা ও লজ্জা বিহীন'।[৬] অন্যত্র এসেছে,

---

১. *তিরমিযী হা/২৩৯৫; আবূদাঊদ হা/৪৮৩২, ছহীহুল জামে' হা/৭৩৪১, ছহীহ আত-তারগীব হা/৩০৩৬, সনদ হাসান।*
২. *দলীলুল ফালেহীন লিতুরুকে রিয়াযিছ ছালেহীন, ৩/২২৯ পৃঃ।*
৩. *আওনুল মা'বূদ ১৩/১২৩।*
৪. *বুখারী হা/৫১৭৭; মুসলিম হা/১৪৩২, আবূদাঊদ হা/৩৭৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৯১৩।*
৫. *বুখারী হা/১২, ২৮, ৩২, ৬২; মুসলিম হা/৩৯, নাসাঈ হা/৫০০০; আবূদাঊদ হা/৫১৯৪।*
৬. *বুখারী হা/৬১৭৬।*

উম্মু হানী বিনতু আবূ তালিব (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রাঃ) তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনি জানতে চাইলেন, এ কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানী বিনতু আবূ তালিব। তিনি বললেন, মারহাবা, হে উম্মু হানী![৭]

৫. অতিথিকে সম্মান করা :

অতিথিকে সম্মান করা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ। তাই সাধ্যমত মেহমানকে সম্মান করা মেযবানের জন্য যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মেহমানের সম্মান করে'।[৮] সুতরাং মেহমানকে সম্মান করা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ।

৬. অতিথিকে দ্রুত খাবার পরিবেশন করা ও তার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা :

অতিথি বাড়ীতে আসার পর যথাসম্ভব দ্রুত তাকে আপ্যায়ন করা। অর্থাৎ বিলম্ব না করে খাদ্য পরিবেশন করা। কেননা এটা তার সমাদর ও যত্নের অন্যতম দিক। যেমন আল্লাহ বলেন,

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ،

'তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে? যখন তারা তার কাছে আসল ও বলল, 'সালাম'। উত্তরে সেও বলল, 'সালাম'। এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর সে দ্রুত চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেল এবং একটি মোটা-তাজা গো-বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসল। অতঃপর সে তা তাদের সামনে পেশ করল ও বলল, 'তোমরা কি খাবে না'? *(যারিয়াত ৫১/২৪-২৭)*। এ আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীম (আঃ) মেহমানদের জন্য দ্রুত খাদ্য প্রস্তুত করলেন এবং তাদের সামনে পেশ করলেন।

আপ্যায়নের পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজন যেমন গোসলখানা, টয়লেট ইত্যাদি দেখিয়ে দেওয়া, সাবান, তেল, তোয়ালে, লুঙ্গি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

৭. মেহমানের আপ্যায়ন নিজে করা :

মেহমানের আপ্যায়ন সাধ্যপক্ষে মেযবানকে নিজেই করা উচিত। যেমন ইবরাহীম (আঃ) নিজেই মেহমানদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، 'অতঃপর সে দ্রুত চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেল এবং একটি মোটা-তাজা গো-বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসল। অতঃপর সে তা তাদের সামনে পেশ করল ও বলল, 'তোমরা কি খাবে না'? *(যারিয়াত ৫১/২৬-২৭)*। এজন্য ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন, بَاب إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ 'মেহমানের সম্মান করা এবং নিজেই মেহমানের খিদমত করা' অনুচ্ছেদ।[৯]

৮. অতিথির সাথে অভিনয় বা ভান না করা :

অতিথির সাথে কৃত্রিম আচরণ না করা কিংবা এমন কোন ব্যবহার না করা যাতে তার নিকটে অভিনয় প্রকাশ পায়। আনাস (রাঃ) বলেন, كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ، 'আমরা ওমর (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, (যাবতীয়) কৃত্রিমতা হ'তে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে'।[১০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ– 'কেউ যেন তার মেহমানের সাথে এমন কৃত্রিম আচরণ না করে, যা করার সাধ্য (প্রকৃতপক্ষে) তার নেই'।[১১] অনেকে মেহমানের সমাদরের জন্য অন্যের নিকট থেকে টাকা ঋণ নিয়ে অতিরিক্তি খরচ করে থাকে। অনেকে খরচের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। এটা রাসূলের সুন্নাত নয়। বরং নিজের সাধ্যের মধ্যে মেহমানের সমাদর করতে হবে।

৯. অতিথিকে নিজেদের উপরে প্রাধান্য দেওয়া :

নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনের উপরে অতিথিকে প্রাধান্য দেওয়া। এতে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে আবু তালহা (রাঃ) ও তার স্ত্রী কর্তৃক মেহমান আপ্যায়নের ঘটনা স্মর্তব্য। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসল। তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কে আছ যে এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসাবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার? তখন এক আনছার ছাহাবী [আবূ ত্বলহা (রাঃ)] বললেন, আমি। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনছার বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর, বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরি ছিল তা উপস্থিত করল। বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই অন্ধকারের মধ্যে

৭. *বুখারী হা/৩৫৭, ৩১৭১; মুসলিম হা/৩৩৬; মিশকাত হা/৩৯৭৭।*
৮. *বুখারী হা/৬০১৮-১৯; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।*
৯. *বুখারী, তরজমাতুল বাব, নং ৮৫।*
১০. *বুখারী হা/৭২৯৩।*
১১. *ছহীহুল জামে' হা/৭৬০৮; ছহীহাহ হা/২৪৪০।*

আহার করার মত শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তারা উভয়েই সারা রাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের গত রাতের কাণ্ড দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন খুশী হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন। 'আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা নিজেদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে বাঁচাতে পেরেছে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।[১২]

১০. ডানদিক থেকে খাবার পরিবেশন শুরু করা :

প্রথমে ডান দিক থেকে খাবার পরিবেশন করা সুন্নাত। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন,

أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِىْ أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ. قَالَ مَا كُنْتُ لأُوْثِرَ بِفَضْلِى مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ-

'নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট একটি পেয়ালা আনা হ'ল। তিনি তা হ'তে পান করলেন। তখন তাঁর ডান দিকে ছিল একজন বয়ঃকনিষ্ঠ বালক আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট (পানিটুকু) বয়স্কদেরকে দেয়ার অনুমতি দিবে? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার নিকট থেকে ফযীলত পাওয়ার ব্যাপারে আমি আমার চেয়ে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিব না। অতঃপর তিনি তা তাকে প্রদান করলেন'।[১৩]

অন্যত্র এসেছে, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ دَاجِنٌ وَهِىَ فِى دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِى فِى دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِىَّ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَكَ. فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِىَّ الَّذِى عَلَى يَمِيْنِهِ، ثُمَّ قَالَ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ.

'রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করা হ'ল। তখন তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং সেই দুধের সঙ্গে আনাস ইবনু মালেকের বাড়ীর কূয়ার পানি মেশানো হ'ল। তারপর পাত্রটি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে দেয়া হ'ল। তিনি তা হ'তে পান করলেন। পাত্রটি তাঁর মুখ হ'তে আলাদা করার পর তিনি দেখলেন যে, তাঁর বাম দিকে আবূবকর ও ডান দিকে একজন বেদুঈন রয়েছে। পাত্রটি তিনি হয়ত বেদুঈনকে দিয়ে দিবেন এ আশঙ্কায় ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আবূবকর (রাঃ) আপনারই পাশে, তাকে পাত্রটি দিন। তিনি বেদুঈনকে পাত্রটি দিলেন, যে তাঁর ডান পাশে ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, ডান দিকের লোক বেশী হক্বদার'।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, الأَيْمَنُوْنَ، الأَيْمَنُوْنَ، أَلاَ فَيَمِّنُوْا 'ডান দিকের ব্যক্তিদেরই (অগ্রাধিকার), ডান দিকের ব্যক্তিদের (অগ্রাধিকার)। শোন! ডান দিক থেকেই শুরু করবে'।[১৫] আনাস (রাঃ) বলেন, এটাই সুন্নাত, এটাই সুন্নাত, এটাই সুন্নাত।[১৬]

১১. মেহমানের সামনে রাগ না করা ও অসহনশীল না হওয়া :

মেহমানের সামনে রাগ প্রকাশ করা এবং তার সম্মুখে অসহনশীল আচরণ করা সমীচীন নয়। আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, একবার আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) কিছু লোককে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি (তাঁর পুত্র) আব্দুর রহমানকে নির্দেশ দিলেন, তোমার এ মেহমানদের নিয়ে যাও। আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট যাচ্ছি। আমি ফিরে আসার পূর্বেই তুমি তাঁদের খাওয়ানো সেরে নিও। আব্দুর রহমান তাদের নিয়ে চলে গেলেন এবং তাঁর ঘরে যা ছিল তা সামনে পেশ করে দিয়ে তাদের বললেন আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন, আমাদের এ বাড়ীর মালিক কোথায়? তিনি বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন, বাড়ীর মালিক না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না। তিনি বললেন, আমাদের তরফ থেকে আপনারা আপনাদের খাবার খেয়ে নিন। কারণ আপনারা না খেলে তিনি এলে আমার উপর রাগান্বিত হবেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করলেন। আমি ভাবলাম যে, তিনি অবশ্যই আমার উপর রাগান্বিত হবেন।

তারপর তিনি ফিরে আসলে আমি তাঁর থেকে এক পাশে সরে পড়লাম। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কী করেছেন। তখন তারা তাঁকে সব বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আব্দুর রহমান! তখন আমি চুপ থাকলাম। তিনি আবার ডাকলেন, হে আব্দুর রহমান! এবারেও আমি চুপ থাকলাম। তিনি আবার ডেকে বললেন, ওরে মূর্খ! আমি তোকে কসম দিচ্ছি। যদি আমার কথা শুনে থাকিস, তবে কেন আসছিস না? তখন আমি বেরিয়ে এসে বললাম, আপনি আপনার মেহমানদের জিজ্ঞেস করুন।

তখন তারা বললেন, সে ঠিকই আমাদের খাবার এনে দিয়েছিল। তিনি বললেন, তবুও কি আপনারা আমার অপেক্ষা করছেন? আল্লাহ্র কসম! আমি আজ রাতে তো খাব না। মেহমানরাও বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি যে পর্যন্ত না খাবেন ততক্ষণ আমরাও খাবো না। তখন তিনি বললেন, আমি আজ রাতের মত মন্দ রাত আর দেখিনি। আমাদের

---

১২. *বুখারী হা/৩৭৯৮; মুসলিম হা/২০৫৪।*
১৩. *বুখারী হা/২৩৫১, ২৩৬৬; মুসলিম হা/২০৩০; মিশকাত হা/৪২৭৪।*
১৪. *বুখারী হা/২৩৫২, ২৫৭১; মুসলিম হা/২০২৯।*
১৫. *বুখারী হা/২৫৭১; মিশকাত হা/৪২৭৩।*
১৬. *বুখারী হা/২৫৭১।*

প্রতি আক্ষেপ। আপনারা কি আমাদের খাবার কবুল করলেন না? তখন তিনি আব্দুর রহমানকে (ডেকে) বললেন, তোমার খাবার নিয়ে এসো। তিনি তা নিয়ে আসলে তিনিই খাবারের উপর নিজ হাত রেখে বললেন, বিসমিল্লাহ। এ প্রথম ঘটনাটা শয়তানের কারণেই ঘটেছে। তারপর তিনি খেলেন এবং তারাও খেলেন।[১৭]

১২. সেবার মাধ্যমে অতিথিকে কষ্ট না দেওয়া :

অতিথির সেবা-যত্ন করতে গিয়ে এমন অতিরিক্ত কিছু না করা যাতে সেটা তার কষ্টের কারণ হয়। যেমন জোর করে বেশী খাবার তুলে দেওয়া কিংবা তার সাথে বেশী সময় দিতে গিয়ে এবং তার সাথে আলাপচারিতা করতে গিয়ে তার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো ইত্যাদি।

১৩. মেহমানের কারণে বিরক্তি বা অস্বস্তি প্রকাশ না করা :

মেহমানের আগমনের কারণে বিরক্তি প্রকাশ না করা এবং তার সাথে কথাবার্তা ও আচরণে যেন সেটা প্রকাশ না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তার সাথে হাসিমুখে ও ভালভাবে কথা বলা এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষাৎ করা। তার আগমনে মেযবান অসন্তুষ্ট নয়, এটা যাতে মেহমানের সামনে ফুটে ওঠে সেই চেষ্টা করা।

১৪. মেহমান খাবার গ্রহণ শেষ করার পূর্বে খাবার তুলে না নেওয়া :

খাবার পরিবেশনের পরে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মেহমান তার প্রয়োজন মত খাবার গ্রহণ করেছেন কি-না। তার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে খাবার উঠিয়ে নেওয়া সমীচীন নয়। অনেক ক্ষেত্রে মেহমান লজ্জায় খাবার কম খেতে পারে কিংবা খাদ্যের পাত্র তুলে নেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করলে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি শরমে খাবার গ্রহণ শেষ করতে পারেন। তাই পাত্র তোলার পূর্বে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

১৫. বিদায়কালে মেহমানের সাথে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া :

মেহমান যখন চলে যেতে চাইবেন তখন তার সাথে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। এতে বদান্যতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি এটা মেহমানের সমাদর ও যত্নের পূর্ণতা এবং তার উত্তম আতিথেয়তার বহিঃপ্রকাশ।[১৮]

খ. মেহমানের জন্য আদব :

মেযবানের ন্যায় মেহমানেরও কিছু আদব রয়েছে। মেহমানের করণীয় সম্পর্কে আবু লাইছ সামারকান্দী বলেন, মেহমানের ৪টি করণীয়- ১. তাকে যেখানে আসন দেওয়া হবে, সেখানে বসবে, ২. মেযবান তাকে যেভাবে আপ্যায়ন করবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে, ৩. মেযবানের অনুমতি ব্যতীত তার বাড়ী থেকে বের হবে না, ৪. খানা শেষে মেযবানের জন্য দো'আ করবে।[১৯] এ আদবগুলো পালন করলে সমাজ সুন্দর হয়, পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এছাড়া আরো যেসব আদব রয়েছে নিম্নে সেগুলো পেশ করা হ'ল।-

১. দাওয়াত কবুল করা :

কাউকে দাওয়াত দেওয়া হ'লে দাওয়াত কবুল করা উচিত। কোন অযুহাত দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান কর উচিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ دُعِىَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ 'যাকে বিবাহ বা অনুরূপ কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন তা কবুল করে'।[২০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، 'তোমাদের কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হ'লে সে যেন তা কবুল করে। অতঃপর ইচ্ছা হ'লে খাবে নতুবা (খাওয়া) পরিত্যাগ করবে'।[২১]

২. দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র পার্থক্য না করা :

দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য করা উচিত নয়। কেননা গরীবের দাওয়াত কবুল না করলে সমাজের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধন ছিন্ন হবে। ভ্রাতৃত্বের সুসম্পর্ক বিনষ্ট হবে। উচু-নীচু পার্থক্য করার কারণে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য তৈরী হবে। আর এ কারণে দাওয়াতদাতা মেহমানকে অহঙ্কারী ভাববে।

৩. ছিয়ামের কারণে অনুপস্থিত না থাকা :

কেউ দাওয়াত দিলে ছিয়াম অবস্থায়ও অংশগ্রহণ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ. 'তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া হ'লে সে যেন তা কবুল করে। সে ছায়েম হ'লে দাওয়াতকারীর জন্য দো'আ করবে। আর ছায়েম না হ'লে খাবার খাবে'।[২২] অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. 'তোমাদের কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হ'লে সে যেন তা কবুল করে। সে ছায়েম না হ'লে খাবার খাবে। আর ছায়েম হ'লে দাওয়াতকারীর জন্য বরকতের দো'আ করবে'।[২৩]

৪. মেযবানের বাড়ীতে যেতে দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব না করা :

কাউকে দাওয়াত দেওয়া হ'লে মেযবানের বাড়ীতে যেতে অধিক বিলম্ব না করা, তাহ'লে মেযবান অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হবেন। আবার অতি দ্রুত গমন না করা, যাতে মেযবানের খাবার তৈরীর পূর্বেই তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। এতে তার কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

---

১৭. বুখারী হা/৬০২, ৬১৪০।
১৮. ফাৎহুল বারী ৯/৫২৮ পৃঃ।
১৯. আল-ফতাওয়া আল-হিন্দিয়া, ৫/৩৪৪ পৃঃ।
২০. মুসলিম হা/৩৫৮৭।
২১. মুসলিম হা/৩৫৯১।
২২. মুসলিম হা/৩৫৯৩; আবূদাঊদ হা/২৪৬০; মিশকাত হা/২০৭৮।
২৩. ছহীহুল জামে' হা/৫৩৮।

Contents

৫. মেযবানের বাড়ীতে প্রবেশ ও বিদায়কালে অনুমতি নেওয়া :

মেযবানের বাড়ীতে প্রবেশকালে সালাম দেওয়ার মাধ্যমে অনুমতি নেওয়া যরূরী। যাতে মেযবান বাড়ীর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ঠিক করতে পারেন এবং মেহমানকে তার উপযুক্ত বসার ব্যবস্থা করতে পারেন। আর তিনি খানা প্রস্তুত করতে পারেন। অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ-

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে নবীগৃহে প্রবেশ করো না। তবে যখন তোমাদের ডাকা হবে, তখন প্রবেশ করো। অতঃপর খাওয়া শেষে বেরিয়ে পড়ো। অহেতুক গল্প-গুজবে রত হয়ো না’ *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। অনুরূপভাবে বিদায়কালেও মেযবানের অনুমতি নিয়ে তার বাড়ী থেকে বের হওয়া উচিত।

৬. মেযবানের বাড়ীতে তিন দিনের অধিক না থাকা :

কোথাও বেড়াতে গিয়ে মেযবানের বাড়ীতে তিন দিনের বেশী থাকা উচিত নয়। কেননা এটা সুন্নাত পরিপন্থী। আবূ শুরায়হ্ আদাবী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কথা বলেছিলেন, তখন আমার দু’কান শুনছিল ও আমার দু’চোখ দেখছিল। তিনি বলছিলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ،

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে তার প্রাপ্যের বিষয়ে। জিজ্ঞেস করা হ’ল, মেহমানের প্রাপ্য কী হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, একদিন একরাত ভালভাবে আপ্যায়ন করা। আর তিন দিন হ’লে (সাধারণ) আপ্যায়ন। তার চেয়ে অধিক হ’লে তা মেযবানের জন্য ছাদাক্বা’।[২৪]

অন্য বর্ণনায় আছে, وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَىْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ. ‘কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের নিকট এতটা থাকা বৈধ নয়, যাতে সে তাকে গোনাহগার করে ফেলে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাকে কিভাবে গোনাহগার করে ফেলে? উত্তরে তিনি বললেন, ‘সে তার কাছে থেকে যায়, অথচ ওর এমন কিছু থাকে না, যার দ্বারা সে মেহমানের আপ্যায়ন করতে পারে’।[২৫]

মেহমানের হক সম্পর্কে উকবাহ বিন আমের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের কোন জায়গায় পাঠালে আমরা এমন কওমের কাছে হাযির হই, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনার হুকুম কী? তখন তিনি আমাদের বললেন, যদি তোমরা কোন কওমের নিকট হাযির হও, আর তারা তোমাদের মেহমানদারীর জন্য উপযুক্ত যত্ন নেয়, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা না করে, তাহ’লে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের থেকে মেহমানের হক আদায় করে নেবে’।[২৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَلَهُ أَنْ يَّأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ، ‘কোন অতিথি যদি কোন সম্প্রদায়ের নিকটে গমন করে এবং সে বঞ্চিত অবস্থায় সকাল করে, তাহ’লে সে তার প্রয়োজন অনুসারে আতিথ্য গ্রহণ করতে পারে। এতে তার কোন দোষ নেই’।[২৭]

৭. দাওয়াত দেওয়া হয়নি এমন কাউকে সাথে নিয়ে আসতে চাইলে মেযবানের অনুমতি নেওয়া :

অনেক সময় দাওয়াত খেতে যাওয়ার সময় মেহমান সাথে কাউকে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে মেযবানের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা উচিত। আবূ মাস‘ঊদ আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِى طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ، قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ-

‘আনছার গোত্রের আবূ শু‘আয়ব নামক জনৈক ব্যক্তির এক কসাই গোলাম ছিল। সে তাকে বলল, আমার জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত কর, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দাওয়াত করতে চাই। পাঁচজনের মধ্যে তিনি হবেন একজন। তারপর সে নবী করীম (ছাঃ)-কে দাওয়াত করল। তিনি ছিলেন পাঁচজনের

২৪. বুখারী হা/৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬; মুসলিম হা/৪৮।

২৫. মুসলিম ৪৮; তিরমিযী হা/১৯৬৭-৬৮; আবূদাঊদ হা/৩৭৩৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২।

২৬. বুখারী হা/৬১৩৭, ২৪৬১; আবূদাঊদ হা/৩৭৫২; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৬।

২৭. ছহীহুল জামে‘ হা/২৭৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৯১; ছহীহাহ হা/৬৪০।

অন্যতম। তখন এক ব্যক্তি তাদের পিছে পিছে আসতে লাগল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি তো আমাকে আমাদের পাঁচজনের পঞ্চম ব্যক্তি হিসাবে দাওয়াত দিয়েছ। এ লোকটা আমাদের পিছে চলে এসেছে। তুমি ইচ্ছে করলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর ইচ্ছে করলে বাদও দিতে পার। সে বলল, আমি বরং তাকে অনুমতি দিচ্ছি'।[২৮]

৮. স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও খুশি মনে ফিরে আসা :

খাবার গ্রহণ শেষে মেযবানের বাড়ী থেকে খুশি মনে দ্রুত ফিরে আসা উচিত। সেখানে বসে খোশ-গল্প করে সময় অতিবাহিত করে মেযবানের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো সমীচীন নয়। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ 'অতঃপর খাওয়া শেষে বেরিয়ে পড়ো। অহেতুক গল্প-গুজবে রত হয়ো না' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। আর যরূরী প্রয়োজনীয় কথা থাকলে তা সংক্ষেপে শেষ করে চলে আসাই শালীনতার পরিচয়।

৯. খাবার গ্রহণের পরে মেযবানের জন্য দো'আ করা :

খাদ্য গ্রহণের পরে মেযবানের জন্য দো'আ করা সুন্নাত। মেযবানের জন্য নিম্নোক্ত দো'আ করা যায়-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা বা-রিক্ লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ার হাম্হুম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে তুমি বরকত দান কর, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের উপর রহমত বর্ষণ কর'।[২৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِى وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِى

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা আত'ঈম মান আত'আমানী ওয়াসক্বি মান আসক্বানী।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে খাদ্য খাওয়াও যে আমাকে খাবার খাওয়াছে। আর তাকে পান করাও যে আমাকে পান করিয়েছে'।[৩০]

১০. মেযবানের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা :

আপ্যায়নকারী কষ্ট করে মেহমানকে সাধ্যমত আপ্যায়ন করল, এজন্য তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। আর শুকরিয়া আদায় না করলে আল্লাহ শাস্তি দিবেন। তিনি বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেই। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা যরূরী। কারণ যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ 'যে লোক মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহ্ তা'আলারও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না'।[৩১]

অতএব আপ্যায়নের ক্ষেত্রে বা আতিথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচার সমূহ মেনে চলা যরূরী। এর ফলে সমাজে যেমন সুশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করবে, তেমনি অশেষ ছওয়াব হাছিল হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

২৮. বুখারী হা/৫৪৩৪, ২০৮১; মিশকাত হা/৩২১৯।
২৯. মুসলিম হা/২০৪২; মিশকাত হা/২৩১৫।
৩০. মুসলিম হা/৫৪৮৩, 'অতিথির সমাদর' অনুচ্ছেদ।
৩১. তিরমিযী হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৩০২৫; ছহীহাহ হা/৬৬৭।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরা গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

* **রামাযান মাসে ১,১০,০০০/= ১,৩০,০০০/= এবং অন্যান্য মাসে ৭০/৮০ হাযার টাকায় উন্নত মানের হোটেলে আবাসন সুবিধায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।**
* **হজ্জ ও ওমরায় যোগ্য আলেম ও সহযোগীর মাধ্যমের সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ থাকবে।**
* **মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।**

বিঃদ্রঃ ২০২০/২১ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।

পরিচালক : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম, এম: এম, এ)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭
০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭

ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ২০৪)

Contents

মুহাসাবা

মূল : মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি সৃষ্টিকুলের পালনকর্তা। ছালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর, যিনি নবী ও রাসূলকুলের শ্রেষ্ঠ। সেই সঙ্গে ছালাত ও সালাম তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের সকলের উপর।

মনের হিসাব গ্রহণ মুমিনদের জীবন চলার পথ; আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসীদের চিহ্ন বা প্রতীক এবং আল্লাহ্র প্রতি বিনীতজনদের পরিচয়। ফলে যে মুমিন তার রবকে সমীহ করে চলে, নিজের কথা ও কাজের মুহাসাবা করে এবং তার গোনাহের জন্য নিজ রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে জানে মনের বিপদ ভয়ানক, তার রোগ-ব্যাধি মারাত্মক, তার চক্রান্ত ভয়াবহ এবং তার অনিষ্টতা ব্যাপক বিস্তৃত।

মন প্রতিনিয়ত মন্দের আদেশ দেয়, কুপ্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করে, অজ্ঞতার দিকে ডাকে, ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে চলে এবং অসার ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত করে। তবে আল্লাহ যার উপর দয়া করেন সে তার খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। সুতরাং মনকে তার প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তাহ'লে সে তাকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার পথে ঠেলে দিবে। যে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে প্রবৃত্তি তাকে কুপথে নিয়ে যায়, কুরুচিপূর্ণ কাজের দিকে তাকে আহ্বান জানায় এবং নানা নিন্দনীয় কাজে তাকে লিপ্ত করে।

এজন্য মানুষের উচিত, আল্লাহ্র দরবারে ওযন হওয়ার আগে নিজেই নিজের ওযন করা, তার নিকট হিসাব দেওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নেওয়া এবং আল্লাহ্র সামনে নিজেকে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। মানুষের নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ সম্পর্কে যত কথা বলা হয়েছে আমরা এই পুস্তিকায় তার সামান্য কিছু তুলে ধরতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পুস্তিকাটি অন্তরের আমল সম্পর্কে আমার রচিত বারটি ছোট পুস্তিকার শেষ রচনা। মহান আল্লাহ একটি আলোচনা মাহফিলে আমাকে এগুলো আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আলোচনাগুলো তৈরিতে যাদ গ্রুপের একদল চৌকস জ্ঞানীজন আমাকে সহায়তা করেছিলেন। আল্লাহ্র রহমতে আজ তা ছাপার অক্ষরে বের হ'তে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

পরিশেষে আমরা আল্লাহ্র নিকট সদাচার, তাক্বওয়া এবং যা তিনি ভালোবাসেন ও যাতে রাযি-খুশী হন তার যোগ্যতা লাভের আবেদন জানাই- আমীন।

মুহাসাবার পরিচয় :

বাংলা ভাষায় হিসাব-নিকাশ দু'টি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। আরবীতে দুটি শব্দই মাছদার। বাংলায় মাছদারকে ক্রিয়ামূল বা ধাতু বলে। এই হিসাব শব্দেরই আরেকটি প্রতিরূপ মুহাসাবা। শব্দটি বাব (مفاعلة)-এর মাছদার। এটি 'মাযীদ ফীহ' বা অতিরিক্ত হরফ যোগে গঠিত ক্রিয়ার মাছদার। অভিধান অনুসারে 'মুহাসাবা' ও 'হিসাব' শব্দের অর্থ পূর্ণরূপে গণনা করা।[১] শব্দটির আরেকটি অর্থ, হিসাব যাচাই করা।[২]

মুজাররাদ বা মূল শব্দে গঠিত 'হাসিবা-ইয়াহসাবু' ক্রিয়া হ'লে তখন অর্থ হবে- গণনা করল, গুণল। 'হুসবান' ও 'হিসাবাহ' অর্থ গণনা করা।[৩]

পরিভাষায় মুহাসাবা : মুহাসাবার আভিধানিক অর্থের সাথে পারিভাষিক শব্দের যোগ রয়েছে। সাধারণত নিজের গোনাহ-অপরাধ এবং দোষ-ত্রুটি হিসাব করাকে মুহাসাবা বলে।

মাওয়ার্দী বলেছেন, أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودًا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن، وانتهى عن مثله في المستقبل، 'ব্যক্তি রাতের কোন সময়ে তার দিনের কাজগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখবে। যদি সেগুলি ভাল ও প্রশংসনীয় হয় তাহ'লে তা যথারীতি বহাল রাখবে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজ সামনে এলে তা করে যাবে। আর যদি তার কাজগুলো নিন্দনীয় হয় তাহ'লে যথাসম্ভব তার প্রতিকার করবে এবং ভবিষ্যতে ঐ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকবে'।[৪]

জনৈক বিদ্বান মুহাসাবার সংজ্ঞায় বলেছেন, قيام العقل على حراسة النفوس من الخيانة فيتفقد زيادتها ونقصانها، ويسأل عن كل فعل يفعله لِمَ فعلته، ولمن فعلته؟ فإن كان لله مضى فيه، وإن كان لغير الله امتنع عنه، وأن يلوم نفسه على التقصير والخطأ، وإذا أمكن المعاقبة أو صرفها إلى الحسنات الماحية، 'মুহাসাবা হ'ল, মানুষের মন যাতে দায়িত্বরূপী আমানতের খিয়ানত না করে সেজন্য বিবেককে মনের পাহারাদার নিযুক্ত করা। মন কোথায় বাড়াবাড়ি করছে এবং কোথায় ত্রুটি করছে বিবেক তা খতিয়ে দেখবে। সে তার প্রতিটি কাজ কেন করেছে, কার জন্য করছে তা তাকে জিজ্ঞেস করবে। যদি কাজগুলো আন্তরিকভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য হয় তাহলে তা বহাল রাখবে। আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকবে। বর্তমান দোষ-ত্রুটির জন্য মনকে তিরস্কার করবে এবং ঐ দোষ-ত্রুটির প্রতিবিধান সম্ভব হলে কিংবা তা মোচনকারী কোন ছওয়াবের কাজ করতে পারলে তা করবে।

১. *আত-তাওকীফ আলা মুহিম্মাতিত তা'আরীফ পৃ. ৬৪০।*
২. *মিছবাহুল লুগাত পৃ. ১৫২।*
৩. *আল-ক্বামূসুল মুহীত ১/৯৪।*
৪. *আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন পৃ. ৪৫৩-৪৫৪, ঈষৎ পরিবর্তিত।*

সুতরাং মুহাসাবা হ'ল, নিজের কথা ও কাজের ভাল-মন্দ হিসাব ও যাচাই করে মন্দ যা মিলবে তা সংশোধন করা এবং সৎ ও ভাল যা পাবে তা করে যাওয়া।

মুহাসাবার মূলভিত্তি :

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার বান্দাদেরকে নিজের হিসাব নিজে গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ، وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে? আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরা হ'ল অবাধ্য' *(হাশর ৫৯/১৮-১৯)*।

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু সা'দী (রঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারা যেন ঈমানের দাবী অনুযায়ী কি গোপনে কি প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তিনি তাদেরকে শারী'আহ, হুদূদ ও অন্যান্য যেসব বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করেছেন তা যেন তারা খুব খেয়াল করে মেনে চলে, কোনটা তাদের পক্ষে আর কোনটা বিপক্ষে যাবে এবং তাদের অর্জিত আমল ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য কতটা লাভজনক হবে ও কতটা ক্ষতিকর হবে তা যেন তারা ভেবে দেখে। কেননা তারা যখন আখিরাতকে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও মনের কিবলা বানাবে এবং আখিরাতের অবস্থানের প্রতি গুরুত্ব দিবে, তখন যেসব আমলের দরুন তারা আখিরাতে একটি ভাল অবস্থান লাভ করতে পারবে তা করতে উঠেপড়ে লাগবে, আর যে সকল বাধা-বিপত্তি তাদের আখিরাতমুখী আমলের গতি রুদ্ধ করবে কিংবা গতিপথ পাল্টে দিবে তা থেকে তাদের আমল পরিচ্ছন্ন রাখতে তারা সচেষ্ট থাকবে। তদুপরি যখন তারা মনে রাখবে যে, আল্লাহ তাদের সব কাজের খবর রাখেন, তাদের কোন কাজই তার নিকট গোপন থাকে না, কোন কাজই তার কাছ থেকে নষ্ট হয়ে যায় না এবং কোন কাজকেই তিনি নগণ্য বা তুচ্ছ ভাবেন না তখন তারা আবশ্যিকভাবে তাদের কাজের গতি বাড়িয়ে দিবে।

এই পবিত্র আয়াত বান্দার নিজের হিসাব নিজে গ্রহণের মূলভিত্তি। বান্দার কর্তব্য নিজের কাজের খোঁজ-খবর রাখা। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পেলে তার প্রতিকার হিসাবে সে ভবিষ্যতে কাজটি থেকে পুরোপুরি বিরত থাকবে, ঐ কাজে প্ররোচিত হওয়ার পেছনে যেসব কারণ রয়েছে তা এড়িয়ে চলবে এবং খালেছ দিলে তওবা করবে। যদি সে নিজের মধ্যে আল্লাহ্র কোন আদেশ পালনে অমনোযোগ লক্ষ্য করে তাহ'লে সেই অমনোযোগ কাটাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং আদেশটি যাতে অমনোযোগ কাটিয়ে দৃঢ়তার সাথে যথার্থরূপে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য স্বীয় রবের কাছে ব্যাকুল চিত্তে দো'আ করবে। আল্লাহ্র আদেশ পালনে তার অমনোযোগ-অবহেলা সত্ত্বেও তার উপর আল্লাহ পাক কত বেশী অনুগ্রহ ও দয়া করে যাচ্ছেন তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবে। এতে তার মধ্যে অবশ্যই নিজের আমলের ঘাটতি দেখে লজ্জা অনুভূত হবে।

বান্দা যদি নিজের আমলের এভাবে হিসাব-নিকাশ ও যাচাই-বাছাই করা থেকে গাফিল ও উদাসীন হয়ে বসে থাকে তাহ'লে তার থেকে বদনছীব ও হতভাগা আর কেউ হয় না। সে তখন ঐ লোকদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাকে স্মরণ করা ও তার হক আদায়ে গাফলতি করেছে এবং নিজেদের মন ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে তৎপর হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা সফলতা লাভ করতে পারেনি এবং কোন সুবিধাও অর্জন করতে পারেনি। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের নিজেদের যা করা উচিৎ ছিল তা ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য যা উপকার ও মঙ্গল বয়ে আনত তার সম্পর্কে তাদেরকে বে-খবর ও উদাসীন করে দিয়েছেন। ফলে তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আত্মঘাতী ও বাড়া-বাড়িমূলক। দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিই এখন তাদের বিধিলিপি। তারা এতটাই প্রতারিত যে তার প্রতিকারের কোন উপায় তাদের হাতে নেই এবং তাদের ভগ্নদশা নিরাময়েরও কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ তারা তো ফাসিক বা পাপাচারী।[৫]

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় কিতাবে বলেছেন, إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ، 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে, শয়তানের কুমন্ত্রণা স্পর্শ করার সাথে সাথে তারা সচেতন হয়ে যায় এবং তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়' *(আ'রাফ ৭/২০১)*।

মুত্তাকীদের বিষয়ে আল্লাহ বলছেন যে, তারা যখন শয়তানের ধোকায় পড়ে কোন পাপ কাজ করে বসে তখন আল্লাহকে মনে করে তার দিকে ফিরে আসে এবং তাওবা করে। মুত্তাক্বীরা যত কাজ করে মনে মনে তার হিসাব ব্যতীত এ তওবা ও আল্লাহকে মনে করা আদৌ সম্ভব নয়।

মুহাসাবা সম্পর্কে হাদীছের ভাষ্য :

শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ، 'বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে নিজের মনকে তার কামনা-বাসনার অনুগামী বানিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্র কাছে অহেতুক আশা

৫. *তায়সীরুল কারীমির রহমান, পৃ ৮৫৩।*

Contents

করে’।[৬] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, دان نفسه অর্থ: ক্বিয়ামত দিবসে হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার আগে কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ মনের হিসাব নেয়।[৭]

মুহাসাবার উপর ইজমা :

আলিমদের সর্বসম্মত মতে, নিজ মনের হিসাব নেওয়া একটি যরূরী বা আবশ্যকীয় কাজ। ইয বিন আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন, ‘মনের উপর অতীত ও ভবিষ্যতের আমলের যাচাই-বাছাই বা মুহাসাবা আবশ্যিক হওয়ার বিষয়ে আলেমগণ ইজমা করেছেন’।[৮]

মন ও তার ব্যাধি :

মানব মনকে যদি মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ্র নীতিমালা অনুযায়ী না চালায় তাহলে মনই চালকের আসনে বসে মানুষকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিবে। এই মনকে সোজা রাস্তায় চালাতে মনের প্রতিটি গতিবিধি ও বিপজ্জনক বাঁকের হিসাব গ্রহণ বা মুহাসাবার কোন বিকল্প নেই। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, إن لم تحاسبه ذهب النفس كالشريك الخوان، عالك. ‘মন একজন আত্মসাৎকারী শরীকের মতো। যদি তুমি তার হিসাব-নিকাশ না নাও তাহ’লে সে তোমার ধন-দৌলত আত্মসাৎ করবে’।[৯]

মন যখন দূষিত হয়ে যায় তখন তাতে আত্মার ব্যাধি বাসা বাঁধে। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘আত্মার যত রোগ হয় তার সবগুলোর উৎপত্তি মন থেকে। দূষিত উপকরণগুলো প্রথমে মনে বাসা বাঁধে, তারপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজত বা প্রয়োজনের জন্য প্রদত্ত খুতবায় বলতেন, وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ‘আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের মনের অপকারিতা ও আমাদের আমলের জঘন্যতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।[১০]

তিনি সাধারণভাবে মনের অপকার থেকে আশ্রয় তো চেয়েছেনই, সেই সঙ্গে মনের খেয়াল-খুশিতে করা কাজের ফলে যে ক্ষতি হয় এবং সেজন্য যে ঘৃণা ও শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় তা থেকেও আশ্রয় চেয়েছেন।

আল্লাহ্র পথের পথিকগণ তাদের পথের ভিন্নতা ও সুলূক বা রীতি-নীতির পার্থক্য সত্ত্বেও এ কথায় একমত যে, আত্মা যাতে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করতে না পারে সেজন্য মন উভয়ের মাঝে বাধা তৈরি করে। কাজেই মনকে কাবু করতে না পারলে এবং তাকে মন্দ থেকে রুখতে না পারলে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ ও তার নৈকট্য লাভ সম্ভব হবে না। মনের দিক দিয়ে মানুষ দুই প্রকার : এক প্রকার, যারা মনের হাতে বন্দী। মন তাদের গোলাম বানিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। নাকে বরশি পরিয়ে সে তাদেরকে যে দিকে চলতে বলে তারা সেদিকেই চলে।

আরেক প্রকার, যারা মনকে কাবু ও পরাভূত করে নিজেদের আয়ত্বাধীন করে নিয়েছে। ফলে মন তাদের অনুগত, তারা মনকে যে আদেশ করে মন তা পালন করে। জনৈক আরেফ দরবেশ বলেছেন, আল্লাহ্র পথের সন্ধানীরা যখন তাদের মনকে নিজেদের বশীভূত করতে পারে তখনই কেবল তারা সফরের শেষ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। অনন্তর যে নিজের মনকে পরাজিত করবে সে সফল হবে, আর মন যাকে পরাজিত করবে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى– ‘অনন্তর যে অবাধ্য হবে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করবে এবং মনকে প্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বিরত রাখবে তার ঠিকানা হবে জান্নাত’ *(নাযিয়াত /৩৭-৪১)*।[১১]

বস্তুত মন অবাধ্যতা ও দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য প্রদানের দিকে ডাকে। অন্য দিকে রব্বুল আলামীন বান্দাকে তাঁর ভয় করতে এবং মনকে প্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বিরত রাখতে বলেন। এ ক্ষেত্রে আত্মার অবস্থান হয় উভয় আহ্বানকারীর মাঝে। একবার সে মনের দিকে ঝোঁকে তো অন্যবার তার রবের দিকে ঝোঁকে। এভাবেই দুনিয়ার পরীক্ষাকেন্দ্রে মানুষ পরীক্ষা দিয়ে চলেছে।

কুরআনে মনের বিবরণ :

আল-কুরআনে আল্লাহ তিন প্রকার মনের কথা বলেছেন। যথা : প্রশান্ত মন (المطمئنة), ভর্ৎসনাকারী মন (اللوامة) ও মন্দপ্রবণ মন (الأمارة بالسوء)।

প্রশান্ত মন :

মন যখন আল্লাহ্র জন্য আমলে আরাম বোধ করে, তার যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে, তার দিকে নিবিষ্ট হয়, ক্বিয়ামত দিবসে তার সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহী হয় এবং তার নৈকট্য প্রাপ্তির কাজে স্বস্তি পায় তখন তাকে প্রশান্ত মন বলে। আরবীতে বলে ‘নাফসে মুতমায়িন্নাহ’ (نفس مطمئنة)। এই মনের অধিকারীর জান কবয কালে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ডেকে বলা হয়, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي، ‘হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্ট চিত্তে ও

৬. *তিরমিযী হা/২৪৫৯, তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন;* ইবনু মাজাহ হা/৪২৬০; মিশকাত হা/৫২৮৯।
৭. *ঐ।*
৮. *তাফসীরুছ ছা‘আলাবী ৪/৩৯৯।*
৯. *ইগাছাতুল লাহফান ১/৭৯।*
১০. *তিরমিযী হা/১১০৫; নাসাঈ হা/১৪০৪; ইবনু মাজাহ হা/১৮৯২-৯৩; মিশকাত হা/৩১৪৯।*
১১. *ইগাছাতুল লাহফান, পৃঃ ৭৪-৭৫।*

Contents

সন্তোষভাজন অবস্থায়। অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে' *(ফাজর ৮৯/২৭-৩০)*।

প্রশান্তির হাকীকত বা মূল তাৎপর্য :

আরবী الطمأنينة (তুমানাহ) অর্থ আরাম ও স্থিরতা। যেহেতু বান্দা আল্লাহ্র আনুগত্য করে, তার যিকির ও স্মরণে লিপ্ত থাকে এবং তারই আদেশ-নিষেধ মেনে চলে সেহেতু সে তার কাছেই আরাম পায়, তাকে ছেড়ে অন্য কারও কাছে সে আরাম বোধ করে না। সে শান্তি পায় আল্লাহকে ভালবেসে, তার ইবাদত করে, তার দেয়া খবরে ও তার দর্শন লাভের উপর ঈমান রেখে। শান্তি পায় আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর তাৎপর্য বুঝে সেগুলোর উপর অন্তর থেকে বিশ্বাস স্থাপন করে। সে শান্তি পায় আল্লাহকে তার প্রভু, ইসলামকে তার দ্বীন বা ধর্ম এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে মেনে নিয়ে তাতে রাযী-খুশী থাকতে। তার স্বস্তি মেলে আল্লাহ্র ফায়ছালা ও তাক্বদীরে, তাকেই যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত মনে করাতে। সে খুবই আশ্বস্ত থাকে যে, আল্লাহ তাকে সকল প্রকার মন্দ থেকে দূরে রাখবেন; প্রত্যেক চক্রান্তকারীর চক্রান্ত হিংসুকের হিংসা ও শত্রুর শত্রুতা থেকে রক্ষা করবেন। সে এতে পরিতৃপ্তি পায় যে, এক আল্লাহই তার প্রতিপালক, তার ইলাহ, তার মা'বূদ, তার উপাস্য, তার মালিক, তার মুখতার। অন্য কারও তার উপর কোন ভাগ নেই। তার কাছেই তার ফিরে যাওয়ার জায়গা। এক পলকের জন্যও তাকে ছাড়া তার চলে না। এই মনই হল প্রশান্ত মন বা 'নাফসে মুতমায়িন্নাহ'।

মন্দপ্রবণ মন :

প্রশান্ত মনের বিপরীত ও বিরোধী মন হ'ল মন্দপ্রবণ মন আরবীতে বলা হয় 'নাফসে আম্মারা'। মন্দপ্রবণ মন মানুষকে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতে হুকুম করে এবং ভুল ও বাতিল পথে চলতে উৎসাহিত করে। সে সকল মন্দের আশ্রয়কেন্দ্র। সবাইকে সে বিশ্রী ও ঘৃণ্য কাজের দিকে টানে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّـــي، 'নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দপ্রবণ। কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*। আল্লাহ 'আম্মারাহ' বলেছেন, 'আমেরাহ' বলেননি। কেননা 'আম্মারাহ'-এর মধ্যে অতিশয়তার অর্থ রয়েছে। এজন্যই এ ধরনের মন মন্দের বেশী বেশী হুকুম দেয়।

নাফস বা মন সহজাতভাবেই অত্যাচারী ও অজ্ঞ-মূর্খ (যালিম ও জাহিল)। ফলে মানুষের মন সদাই অন্যের ও নিজের উপর অত্যাচার করতে চায় এবং নিজের ভাল-মন্দ বিবেচনায় না নিয়ে মূর্খের মত কাজ করে। তবে আল্লাহ যাকে দয়া করে তার খপ্পর থেকে রক্ষা করেন তার কথা আলাদা।

আল্লাহ বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করে এনেছেন এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না' *(নাহল ১৬/৭৮)*। إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 'নিশ্চয় মানুষ অতিবড় যালেম ও অকৃতজ্ঞ' *(ইবরাহীম ১৪/৩৪)*।

হ্যাঁ, জন্মকালে তার মধ্যে হক বা সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা তৈরি করে দেওয়া হয়। তাই তার সামনে হক বা সত্য তুলে ধরা হলে বাইরের কোন খারাপ প্রভাবে প্রভাবিত না হ'লে সে তা গ্রহণ করে।

আল্লাহ বলেন, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلـــدِّينِ حَنِيفًـــا، 'অতএব তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্র ধর্ম, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন' *(রূম ৩০/৩০)*। কিন্তু নাফস বা মনকে আল্লাহ্র দ্বীন শিক্ষা দেওয়া না হ'লে সে জাহিল-মূর্খই থেকে যায়, তার মধ্যে কুপ্রবৃত্তি গিজগিজ করে।

ফলে শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ না পেলে মন মানুষকে অবাধ্যতার দিকে ডাকে এবং মন্দ কাজে ঠেলে দেয়। সুতরাং আদল-ইনছাফ ও বিদ্যা-বুদ্ধি মানুষের মনের অর্জিত বিষয়, এগুলো সহজাত নয়।

মুমিনদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না হ'লে তাদের কেউই পূত-পবিত্র থাকতে পারত না। তিনি কোন মনের ভাল চাইলে তাকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন এবং শরী'আত মোতাবেক আমলের সক্ষমতা দান করেন।

মন্দপ্রবণ মনের অত্যাচারী হওয়ার কারণ :

মন হয়তো কোন জিনিস সম্পর্কে জানে না, কিংবা তাতে তার প্রয়োজন রয়েছে তাই সে তা ছলেবলে যে কোন অসদুপায়ে হাছিল করতে তার মালিককে সদাই প্ররোচিত করে। যেন তার তা না হলে চলবেই না। হ্যাঁ আল্লাহ্র রহমতই কেবল মনকে এহেন দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে পারে। এজন্যই বান্দা বুঝতে পারে যে, সে সদাই আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। তার মনের অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে কেবল আল্লাহই তাকে বাঁচাতে পারেন। অতএব আল্লাহ্র প্রয়োজন মানুষের নিকট সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে; এমনকি তার খাদ্য-পানীয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসের চাইতেও বেশী।

ভর্ৎসনাকারী মন :

ভাল-মন্দের মিশেলে যে মন গড়ে ওঠে তাই ভর্ৎসনাকারী মন। এ ধরনের মন ভাল কাজ কেন ছেড়ে দেওয়া হ'ল, মন্দ কাজ কেনই বা করা হ'ল তা বলে তার মালিককে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করে। আরবীতে বলা হয় 'নাফসে লাওয়ামা'। 'লাওম' মূল থেকে 'লাওয়ামা' শব্দ গঠিত। বাংলায় প্রচলিত 'মালামত' শব্দের মূলও লাওম। মালামত অর্থ ভর্ৎসনা বা তিরস্কার।

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, إن المؤمن، والله، ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته؛ يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه

'আল্লাহ্র কসম! তুমি মুমিনকে সর্বাবস্থায় নিজের মনকে তিরস্কার করতে দেখতে পাবে। তার সব কাজেই সে কিছু না কিছু ত্রুটি খুঁজে পায়। তাই কেন এ ত্রুটি হ'ল তা ভেবে সে লজ্জিত ও অনুশোচিত হয় এবং মনকে সে জন্য তিরস্কার করে। পক্ষান্তরে পাপাচারী দুষ্কৃতিকারী অসংকোচে অন্যায়-অপকর্ম করে, তা নিয়ে মনকে সে কদাচিৎই ভর্ৎসনা করে'।[১২]

ভর্ৎসনাকারী মন এমনকি ক্বিয়ামত দিবসেও ব্যক্তিকে তিরস্কার করবে। যদি সে নেককার হয় তাহ'লে তার সামনে বিভিন্ন মানের জান্নাত দেখে সে কেন বেশী বেশী নেকী করল না সে কথা বলে তিরস্কার করবে। আর যদি বদকার হয় তাহ'লে তার সামনে জাহান্নাম দেখে সে দুনিয়াতে কেন বদ কাজ করেছে সে কথা বলে অনুতাপ করবে। সুতরাং এ মন দুনিয়াতেও তিরস্কার করবে, আখিরাতেও তিরস্কার করবে। সুতরাং মন কখনও মন্দপ্রবণ, কখনও ভর্ৎসনাকারী এবং কখনও প্রশান্ত হয়।

মন প্রশান্ত হওয়া মনের একটি প্রশংসনীয় গুণ, আর মন্দপ্রবণ হওয়া মনের একটি নিন্দনীয় গুণ, আর ভর্ৎসনাকারী মন হলে যে জন্য ভর্ৎসনা করা হচ্ছে তার গুণ অনুসারে তা কখনও প্রশংসনীয়, আবার কখনও নিন্দনীয় হবে।

এমন ভাবার কোনই অবকাশ নেই যে, কেউ প্রশান্ত মনের অধিকারী হ'লে চিরকালই সে প্রশান্ত মনের অধিকারী থাকবে। আবার কেউ মন্দপ্রবণ মনের অধিকারী হ'লে চিরকালই তার মন মন্দপ্রবণ থাকবে। বরং একসময় তা প্রশান্ত হ'লে অন্য সময় মন্দপ্রবণ হবে, আবার কখনও ভর্ৎসনাকারী হবে। বরং একই দিনে, একই ঘণ্টায় তা পরিবর্তিত বা উলটপালট হ'তে পারে। তখন গুণ বিচারে তার মধ্যে কোন মন বিরাজ করছে তা হিসাব করতে হবে।

১২. *ইগাছাতুল লাহফান* ১/৭৭।

সুতরাং হে পাঠক, আপনি নির্জনে নিরিবিলি পরিবেশে নিজের মনের হিসাব নিজে করুন। জীবনের যে সময় পার হয়ে গেছে তা নিয়ে ভাবুন। ব্যস্ততার মুহূর্তে যে আমল করা সম্ভব হয়নি অবসর সময়ে তা করুন। কাজ করার আগে চিন্তা করুন যে এ কাজে আপনার আমলনামায় নেকী-বদী কোনটা লেখা হবে? লক্ষ্য করুন, আপনার শ্রম-সাধনায় আপনার মন কি আপনার পক্ষে, না বিপক্ষে? সে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য অর্জন করবে, যে মনের হিসাব নিবে। যে মনের সাথে যুদ্ধ করবে, মনের কাছে তার পাওনাদি আদায় করে ছাড়বে, যখনই মন কোন অন্যায় করে বসবে তখনই তাকে গালমন্দ করবে, যখনই কোন ক্ষেত্রে সে একাত্মতা প্রকাশ করবে তখনই তাকে কাছে টেনে নিবে এবং যখনই মন খেয়াল-খুশির লোভে মত্ত হবে তখনই তাকে পরাভূত করবে। আল্লাহ্র কসম! জীবনে সে সফল হবে।

[চলবে]

সম্পূর্ণ রাজশাহীতে তৈরী একটি অভিজাত মিষ্টি বিপনী

রাজশাহী মিষ্টি বাড়ী

১০০% খাঁটি পণ্যের নিশ্চয়তা

আমাদের শাখা সমূহ :

* ৩১৪/২ হাউজিং এষ্টেট, উপশহর নিউ মার্কেট, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩২।
* গৌরহাঙ্গা, গ্রেটার রোড, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৫।
* গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী। ০১৭০৬-১৫০১৫৬।
* বানেশ্বর ট্রাফিক মোড়, সারদা রোড, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৪।
* লক্ষীপুর চৌরাস্তা (মিন্টু চত্বর), রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৬।
* মাজেদা কমপ্লেক্স, তালাইমারী ট্রাফিক মোড়, কাজলা, রাজশাহী। ০১৭০৬-১৫০১৫৫।
* চারঘাট বাজার, চারঘাট, রাজশাহী। ০১৭০৫-১০৭৯৪৬।

হজ্জ ও ওমরাহ বুকিং চলছে

আমরা আপনার সাধ্য অনুযায়ী, হজ্জ ও ওমরাহ পালনে সকল প্রকার সুবিধা নিশ্চিত করব ইনশাআল্লাহ

উত্তরবঙ্গ হজ্জ কাফেলা

হজ্জ ও ওমরাহ পালনে বিশ্বস্ত সহযোগী

বৈশিষ্ট্য সমূহ :

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
হজ্জে যাওয়ার আগে বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
নিজস্ব গাইড দ্বারা পরিচালনা ও দেশী খাবার পরিবেশন।
আগে নিয়ে যাওয়া এবং কাছাকাছি রাখার ব্যবস্থা।
নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা মেডিকেল চেকআপ।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী হাজীদের হজ্জ করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রংপুর অফিস
মোছতফা বিন আকবর
মোবাইল : ০১৭৩০-৪২৬৮৬৫
আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
মোবাইল : ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২
আল-আমীন ফার্মেসী, সেন্ট্রাল রোড
(কাস্টমস মসজিদ সংলগ্ন), রংপুর।

দিনাজপুর অফিস
মুহা: মঞ্জুরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৭১৬-২১০২০৬
প্রেসক্লাব রোড, নতুন বাজার, পার্বতীপুর।
মুহা: আবুল বাশার শুভ
মোবাইল : ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮
বিরামপুর।

ঢাকা অফিস
নাদীম বিন সিরাজ, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮৮৪-৭৪০৭১৪
নূরুল আলম সরকার, উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১-৪৭৯৪৪৬

Email:uttarbanggohajjkafela@gmail.com
www.facefook.com/uttarbanggohajjkafela

কুরবানীর মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

১. চুল-নখ না কাটা : হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[১] কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে গৃহীত হবে।[২]

২. যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি'।[৩]

৩. আরাফার দিনের ছিয়াম : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিনের নফল ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৪]

৪. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি : ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে কমপক্ষে তিন বার করে ও অন্যান্য সকল সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করবে *(ইরওয়া হা/৬৫৩, ৩/১২৫)*।

৫. তাকবীরের শব্দাবলী : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ওমর, আলী, ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ' *(মির'আত ৫/৭০)*। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন *(যাদুল মা'আদ ২/৩৬১ পৃ.)*।

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত *(মির'আত ৫/৬২)*। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না'। তিনি কুরবানীর পশুর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন।[৫]

৮. মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। 'উম্মে 'আত্বিইয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিনে বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবে। জনৈকা মহিলা তখন বলল, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[৬] সেখানে ঋতুবতীরা ছালাত ব্যতীত সবকিছুতে শরীক হবেন।

৯. সম্মিলিত দো'আ নয় : মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, যিকর ও নছীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে প্রচলিত নিয়মে সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন দলীল নেই *(মির'আত ৫/৩১)*।

১০. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ছালাতের তাকবীর ব্যতীত ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। প্রচলিত নিয়মে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৭]

১১. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি : প্রথমে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতিহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ প্রথমে পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ, মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬।*
২. *আহমাদ হা/৬৫৭৫, আরনাঊত্ব, সনদ হাসান; হাকেম হা/৭৫২৯, হাকেম ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।*
৩. *বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০ 'ছালাত' অধ্যায় 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ।*
৪. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'ছওম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।*
৫. *মির'আত হা/১৪৪৭, ১৪৫৪; আহমাদ হা/২৩০৩৪।*
৬. *বুখারী হা/৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
৭. *মির'আত ২/৩৩৮, ৩৪১ পৃঃ; ঐ, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।*

ঈদায়নের ছালাতে ১ম ও ২য় রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা একামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮]

১২. একটি খুৎবাই সুন্নাত : ছহীহ বুখারী *(হা/৯৫৬, ৯৭৭; মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪২৯)* ও মুসলিম *(হা/৮৮৫, ৮৮৯)* সহ অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদায়নের খুৎবা মাত্র একটি। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে *(হা/১১১৬)* কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[৯]

ছালাতের পর খুৎবা শোনা সুন্নাত। যারা খুৎবা না শুনে চলে যান, তারা খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন এবং সুন্নাত তরক করার জন্য গোনাহগার হন।

১৩. কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[১০] এটি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' (شعار عظيم), যা 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন *(মির'আত ৫/৭১, ৭৩ পৃ.)*।

তবে এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না *(মির'আত ৫/৭২-৭৩)*। অতএব ঋণ থাকলে সেটা পরিশোধ করাই যরূরী। তবে দাতার সম্মতিতে ঋণ দেরীতে পরিশোধ করে কুরবানী দেওয়ায় কোন বাধা নেই।

১৪. কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি *(আন'আম ৬/১৪৪-৪৫)*। এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী করা জায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮১)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[১১] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[১২] তবে নিখুঁৎ পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে' *(মির'আত ৫/৯৯)*।

উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয় এবং খাসি কুরবানীতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে খাসি কুরবানী করেছেন।[১৩]

১৫. 'মুসিন্নাহ' দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[১৪] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' বলেছেন *(মির'আত ৫/৮০ পৃ.)*।

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয় *(মির'আত ৫/৭৮-৭৯)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

১৬. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু যথেষ্ট : (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ– 'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[১৫]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيْرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[১৬] আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণের মধ্যে পরিবারপিছু একটি করে বকরী কুরবানী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল *(তিরমিযী হা/১৫০৫)*। ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মুক্বীম অবস্থায় নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হ'তে দু'টি করে 'খাসি' কুরবানী করেছেন।[১৭] বিদায় হজ্জের সময় তিনি নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।[১৮] অন্যদেরকে সাতজনে একটি উটে বা গরুতে শরীক হ'তে বলেন *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)*।

---

৮. মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩০ পৃ.।
৯. সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির'আত ৫/২৭।
১০. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
১১. কিতাবুল উম্ম (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন) ২/২২৩ পৃ.।
১২. ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৪; তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, সনদ ছহীহ।
১৪. মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।
১৫. মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪।
১৬. তিরমিযী হা/১৫১৮ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮, মিখনাফ বিন সুলায়েম (রাঃ) হ'তে।
১৭. বুখারী হা/৫৫৫৮; মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৪৫৩।
১৮. আবুদাঊদ হা/১৭৫০; বুখারী হা/৫৫৫৯; মুসলিম হা/১২১১ (১১৯)।

অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

১৭. কুরবানীতে শরীক হওয়া : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (ক) 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে সাথী ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম'।[১৯] সম্ভবতঃ তাঁরা কোন শহরে অবস্থান করছিলেন, যেখানে ঈদুল আযহা উপস্থিত হয় *(মিরক্বাত)*।

(খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, 'আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে (১০ম হিজরীতে) হজ্জের সফরে সাথী ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন'।[২০] (ইতিপূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরেও আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে একইভাবে প্রতি সাত জনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি'।[২১] সফরে সাত বা দশজন মিলে একটি পরিবারের ন্যায়। যাতে গরু বা উটের ন্যায় বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বন্টন সহজ হয়। জমহূর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদ্ঈর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।[২২]

উল্লেখ্য যে, সাত ভাগা কুরবানীর হাদীছ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুক্বীম অবস্থার সাথে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম মুক্বীম অবস্থায় কখনো সাত ভাগা কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না। অনেকে ৩ বা ৫ ভাগে কুরবানী করেন, যা আদৌ শরী'আতসম্মত নয়। কুরবানী হ'ল একটি ইবাদত। যা রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সম্পন্ন করা অপরিহার্য। যেটা তিনি করেননি সেটা করার মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল হবে? আজকাল অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দিচ্ছেন, আবার একটি গরুর ভাগা নিচ্ছেন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার স্বার্থে। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর উদ্দেশ্য কিভাবে হাছিল হবে?

১৮. 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[২৩] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[২৪]

১৯. কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলক্বূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[২৫] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। অন্যের দ্বারাও যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিন দিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০)*। তবে ১৩ তারিখেও জায়েয আছে *(মির'আত ৫/১০৬)*।

২০. ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[২৬]

২১. যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ সর্বোচ্চ) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় দরূদ পড়া মাকরূহ' *(মির'আত ৫/৭৪ পৃ.)*। (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[২৭]

২২. গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(মির'আত ৫/১২০)*। কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[২৮] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায় *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮)*।

২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[২৯]

২৪. কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(মির'আত ৫/১২১; তওবা ৬০)*। অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে কমদামে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে।

২৫. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই *(আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃ.)*।

২৬. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[৩০]

[বিস্তারিত দ্রঃ হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই]

---

১৯. *তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/১৪৬৯ সনদ ছহীহ।*
২০. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)।*
২১. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)।*
২২. *মির'আত ২/৩৫৫ পৃ.; ঐ, ৫/৮৪ পৃ.।*
২৩. *হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশতী জেওর 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃ.।*
২৪. *নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।*
২৫. *সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭ পৃ.; মির'আত ৫/৭৫ প্রভৃতি।*
২৬. *বুখারী হা/৯৮৫; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।*
২৭. *ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃ.।*
২৮. *তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮, সনদ হাসান।*
২৯. *তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৯ পৃ.; মির'আত ৫/৯৪ পৃ.।*
৩০. *মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃ.।*

ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী

*ড. নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সদস্যরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির একার পক্ষে তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসার মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় ও মুনাফা লাভের বিধান প্রবর্তন করেছেন। খ্যাতনামা ফকীহ ইবনু কুদামা (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ، وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَصَاحِبُهُ لَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَفِي شَرْعِ الْبَيْعِ وَتَجْوِيزِهِ شَرْعُ طَرِيقٍ إِلَى وُصُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى غَرَضِهِ، وَدَفْعِ حَاجَتِهِ-

'সার্বিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলমান ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর প্রজ্ঞার দাবীও তাই। কেননা মানুষের প্রয়োজন তার সাথীর নিকট যা রয়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট। অথচ তার সাথী বিনিময় ব্যতীত তা প্রদান করবে না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় বিধিসম্মত ও জায়েয করে তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্যে পৌঁছা ও প্রয়োজন পূরণ করার পথ প্রবর্তন করা হয়েছে'।[১]

সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা অবলম্বন করা এবং সর্ব প্রকার ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে সুসংবাদ ও অসৎ ব্যবসায়ীদের জন্য দুঃসংবাদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، 'সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী (ক্বিয়ামতের দিন) নবী, ছিদ্দীক্ব ও শহীদদের সাথে থাকবে'।[২] অর্থাৎ যে ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে, বিক্রয় করে এবং সত্য কথা বলে সে ক্বিয়ামতের দিন উক্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের সাথে থাকবে। এটি বিশাল একটি মর্যাদা। যা এই পেশার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি নির্দেশ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ- 'ক্বিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা পাপিষ্ঠ রূপে উত্থিত হবে। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ব্যবসায় সততা ও সত্যবাদিতা অবলম্বন করে তারা ব্যতীত'।[৩] রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল কোন উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، 'নিজ হাতে কাজ করা এবং প্রত্যেক বায়য়ে মাবরূর'।[৪] যে ব্যবসায় মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা ও সংশয় থাকে না তাকে 'বায়য়ে মাবরূর' বলে।

কাতাদা (রহঃ) বলেন, اَلتِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللهِ حَلاَلٌ مِنْ حَلاَلِ اللهِ لِمَنْ طَلَبَهَا بِصِدْقِهَا وَبِرِّهَا 'ব্যবসা আল্লাহ্র রিযিকের মধ্যে একটি রিযিক এবং আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুগুলির মধ্যে একটি হালাল ঐ ব্যক্তির জন্য, যে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে ব্যবসা করে'।[৫]

ইসলাম ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে জাতীয় ও সামষ্টিক স্বার্থকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়েছে। এজন্য যেসব কারবারের ফলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়, আর আপামর জনসাধারণের ওঠে নাভিশ্বাস, সেসব কারবারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অত্যধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী মজুদ করে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ার পদতলে তাদেরকে পিষ্ট করা এবং খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য পণ্যে ভেজাল প্রদান করে মুনাফা লুটে নেয়া তেমনি নিষিদ্ধ কারবার। উপরন্তু এগুলো অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার শামিল। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষ বাণী উচ্চারণ করে হুঁশিয়ারী প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' *(নিসা ৪/২৯)*। সাইয়িদ কুতুব (রহঃ) বলেন,

وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله، أو نهى عنها، ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها، وجميع أنواع البيوع المحرمة-

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (রিয়াদ: দারু আলামিল কুতুব, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৭হিঃ/১৯৯৭খ্রিঃ), ৬/৭।*

২. *তিরমিযী হা/১২৫২; সুনানে দারেমী (দামেশক: দারুল কলম, ১৪১৭ হিঃ/১৯৯৬খ্রিঃ), ২/৬৯৮, হা/২৫৩৯; আল-হাকেম আন-নায়সাপূরী, আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হিঃ/১৯৯০খ্রিঃ), ২/৮; ছহীহ তারগীব হা/১৭৮২, ছহীহ লি-গায়রিহী; তারাজু'আতুল আলবানী হা/১৪৪।*

৩. *তিরমিযী হা/১২১০; ইবনু মাজাহ হা/২১৪৬; ছহীহা হা/৯৯৪; হাকেম, ২/৮, হাদীছ হাসান।*

৪. *আহমাদ হা/১৭২৬৫; মিশকাত হা/২৭৮৩; ছহীহা হা/৬০৭।*

৫. *বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪হিঃ/১৯৯৪খ্রিঃ), ৫/৪৩২।*

Contents

'মুমিনদের মধ্যে সম্পদ আবর্তনের প্রত্যেক পদ্ধতি যার অনুমতি আল্লাহ দেননি বা তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তার সবই অন্যায়ভাবে অন্যের মাল ভক্ষণ করার মধ্যে শামিল রয়েছে। যেমন- প্রতারণা, ঘুষ, জুয়া, মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ করা এবং সকল প্রকার অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়'।[৬] আলোচ্য প্রবন্ধে মুনাফাখোরী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হ'ল।-

মুনাফার সংজ্ঞা :

মুনাফা শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে رِبْحٌ। যেমন বলা হয়, رَبِحَ التَّاجِرُ فِيْ تِجَارَتِهِ 'ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় লাভ করেছে', رَبِحَتْ تِجَارَتُهُ 'তার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে'।[৭] কুরআন মাজীদ ও হাদীছে এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 'কিন্তু তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়নি' *(বাক্বারাহ ২/১৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ 'যখন তোমরা দেখবে, কেউ মসজিদে বিক্রয় বা ক্রয় করছে, তখন বলবে, আল্লাহ তোমার ব্যবসাকে লাভজনক না করুন! আর যখন দেখবে, কেউ মসজিদে কোন হারানো বস্তুর বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছে, তখন বলবে, আল্লাহ তোমাকে তা ফেরত না দিন'।[৮]

আর মুনাফার ইংরেজী প্রতিশব্দ Profit। মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ড. মাহমূদ আব্দুর রহমান আব্দুল মুনঈম বলেন, نَمَاءُ الْمَالِ نَتِيْجَةَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ 'ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ বা মূলধন বৃদ্ধি হওয়া'।[৯]

ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদূন বলেন, ان التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء... وذلك القدر النامى يسمى ربحا– 'সস্তায় পণ্য ক্রয় করে বেশী দামে বিক্রি করে মূলধনের প্রবৃদ্ধি ঘটানোর মাধ্যমে উপার্জনের প্রচেষ্টা চালানো হ'ল ব্যবসা। ...আর ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত এ বাড়তি পরিমাণটাকেই বলা হয় মুনাফা'।[১০]

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, الربح: الزيادة الحاصلة فى المبايعة ثم يُتَجَوَّزُ به فى كل ما يعود من ثمرة عمل– 'ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত বাড়তি সম্পদকে মুনাফা বলা হয়। ... পরে তা পরোক্ষ অর্থে কর্মের ফল হিসাবে যা ফিরে আসে তা বোঝায়'।[১১]

মোদ্দাকথা হালাল ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত লভ্যাংশকে বলা হয় মুনাফা। আর মিথ্যা, ধোঁকা ও অবৈধ উপায়ে লাভ করার নেশায় যে মত্ত থাকে তাকে বলা হয় মুনাফাখোর (Profiteer)।

সূদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য :

অনেকে সূদ ও মুনাফাকে একই মনে করেন। এমনকি 'সূদ তো মুনাফার মতই' বলতেও দ্বিধা করেন না। অথচ এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

(ক) সূদ হ'ল একই জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা, যা হারাম *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; মুসলিম হা/১৫৮৮)*। আর মুনাফা হ'ল হালাল ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত লভ্যাংশ।

(খ) সূদ হ'ল ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূল অর্থের সাথে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا 'প্রত্যেক ঋণ যা লাভ নিয়ে আসে, সেটিই সূদ'।[১২] পক্ষান্তরে মুনাফা হ'ল উৎপাদনের মূল্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য।

(গ) সূদ পূর্ব নির্ধারিত। অপরপক্ষে মুনাফা অর্জিত হয় পরে।

(ঘ) সূদে কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে কোন উদ্যোগে বা কারবারে মুনাফা না হয়ে লোকসানও হ'তে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী এবং উদ্যোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।

(ঙ) সূদ কখনই ঋণাত্মক হ'তে পারে না। বড় জোর খুবই কম বা তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হ'তে পারে। মুনাফা ধনাত্মক, শূন্য এমনকি ঋণাত্মক (অর্থাৎ লোকসান) হ'তে পারে।

(চ) সূদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে মুনাফা উদ্যোক্তা ও পুঁজির যোগানদাতার সময় ও শ্রম বিনিয়োগের ফল।[১৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী :

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

---

৬. *সাইয়িদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন (জেদ্দা: দারুল ইলম, ১২তম সংস্করণ, ১৪০৬হিঃ/১৯৮৬খ্রিঃ), ৫/৬৩৯।*
৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ (কুয়েত: ওযারাতুল আওক্বাফ ওয়াশ শুউন আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৪১২হিঃ/১৯৯২ খ্রিঃ), ২২/৮৩; আল-মু'জামুল ওয়াসীত (নয়াদিল্লী : দার লিইশা'আতে ইসলামিয়াহ, তাবি), পৃ: ৩২২।*
৮. *তিরমিযী হা/১৩২১; হাকেম ২/৬৫; মিশকাত হা/৭৩৩; হাদীছ ছহীহ।*
৯. *ড. মাহমূদ আব্দুর রহমান আব্দুল মুনঈম, মু'জামুল মুছতালাহাত ওয়াল আলফায আল-ফিক্বহিয়্যাহ (কায়রো: দারুল ফাযীলাহ, ১৯৯৯), ২/১২০।*
১০. *মুক্বাদ্দামা ইবনে খালদূন (কায়রো: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪৩১/২০১০), পৃ: ৩২৮।*
১১. *রাগিব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৪২০ হিঃ), পৃ: ১৯১।*
১২. *ইরওয়া হা/১৩৯৭-এর আলোচনা দ্রঃ।*
১৩. *প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সূদ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০), পৃ: ১০-১১।*

ব্যবসার লক্ষ্য হ'ল সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটানো বা মুনাফা লাভ করা। ব্যবসার মাধ্যমে মূলধনের মুনাফা লাভ ইসলামে সম্পূর্ণ জায়েয। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত...' *(নিসা ৪/২৯)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, لا تتعاطوا الأسباب المحرمة فى اكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التى تكون عن تراض من البائع والمشترى فافعلوها وتسببوا بها فى تحصيل الأموال- 'ধন-সম্পদ উপার্জনে তোমরা অবৈধ পন্থা সমূহ অবলম্বন করো না। তবে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিতে বৈধ ব্যবসা করো এবং এর মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করো'।[১৪]

মানুষ ব্যবসার মাধ্যমে হালাল উপায়ে যে মুনাফা বা লাভ অর্জন করে, কুরআন মাজীদে তাকে 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ' (فضل الله) বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ، 'তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর' *(জুমু'আহ ৬২/১০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ 'কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ-বিদেশ ভ্রমণে বের হবে' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় হালাল-হারাম বাছ-বিচার না করে যেকোন উপায়ে মুনাফা অর্জনের অবাধ সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত মুনাফা অবৈধ বা হারাম। কারণ তা শোষণের হাতিয়ার।

ইসলামী শরী'আতে মুনাফা বা লাভের কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং তা সাধারণ বাজারদরের উপর নির্ভরশীল। মূলতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হল- ১. তাতে যুলুম না থাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে'।[১৫] ২. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি *(নিসা ৪/২৯)*।[১৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাইতো বলেছেন, إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ 'ক্রয়-বিক্রয় কেবল পারস্পরিক সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়'।[১৭]

উরওয়া বিন আবিল জা'দ আল-বারেকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَلَبٌ فَأَعْطَانِى دِيْنَاراً وَقَالَ أَىْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً. فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِيْنَارٍ فَجِئْتُ أَسُوْقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُوْدُهُمَا فَلَقِيَنِىْ رَجُلٌ فَسَاوَمَنِىْ فَأَبِيْعُهُ شَاةً بِدِيْنَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّيْنَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا دِيْنَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ. قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ. قَالَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِىْ صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ-

'নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পশুর একটি চালানের সংবাদ আসল। তিনি আমাকে একটি দীনার দিয়ে বললেন, উরওয়া! তুমি চালানটির নিকট যাও এবং আমাদের জন্য একটি বকরী ক্রয় করে নিয়ে আস। তখন আমি চালানটির কাছে গেলাম এবং চালানের মালিকের সাথে দরদাম করে এক দীনার দিয়ে দুইটি বকরী ক্রয় করলাম। বকরী দু'টি নিয়ে আসার পথে এক লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। লোকটি বকরী ক্রয় করার জন্য আমার সাথে দরদাম করল। তখন আমি তার নিকট এক দীনারের বিনিময়ে একটি বকরী বিক্রয় করলাম এবং একটি বকরী ও এক দীনার নিয়ে চলে এলাম। এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই হচ্ছে আপনার দীনার এবং এই হচ্ছে আপনার বকরী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা তুমি কিভাবে করলে? উরওয়া (রাঃ) বলেন, আমি তখন তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তার হাতের লেন-দেনে বরকত দিন'।[১৮]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বৈধভাবে শতভাগ লাভ করলেও তাতে কোন সমস্যা নেই।

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের এক ফৎওয়ায় বলা হয়েছে, ليست الأرباح في التجارة محدودة، بل تتبع أحوال العرض والطلب، كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجراً أو غيره أن يكون سهلاً سمحاً في بيعه وشرائه، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه، فيغبنه في البيع أو الشراء، بل يراعي حقوق الأخوّة الإسلامية، 'ব্যবসায়ে লাভ বা মুনাফা নির্ধারিত নেই। বরং সরবরাহ ও চাহিদার অবস্থা অনুপাতে মুনাফা কম বা বেশী হতে পারে। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসায়ী হৌক বা অন্য কেউ হোক তার জন্য উত্তম হল, ক্রয়-বিক্রয়ে সরল ও উদার হওয়া এবং ক্রেতার সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা না দেয়া। বরং সে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অধিকার সমূহের প্রতি খেয়াল রাখবে'।[১৯]

১৪. *হাফেয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (কায়রো: মাকতাবাতুছ ছাফা, ১৪২৫হিঃ/২০০৪খ্রিঃ), ২/১৬১।*
১৫. *মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।*
১৬. *মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৪৩৭, পৃঃ ৪২।*
১৭. *ইবনু মাজাহ হা/২১৮৫; ইবনু হিব্বান হা/৪৯৬৭; ইরওয়াউল গালীল হা/১২৮৩, হাদীছ ছহীহ।*
১৮. *বুখারী হা/৩৬৪২; আবূদাঊদ হা/৩৩৮৪; তিরমিযী হা/১২৫৮; আহমাদ হা/১৯৩৬২।*
১৯. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৩/৯১, ফৎওয়া নং ৬১৬১।*

সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) এক ফৎওয়ায় বলেন,

ليس للربح حد محدود، بل يجوز الربح الكثير والقليل إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق بأسعار محددة معلومة فليس له أن يغر الناس، بل عليه أن يخبر الناس يقول هذه السلعة موجود بأسعار كذا وكذا.. لكن سلعتي أنا هذه ما أبيعها بالسعر هذا، فإذا أحب أن يشتريها بزيادة فلا بأس، لكن يرشد الناس إلى الأسعار الموجودة، أما إذا كانت الأسعار غير موجودة ولا محددة فله يبيع بما أراد من الثمن-

'লাভ বা মুনাফার কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং বেশী ও কম লাভ করা জায়েয। তবে বাজারে পণ্য যদি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট মূল্যে মওজুদ থাকে তাহলে বিক্রেতার জন্য মানুষকে ধোঁকা দেয়া ঠিক নয়। বরং তার কর্তব্য হল মানুষকে জানিয়ে দেয়া যে, এই দ্রব্যটি এত মূল্যে (বাজারে) মওজুদ আছে। কিন্তু আমি এই মূল্যে আমার এই পণ্যটি বিক্রি করব না। এক্ষণে ক্রেতা যদি বেশী মূল্যে তা ক্রয় করতে পসন্দ করে তাতে কোন দোষ নেই। তবে বিক্রেতা বাজার দাম সম্পর্কে মানুষকে অবগত করবে। আর মূল্য যদি নির্ধারিত না থাকে তাহলে সে যেকোন মূল্যে বিক্রি করতে পারে'।[২০]

ইসলাম সূদের মাধ্যমে মুনাফা লাভের পন্থাকে হারাম ঘোষণা করেছে। তার পরিমাণ কম বা বেশী যাই হোক। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ، 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের পাওনা যা বাকী রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাক' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮)*। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ، 'সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[২১]

সারকথা হল ইসলামী অর্থনীতিতে বৈধ ও সুবিচারপূর্ণ মুনাফা হচ্ছে-

১. যা সাধারণ সুস্থ-শান্ত অবস্থায় চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মাধীন উন্মুক্ত স্বাধীন বাজারে লেনদেনের দরুন অর্জিত হয়।

২. উৎপাদন ব্যবস্থা ও পণ্য বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবিদের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করার পর ব্যবসায়ীদের নিকট যতটা উদ্বৃত্ত থাকবে।

৩. ব্যবহারকারীদের ক্রয়ক্ষমতা থেকে আনুপাতিক মূল্যে যা অর্জিত হবে।[২২]

মুনাফাখোরী প্রতিরোধে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :

ইসলাম মুনাফাখোরীকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং তা প্রতিরোধের জন্য কয়েক ধরনের কারবারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যথা-

১. পণ্যমূল্য জানে না এমন ক্রেতার নিকট থেকে বেশী মূল্য আদায় করা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং এটা এক ধরনের ধোঁকার শামিল। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَمَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَغْبِنُهُمْ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ؛ بَلْ يُمْنَعُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَلْتَزِمَ طَاعَةَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمَغْبُونِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فَيَرُدَّ السِّلْعَةَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ وَإِذَا تَابَ هَذَا الْغَابِنُ الظَّالِمُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَرُدَّ إلَى الْمَظْلُومِينَ حُقُوقَهُمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمِقْدَارِ مَا ظَلَمَهُمْ بِهِ وَغَبَنَهُمْ؛ ؛ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ-

'কোন বিক্রেতা সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, সে ক্রেতাদেরকে ধোঁকা দেয় তাহ'লে সে শাস্তির হকদার হবে। এমনকি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য অবলম্বন না করা পর্যন্ত তাকে মুসলমানদের বাজারে বসা থেকে নিষেধ করা হবে। অন্যদিকে প্রতারিত ব্যক্তি বিক্রয় ভঙ্গ করে পণ্য ফিরিয়ে দিয়ে মূল্য গ্রহণ করতে পারে। আর যদি এই অত্যাচারী প্রতারক তওবা করে এবং অত্যাচারিতদের কাছে তাদের পাওনা ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্রেতার সাথে কৃত প্রতারণা ও যুলুমের পরিমাণ মাফিক ছাদাক্বা করবে। যাতে এর দ্বারা আল্লাহ্র যিম্মা (পাকড়াও) থেকে সে রেহাই পায়'।[২৩]

২. অনেক সময় ব্যবসায়ীরা বেশী মুনাফা অর্জনের জন্য নিজের পণ্যের প্রশংসা করে মিথ্যা কসম করে। এতে হয়ত সাময়িক লাভ হয়, কিন্তু এরূপ ধোঁকাপূর্ণ ব্যবসায়ে বরকত থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ- 'কসম দ্বারা পণ্যের কাটতি বাড়ে তবে তা বরকত নির্মূল করে দেয়'।[২৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, اَلْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ 'কসম দ্বারা মালের কাটতি বাড়ে তবে তা মুনাফা নির্মূল করে দেয়'।[২৫]

---

২০. *https://binbaz.org.sa/old/28754*
২১. *আহমাদ হা/৩৭৫৪; মিশকাত হা/২৮২৭, সনদ ছহীহ।*
২২. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ: ১৪।*
২৩. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া (সঊদী আরব: আর-রিআসাহ আল-আম্মাহ লিশুঊনিল হারামাইন আশ-শরীফাইন, তাবি), ২৯/৩৬০-৩৬১।*
২৪. *বুখারী হা/২০৮৭; আবূদাঊদ হা/৩৩৩৫।*
২৫. *মুসলিম হা/১৬০৬।*

ব্যবসায়ে পণ্যের কাটতি বাড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কসম করাকে নিষেধ করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ 'ব্যবসায়ে অধিক কসম খাওয়া হতে বিরত থাক। এর দ্বারা মাল বেশী বিক্রি হলেও বরকত দূর হয়ে যায়'।[২৬]

ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যধিক কসম করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'তে বলেন,

يكره إكثار الحلف فى البيع لشيئين: كونه مظنة لتغرير المتعاملين، وكونه سببا لزوال تعظيم اسم الله من القلب، والحلف الكاذب منفقة للسلعة لان مبنى الإنفاق على تدليس المشترى، وممحقة للبركة لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة إليه، وقد تباعدت بالمعصية بل دعت عليه-

'দু'টি কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অত্যধিক কসম করা অপসন্দনীয়। ১. এটা ক্রেতাদের ধোঁকা দেওয়ার শামিল। ২. তা হৃদয় থেকে আল্লাহ্র নামের মর্যাদা দূরীভূত হওয়ার কারণ। আর মিথ্যা কসম পণ্যের কাটতি বৃদ্ধি করে। কেননা তখন কাটতি বাড়ার ভিত্তি হয় ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং তা (মিথ্যা কসম) বরকত নির্মূল করে। কেননা তার (বিক্রেতার) জন্য ফেরেশতামণ্ডলীর দো'আ বরকতের ভিত্তি। আর পাপের কারণে সেই বরকত দূরীভূত হয়ে যায়। এমনকি ফেরেশতাগণ তার উপর বদদো'আ করে'।[২৭]

৩. নাজাশ : নাজাশ শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে- اَلْمَدْحُ وَالْإِطْرَاءُ অর্থাৎ কোন জিনিসের অতিরিক্ত প্রশংসা করা।[২৮] এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, هو أن يريد البيع فينتدب إنسان للزيادة فى البيع، وهو لا يريد الشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته- 'বিক্রেতা কর্তৃক জিনিস বিক্রি করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করা যাতে সে বেশী দাম বলে। বস্তুতঃ সে তা ক্রয় করার জন্য নয়; বরং অন্যকে প্রতারিত করার জন্য এরূপ দাম বলে। যাতে ক্রেতা তার দাম শ্রবণ করে আরো বেশী দাম বলে'।[২৯]

'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, هو أن يزيد أحد فى سلعة وليس فى نفسه شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشترى- 'নাজাশ হ'ল কেউ পণ্যের বেশী দাম বলবে অথচ তা কেনার ইচ্ছা তার নেই। এর দ্বারা সে বিক্রেতার লাভ এবং ক্রেতার ক্ষতি সাধন করতে চায়'।[৩০]

ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন নাজাশের মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, বিক্রেতা বলবে, আমি এই জিনিসটি এত দামে ক্রয় করেছি। অথচ সে মিথ্যাবাদী। ক্রেতা যাতে ধোঁকায় পড়ে বেশী দামে ক্রয় করে সেজন্য সে মিথ্যা দামের কথা বলে। অথবা বিক্রেতা বলবে, এই পণ্যের জন্য আমাকে এত দাম দেয়া হয়েছে। অথবা বলবে, এই পণ্যের এত মূল্য হাঁকা হয়েছে। অথচ সে মিথ্যাবাদী। তার উদ্দেশ্য হ'ল ক্রেতাদেরকে ধোঁকা দেয়া। যাতে তার এই কল্পিত মিথ্যা দামের চেয়ে তারা বেশী দাম বলে। এটিও নাজাশ। যা থেকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[৩১] এটি মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করা এবং মিথ্যা বলে তাদের ধোঁকা দেয়া। তাছাড়া ব্যবসায়ীরা বা দোকানদাররা যদি এ মর্মে ঐক্যমত পোষণ করে যে, কোন পণ্য আমদানী হলে কেউ কারো চেয়ে বেশী দাম বলবে না। যাতে আমদানীকারক সস্তা মূল্যে তাদের নিকট সেই পণ্যটি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আর সবাই এর সুবিধাভোগী হয়। শায়খ ছালেহ ফাওযান বলেন, فهذا حرام وهذا من النجش وأكل أموال الناس بالباطل، 'এটি হারাম, নাজাশের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার নামান্তর'।[৩২]

ক্রেতাদেরকে ধোঁকা দিয়ে মুনাফা অর্জনের এ উপায়কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেন, لاَ تَنَاجَشُوا 'তোমরা দালালী করো না'।[৩৩]

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, ولأن فى ذلك تغريرا بالمشترى، وخديعة له، 'এ ধরনের বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হ'ল, এটি ক্রেতার সাথে প্রতারণা করা ও তাকে ধোঁকা দেয়ার শামিল'।[৩৪] আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْخَدِيعَةُ فِى النَّارِ 'প্রতারণার ঠিকানা জাহান্নাম'।[৩৫]

৪. তালাক্কী : আল্লামা তাহের পট্টনী 'তালাক্কী'র সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

---

২৬. *মুসলিম হা/১৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/২২০৯।*
২৭. *শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ), ২/২০৩।*
২৮. *মু'জামুল মুছতালাহাত ওয়াল আলফায আল-ফিক্বহিয়্যাহ, ৩/৪০০।*
২৯. *ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা বিল-আছার (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তাবি), ৭/৩৭২।*
৩০. *ইবনু রুশদ আল-কুরতুবী, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাছিদ (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৮হিঃ/১৯৮৮খ্রিঃ), ২/১৬৭।*
৩১. *বুখারী হা/২১২৭, ৬৯৬৩।*
৩২. *ড. ছালেহ বিন ফাওযান, আল-বুয়ূ আল-মানহী আনহা ফিল ইসলাম (রিয়াদ : মাকতাবাতুছ ছাফাদী, ১ম প্রকাশ, ১৪১১/১৯৯১), পৃঃ ২৪-২৫।*
৩৩. *বুখারী হা/২১৪০; মুসলিম হা/১৪১৩; আবূদাঊদ হা/৩৪৩৮; নাসাঈ হা/৩২৩৯।*
৩৪. *আল-মুগনী, ৬/৩০৪-৫।*
৩৫. *বুখারী হা/২১৪২-এর পূর্বে।*

هو أن يستقبل المصرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته بالوكس وأقل من الثمن-

'গ্রামের লোক শহরে প্রবেশের পূর্বেই শহুরে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তার সাথে আনীত পণ্যের বাজার মন্দার মিথ্যা সংবাদ প্রদান করবে অল্পমূল্যে তা ক্রয় করার জন্য। এটাই হচ্ছে তালাক্কী'।[৩৬]

ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী বলেন, هو مبادرة بعض أهل المدينة أو البلد لتلقى الآتين إليها، فيشترى منهم ما معهم، ثم يبيع كما يرى لأهل البلد- 'কোন শহুরে গ্রাম থেকে পণ্য নিয়ে শহরের দিকে আগত লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের পণ্য কিনে নিয়ে পরে তার ইচ্ছামত দামে শহর-নগরবাসীদের কাছে বিক্রি করাকে তালাক্কী বলে'।[৩৭]

মুনাফাখোরীর পথকে রুদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাজারে মাল আসার পূর্বেই বাইরে বাইরে এভাবে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ، 'বিক্রয়ের বস্তু বাজারে উপস্থিত করার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয়ের জন্য যেও না'।[৩৮]

উল্লেখিত ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে মূল বাজারে পণ্যদ্রব্যের আমদানী ব্যাহত হয়। ফলে পণ্যের সঠিক মূল্যও নির্ধারিত হয় না। কেননা সঠিক মূল্য নির্ধারণ সম্ভব হয় বাজারে পণ্যের আমদানী ও তার চাহিদা অনুপাতে। কিন্তু উক্ত অবস্থায় বিক্রেতা বাজারের দর-দাম কিছুই জানতে পারে না। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، 'যারা বাজারে বিক্রি করার জন্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসছে, অগ্রগামী হয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে না। যদি কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার নিকট থেকে কোন বস্তু ক্রয় করে, তবে ঐ পণ্যের মালিক বাজারে আসার পর (উক্ত বিক্রয়কে ভঙ্গ করার) অবকাশ পাবে'।[৩৯]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

وهذا مظنة ضرر بالبائع لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له،... وضرر بالعامة لأنه تَوَجَّهَ فى تلك التجارة حقُّ أهل البلد جميعا، والمصلحة المدنية تقتضى أن يقدم الأحوج فالأحوج.... فاستئثار واحد منهم بالتلقى نوع من الظلم-

'এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা যদি সে বাজারে পৌঁছতে পারত, তাহলে বেশী মূল্যে বিক্রি করতে পারত।... অনুরূপভাবে এটা সাধারণ লোকদেরও ক্ষতির কারণ। কেননা তাতে শহরের সকল অধিবাসীর হক রয়েছে। যে অধিক মুখাপেক্ষী তার কাছে পণ্য পৌঁছিয়ে দেয়া নাগরিক কল্যাণের দাবী। সুতরাং তালাক্কীর মাধ্যমে তাদের একজনের সকল মাল একচেটিয়াভাবে দখল করা এক ধরনের যুলুম'।[৪০]

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, وَهُوَ خِدَاعٌ فِى الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوْزُ، 'এটা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়ার নামান্তর। আর ধোঁকা দেয়া নাজায়েয'।[৪১]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيْعَةِ 'এটা এক ধরনের প্রতারণা'।[৪২]

৫. ইসলামে মজুদদারীকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাতে মুনাফাখোরির কোন সুযোগ না থাকে। কারণ মুজদদারির উদ্দেশ্যই হচ্ছে অত্যধিক মুনাফা অর্জন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ 'যে পণ্য মজুদ করে, সে পাপী'।[৪৩]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, هذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار 'মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীছটি দ্ব্যর্থহীন'।[৪৪]

উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে পণ্য মজুদ করা দোষের নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য মজুদ রেখেছেন।[৪৫] তবে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফাখোরির উদ্দেশ্যে মজুদ করলে অবশ্যই তা অপরাধ হবে।[৪৬]

৬. ঈনা ক্রয়-বিক্রয় : কোন ব্যক্তি কারো নিকট বাকীতে নির্দিষ্ট দামে কোন জিনিস বিক্রি করবে এবং সেটি তার নিকট হস্তান্তর করবে। অতঃপর মূল্য গ্রহণের পূর্বে বিক্রিত মূল্যের চেয়ে কম দামে নগদে বস্তুটি ক্রয় করে নিবে। অতঃপর নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ১ম ক্রেতার কাছ থেকে ১ম নির্ধারিত মূল্য

---

৩৬. *আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হিঃ/১৯৯০ খ্রিঃ), ৪/৩৪৫।*
৩৭. *ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (দামেশক: দারুল ফিকর, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯হিঃ/১৯৮৯খ্রিঃ), ৪/২৩৯।*
৩৮. *বুখারী হা/২১৬৫; আবূদাঊদ হা/৩৪৩৬।*
৩৯. *মুসলিম হা/১৫১৯; দারেমী, ২/৭০৫, হা/২৫৬৬।*
৪০. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/২০১।*
৪১. *বুখারী 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭১, হা/২১৬২-এর পূর্বে।*
৪২. *তিরমিযী হা/১২২১।*
৪৩. *মুসলিম হা/১৬০৫।*
৪৪. *ইমাম নববী, আল-মিনহাজ শারহু ছহীহ মুসলিম (বৈরূত: দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭খ্রিঃ), ১১/৪৩।*
৪৫. *বুখারী হা/৫৩৫৭।*
৪৬. *মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল'১১, প্রশ্নোত্তর ১৪/২৫৪, পৃঃ ৫১।*

গ্রহণ করবে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে 'বায়ে ঈনা' বলা হয়। যেমন বিক্রেতা ১ বছরের জন্য কারো কাছে ১২০০০/- টাকায় একটি জিনিস বিক্রি করল। অতঃপর ক্রেতা মূল্য গ্রহণের পূর্বেই বিক্রেতা দশ হাযার টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে সেটি ক্রয় করে নিল। পরে মেয়াদান্তে সে ১ম ক্রেতার কাছ থেকে ১২০০০/- অসুল করে নিল। এভাবে সে ২০০০/- টাকা বেশী লাভ করল। এটিকেই বলা হয় 'বায়ে ঈনা'। ক্রেতা পণ্যের পরিবর্তে নগদ মূল্য গ্রহণ করার কারণে একে 'বায়ে ঈনা' বলা হয়।[৪৭] অথবা বিক্রিত মূল বস্তুটি বিক্রেতার কাছে ফিরে আসার কারণে একে বায়ে ঈনা বলে (لأن عين المبيع رجعت إلى صاحبها)।[৪৮] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَهَذَا مَعَ التَّوَاطُؤِ يُبْطِلُ الْبَيْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا حِيلَةٌ، 'ঐক্যমত সত্ত্বেও এটি ক্রয়-বিক্রয়দ্বয়কে বাতিল করে দিবে। কেননা এটা কৌশল'।[৪৯] শায়খ ছালেহ ফাওযান বলেন, وهذا حرام لإنه احتيال على الربا كأنك بعت دراهم حاله بدرا هم مؤجلة أكثر منها وجعلت السلعة مجرد حيلة ووسيلة إلى الربا، 'এটা হারাম। কারণ এটা সূদ খাওয়ার কৌশল। যেন আপনি বর্তমান মূল্যের চেয়ে বাকীতে বেশী মূল্যে বিক্রয় করলেন এবং স্রেফ সূদ খাওয়ার কৌশল ও মাধ্যম হিসাবে পণ্যকে গ্রহণ করলেন'।[৫০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের পাতানো ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে বলেন, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ 'যখন তোমরা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বাকীতে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে (অর্থাৎ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে) এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানকর অবস্থা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা নিজেদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিবেন না'।[৫১]

৭. নিজের কাছে মজুদ নেই এমন জিনিস বিক্রি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। যেমন- ক্রেতা কোন ব্যবসায়ীর কাছে এসে কোন নির্দিষ্ট পণ্য কিনতে চাইল। অথচ সেই পণ্যটি এই ব্যবসায়ীর কাছে মজুদ নেই। এবার নগদে বা বাকীতে ক্রেতা ও বিক্রেতা চুক্তি ও মূল্যের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছল। তখন পর্যন্ত ব্যবসায়ী বা বিক্রেতা পণ্যের মালিক নন। অতঃপর ব্যবসায়ী সেই পণ্য ক্রয় করে এনে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করল। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হারাম।[৫২] হাকীম বিন হিযাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, يَأْتِينِى الرَّجُلُ يَسْأَلُنِى مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِى أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 'আমার নিকট কোন ব্যক্তি এসে এমন জিনিস ক্রয় করতে চায়, যা আমার কাছে নেই। আমি কি বাজার থেকে পণ্য কিনে তারপর তার নিকট সেটি বিক্রি করব? তিনি বললেন, 'তোমার নিকট যা মজুদ নেই, তা তুমি বিক্রি করো না'।[৫৩]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, মুনাফাখোরী সমাজ ও জনকল্যাণ বিরোধী ঘৃণ্য পুঁজিবাদী মানসিকতা। অত্যধিক মুনাফা অর্জনের নেশায় বুঁদ হয়ে ব্যবসায়ীরা পণ্য-দ্রব্য মজুদ করে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এমনকি অনেক সময় শত শত মণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য (গম, আলু প্রভৃতি) গুদামে রেখে পচিয়ে ফেলা হয়। তবুও চড়া মূল্যের আশায় বাজারজাত করা হয় না। আবার কখনো কখনো মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির জন্য আমদানীকৃত চাল/গম সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির যাতাকলে সাধারণ মানুষ পিষ্ট হয়। দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে তাদের ওঠে নাভিশ্বাস। কিন্তু সেদিকে মুনাফাখোররা দৃষ্টিপাত করে না। ইসলাম এ ধরনের মুনাফাখোরী মনোভাবকে ধিক্কার দিয়েছে। তবে ইসলামে হালাল উপায়ে ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে কোন বাধা নেই। বরং তা বৈধ। কিন্তু অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত মুনাফা অবৈধ বা হারাম।[৫৪]

ফলকথা, মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অত্যধিক মুনাফা অর্জনের জন্যই পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখা হয়। আর এর ফলেই বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় এবং দ্রব্যমূল্য গগণচুম্বী হয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। তাই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরার জন্য মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা। সাথে সাথে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করে মজুদদারী ও মুনাফাখোরীর কবর রচনা করতে হবে।

---

৪৭. *আল-ফিক্বহুল মুয়াসসার ফী যাওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ (মিসর : মাকতাবাতুল হুদা আল-মুহাম্মাদী, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৭/২০১৬), পৃঃ ২২৮।*
৪৮. *আল-বুয়ূ আল-মানহী আনহা ফিল ইসলাম, পৃঃ ২১-২২।*
৪৯. *মাজমূঊল ফাতাওয়া ২৯/৩০।*
৫০. *আল-বুয়ূ আল-মানহী আনহা ফিল ইসলাম, পৃঃ ২১-২২।*
৫১. *আবুদাঊদ হা/৩৪৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১।*
৫২. *আল-বুয়ূ আল-মানহী আনহা ফিল ইসলাম, পৃঃ ১৯-২০।*
৫৩. *তিরমিযী হা/১২৩২; আবুদাঊদ হা/৩৫০৩; নাসাঈ হা/৪৬১৩; ইবনু মাজাহ হা/২১৮৭; ইরওয়া হা/১২৯২; হাদীছ ছহীহ।*
৫৪. *إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا، حَرَّمَ ثَمَنَهُ ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৩৮, সনদ ছহীহ।*

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর জীবনের কিছু শিক্ষণীয় ঘটনা

*আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব**

(১) মরক্কোর রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বিভাগের সাবেক সদস্য ও বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বপালনকারী প্রফেসর আব্দুল হাদী আত-তাযী (১৯২১-২০১৫ খ্রি.) বলেন, 'শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী যখন মরক্কো সফরের ইচ্ছা করলেন, তখন আমি তাঁকে রাষ্ট্রীয় আতিথ্য দানের ব্যাপারে বাদশাহ হাসান (২) -এর সাথে আলাপ করলাম। তাঁর নিকটে আলবানীর মর্যাদা ও ইলমী অবস্থান তুলে ধরলাম। ফলে বাদশাহ তাঁর জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তিনটি গাড়ির বহর ও পাঁচ তারকা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থ সংরক্ষণাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ভাণ্ডার তাঁর ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। আমি অত্যন্ত খুশী হয়ে বাদশাহকে এরূপ ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। তারপর আলবানীর সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে এই সুসংবাদ শুনালাম।

কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে তিনি এতে অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হ'লেন এবং রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের বিষয়টি ব্যতীত সকল রাষ্ট্রীয় মর্যাদা গ্রহণে অস্বীকার করলেন। অতঃপর বললেন, যদি আপনি আমাকে সম্মান জানাতে চান, তবে আপনার নিজস্ব গাড়িটি আমাকে দিবেন। আর আমি সফরকালে শহরের কয়েকজন শায়খের সান্নিধ্যে অবস্থান করব।

প্রফেসর তাযী বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। বাদশাহর নিকটে এখন আমি কি ওযর পেশ করব? কি বলব তাঁকে? তারপর বাদশাহর সাথে যোগাযোগ করে বললাম যে, আলবানী আপনার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আতিথেয়তা গ্রহণে ওযর পেশ করেছেন। বাদশাহ বিস্মিত হয়ে বললেন, অস্বীকৃতি জানিয়েছেন! আমি বললাম, অস্বীকৃতি নয়, তবে...। বাদশাহ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, না কোন অসুবিধা নেই। তিনি সত্যিই একজন ঈমানদার আলিম। এ ঘটনার ফলে আলবানীর প্রতি আমার ভালোবাসা যোজন যোজন বৃদ্ধি পায়'।[১]

(২) একবার আলবানী জর্দানের মাফরাক শারকী শহরের শুওয়াইকা এলাকায় আয়োজিত একটি শিক্ষা সেমিনারে আলোচনা পেশ করার জন্য গমন করলে তাঁর বক্তব্যের পূর্বে স্থানীয় বিদ্বান প্রফেসর ইবরাহীম স্বাগত ভাষণে বলেন, '...এক্ষণে আমরা আমাদের শায়খ, আলিম ও মহান শিক্ষাগুরু মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর সাথে মিলিত হব এবং সুন্দর একটি সময় অতিবাহিত করব। আমি শুওয়াইকা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বিশেষত এখানকার শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি। যাদের সকলেই আজকের এ দিনটি সম্মানিত উস্তাদের সাথে কাটাতে এবং তাঁর 'ইলম ও হিকমতের মণি-মুক্তা থেকে কিছু শ্রবণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে'।

অতঃপর আলবানী তাঁর বক্তব্য শুরু করেন এবং হামদ ও ছানা পাঠের পর বলেন, 'প্রিয় ভাই প্রফেসর ইবরাহীমকে তাঁর বক্তব্য ও স্তুতিবাদের জন্য ধন্যবাদ। এরূপ ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর পর ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর অনুসরণ ব্যতীত আমার কিছুই বলার নেই। যখন তিনি কাউকে তাঁর উত্তম প্রশংসা করতে শুনতেন। আমার মনে হয় বিশেষত যখন কেউ তাঁর ব্যাপারে প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে ফেলত, যদিও তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর যথার্থ প্রতিনিধি ছিলেন, এতদসত্ত্বেও... (একথা বলে আলবানী কেঁদে ফেলেন এবং ক্রন্দনের আধিক্যে অল্পক্ষণের জন্য বক্তব্য বন্ধ হয়ে যায়) তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ 'হে আল্লাহ তারা যা বলছে সে ব্যাপারে তুমি আমাকে পাকড়াও করো না। তুমি আমাকে তাদের ধারণার চেয়ে উত্তম বানাও এবং আমার যেসব পাপ সম্পর্কে তারা জানে না, তা ক্ষমা করে দাও'।[২] আলবানী বলেন মহান সত্যবাদী আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) যখন এমনটি চলতেন তখন আমরা কিইবা বলতে পারি?

আমি সত্যিই বলছি। একটু আগে আমার সম্মানিত ভাই ইবরাহীমের নিকট থেকে যা শুনলাম, আমি সে গুণের অধিকারী নই। আমি কেবল ইলম অন্বেষণকারী। এর বেশী কিছু নই। আর প্রত্যেক অন্বেষণকারীর উচিত রাসূল (ছাঃ)-এর ঐ বাণীর অনুসারী হওয়া, যেখানে তিনি বলেছেন, 'তুমি আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও তা প্রচার কর'।[৩]

(৩) রিয়াদের দারুছ ছুমাই'ঈর প্রধান আব্দুল্লাহ ইবনু হাসান আছ-ছুমাই'ঈ বলেন, 'শায়খ আলবানী বাদশাহ ফয়ছাল পুরস্কার লাভের পর আমি খুবই আনন্দিত হয়ে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য গেলাম। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে আরো কল্যাণের সুসংবাদ দিন! আপনি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করুন! তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দান করেন'।[৪]

(৪) শায়খ ঈদ আব্বাসী বলেন, 'দাওয়াতী সফর, শিক্ষাদান বা কারো সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সঊদী আরব ও জর্দানের বিভিন্ন শহরে আমরা তাঁর সাথী হয়েছি। সেক্ষেত্রে গাড়ির প্রয়োজন হ'লে তিনি তাতে গ্যাস ভরে নিতেন এবং নিজে তাঁর মূল্য পরিশোধ করতেন। আমরা তাঁর আগেই তা

---

১. *শায়খ হানী আল-হারেছীর নিকট সংরক্ষিত প্রফেসর আব্দুল হাদী আত-তাযীর রেকর্ডকৃত বক্তব্য থেকে গৃহীত। ওয়েবলিংক- http://alqaryooti.com/?p=833.*

২. *আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৭৬১।*

৩. *সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, ৬৪০-৬৪২ নং টেপ, আবূ লাইলা আছারী কর্তৃক রেকর্ডকৃত।*

৪. *আল-আলবানী, ছহীহ মাওয়ারিদিয যামআন ইলা যাওয়াইদি ইবনি হিব্বান, পৃ. ৩।*

পরিশোধের চেষ্টা করলে তিনি অনুমতি দিতেন না। বরং বলতেন, যানবাহনের খরচ আমার উপরেই ছেড়ে দাও। এ সফরটি যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য ও তাঁর দ্বীনের খিদমতে কবুলযোগ্য হয়'।[৫]

(৫) একদিন জনৈক ছাত্র শায়খ আলবানীর একটি ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি তার জন্য দো'আ করে বললেন, 'এর জন্য আল্লাহ তোমাকে উত্তম জাযা দান করুন এবং আমাদের পারস্পরিক মহব্বতকে এমন মহব্বতে পরিণত করুন, যা পরস্পরকে উপদেশ প্রদান এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়। কেননা অনেক মানুষ অপরকে বলে থাকে যে, আমি তোমাকে আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসি। কিন্তু যখনই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে কোন দোষ-ত্রুটি করে ফেলে, তখন তাকে দূরে ঠেলে দেয় ও তার মর্যাদাহানি করে। এটা কখনোই 'আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা'র নিদর্শন নয়। বরং যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া হবে তখনই তা প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব বলে গণ্য হবে। সুতরাং যখন তুমি আমার কোন ভুল-ত্রুটি দেখবে, তখন অবশ্যই আমাকে সংশোধন করে দিবে'।[৬] তিনি বলতেন, السَّعيد من وُعظ بغيره 'সৌভাগ্যবান সেই যে অন্যের দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়'।

(৬) জনৈক ব্যক্তি শায়খ আলবানীকে তাখরীজের ক্ষেত্রে তাঁর যেসব ভুল হয়েছে এবং পরবর্তীতে সংশোধন করেছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'যদি তুমি জিজ্ঞেস কর যে, আলবানী কি তাঁর কোন কিতাবে ভুল করেছেন এবং পরে তা শুদ্ধ করেছেন? তাহ'লে আমি স্বীকার করব যে, সেখানে আমি কিছু ভুল করেছিলাম। পরে তা শুদ্ধ করেছি। কেননা ইমাম শাফেঈ বলেছেন, أبي الله أن يتم إلا كتابه، بس كتاب الله هو التمام– 'আল্লাহ তাঁর নিজের কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাব পূর্ণাঙ্গ হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং কেবলমাত্র আল্লাহ্র কিতাবই পূর্ণাঙ্গ'।

(৭) আরেকদিন এক যুবক তাঁকে সালাম দিয়ে বলল, হে শায়খ! আমি শরী'আ অনুষদের ছাত্র। আমাদের কয়েকজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী শিক্ষক আপনার সমালোচনা করেন ও কটূ কথা বলেন। বিশেষত অমুক অমুক ব্যক্তি। জবাবে আলবানী বললেন, 'হে ভাই! কোন ব্যক্তির মিথ্যা বলার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাই শ্রবণ করে, তাই সে মানুষের নিকট বলে বেড়ায়। অতএব জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেলে তা কাজে লাগাও এবং তোমার দ্বীনী উপকারে আসতে পারে এমন কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন কর!'[৭]

(৮) হিন্দুস্থানী বিদ্বান শায়খ হাবীবুর রহমান আ'যমী শায়খ আলবানীর বিরুদ্ধে 'আল-আলবানী : শুযূযুহূ ওয়া আখত্বাউহূ' নামে একটি বই রচনা করেছিলেন। যেখানে আলবানীর বিরুদ্ধে অনেক অসত্য বিবরণ ও নিন্দাবাদ করা হয়েছে। একবার শায়খ আ'যমী সিরিয়া সফরে এসে দামিশকে গমন করেন এবং আলবানীর আতিথেয়তায় তাঁর বাসায় কয়েকদিন অবস্থান করেন। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আলবানী (রহঃ) মেহমানের সম্মান, বয়োজ্যেষ্ঠতা এবং তাঁর প্রতি সুধারণাবশত উক্ত বইয়ের ব্যাপারে কিছুই বলেননি। অতঃপর শায়খ আ'যমী সিরিয়ার হালবে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে আলবানী নিজ গাড়ীতে তাঁকে রেখে আসেন। এসময় শায়খ ঈদ আব্বাসী ও প্রফেসর আলী খাশানও তাদের সাথী হন। চলার পথে তাঁরা শায়খ আ'যমীর নিকটে বিরোধপূর্ণ বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু সকল প্রশ্নে তাঁর উত্তর ছিল, শায়খ আলবানীকে জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর এক পর্যায়ে বললেন, ইমাম মালিক তো মদীনায় উপস্থিত, তাই তিনি ফৎওয়া দিবেন না (অর্থাৎ আলবানী যেখানে উপস্থিত রয়েছেন, সেখানে তাঁর জন্য ফৎওয়া দেয়া ঠিক হবে না)। অতঃপর আলবানী সেগুলোর জবাব দেওয়া শুরু করলেন। আর তিনি প্রত্যেক উত্তরে কেবল মাথা নাড়িয়ে বলছিলেন, হ্যাঁ তিনি সঠিক বলেছেন।[৮]

(৮) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্বীদা বিভাগের সাবেক প্রধান শায়খ ছালিহ আস-সুহাইমী একদা বাদ ফজর মসজিদে নববীতে দরস প্রদানকালে বলেন, শায়খ আলবানীর মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে আমি তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। এসময় প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর তাঁর রক্ত কণিকা পরিবর্তন করতে হ'ত। তবে তাঁর মস্তিস্ক সতেজ ছিল। আমাকে দেখে আলবানী বললেন, সে কি ঐ ব্যক্তি যে আমার সাথে শনিবারে ছিয়াম পালন ও মসজিদে একাধিক জামা'আত বিষয়ে বিতর্ক করেছিল? আমি বললাম, হ্যাঁ শায়খ! তবে আমি এখনো ঐ দু'টি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তের উপরেই রয়েছি। তখন আলবানী আমার হাত ধরলেন। আজো পর্যন্ত আমি তার সেই ধরা হাতটির কথা স্মরণ করি। (ঘটনা এ পর্যন্ত বলে শায়খ সুহাইমী কেঁদে ফেলেন)। অতঃপর আলবানী আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জ্ঞানান্বেষীরা এরূপই হয়ে থাকে। তুমি কখনো আমার বা অন্য কারো তাক্বলীদ করো না।[৯]

---

৫. নূরুদ্দীন তালিব, মাক্বালাতুল আলবানী, পৃ. ১৭৬।

৬. সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও রেকর্ড নং ৮২/৩:৭, https://live.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=117570.

৭. ইছাম মূসা হাদী, মুহাদ্দিছুল 'আছর ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী কামা 'আরাফতুহু, পৃ. ২০।

৮. মুহাম্মাদ বাইয়ূমী, আল-ইমাম আল-আলবানী হায়াতুহু, দা'ওয়াতুহু ওয়া জুহূদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাহ, পৃ. ১৮৪-৮৫।

৯. https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=22996

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

Contents

হাদীছের গল্প

ছালাত-ছিয়াম ও দান-ছাদাক্বার উপমা

আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপরে ইবাদত ফরয করেছেন। ইবাদতের মধ্যে ছালাত-ছিয়াম ও দান-ছাদাক্বা গুরুত্বপূর্ণ। হাদীছে এ ইবাদতগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে অসাধারণ দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। সে বিষয়ে নিম্নের হাদীছ-

হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ)-কে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করলেন যেন তিনি নিজেও তদনুযায়ী আমল করেন এবং বনু ইসরাঈলকেও তা আমল করার আদেশ করেন। তিনি এ নির্দেশগুলো লোকদেরকে জানাতে বিলম্ব করলে ঈসা (আঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনি সে মোতাবেক আমল করেন এবং বনু ইসরাঈলকেও তা আমল করার আদেশ করেন। এখন আপনি তাদেরকে এগুলো করতে নির্দেশ দিন, অন্যথা আমিই তাদেরকে সেগুলো করতে নির্দেশ দিব। ইয়াহইয়া (আঃ) বললেন, আপনি এ বিষয়ে যদি আমার অগ্রবর্তী হয়ে যান তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, আমাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে কিংবা আযাব নেমে আসবে।

অতঃপর তিনি লোকদেরকে বায়তুল মাক্বদিসে একত্রিত করলেন। সব লোক সমবেত হওয়াতে মসজিদ ভরে গেল। এমনকি তারা ঝুলন্ত বারান্দায় গিয়েও বসল। তারপর ইয়াহইয়া (আঃ) তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেন আমি সে মোতাবেক আমল করি এবং তোমাদেরকেও আমল করার আদেশ করি।

এগুলোর প্রথম নির্দেশটি হ'ল- তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করে তার উদাহরণ হ'ল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার খালিছ সম্পদ অর্থাৎ সোনা অথবা রূপার বিনিময়ে একটি দাস কিনল। সে তাকে (বাড়ী এনে) বলল, এটা আমার বাড়ী আর এগুলো আমার কাজ। তুমি কাজ করবে এবং আমাকে আমার প্রাপ্য দিবে। তারপর সেই দাস কাজ করত ঠিকই কিন্তু মালিকের প্রাপ্য দিয়ে দিত অন্যকে। তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, স্বীয় দাসের এমন আচরণে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ছালাত আদায়ের জন্য আদেশ করেছেন। তোমরা ছালাত আদায়কালে এদিক সেদিক তাকাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর চেহারা মুছল্লীর চেহারার দিকে নিবিষ্ট রাখেন যতক্ষণ বান্দা ছালাতের মধ্যে এদিক-সেদিক না তাকায়।

আর আমি তোমাদের ছিয়ামের নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হ'ল সেই ব্যক্তির ন্যায় যে কস্তুরীভর্তি একটি থলেসহ একদল মানুষের সাথে আছে। কস্তুরীর সুগন্ধি দলের সবার নিকট খুবই পসন্দনীয়। আর ছায়েমের মুখের সুগন্ধি আল্লাহ তা'আলার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধির চাইতেও অধিক প্রিয়।

আমি তোমাদের দান-ছাদাক্বার আদেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হ'ল সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে ফেলেছে এবং তাকে হত্যার জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বলল, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিচ্ছি। তারপর সে নিজেকে মালের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিল (অর্থাৎ দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে বান্দা নিজেকে বিপদমুক্ত করতে পারে)।

আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যেন তোমরা আল্লাহ তা'আলার যিকর কর। যিকরের উদাহরণ হ'ল সেই ব্যক্তির ন্যায়, দুশমনেরা যার পিছু ধাওয়া করছে। অবশেষে সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে শত্রু হ'তে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। তদ্রূপ কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার যিকির ব্যতীত নিজেকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না।

নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। (নেতার) কথা শুনবে, (তার) আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে লোক জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হ'ল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হ'তে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।

জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সে ছালাত আদায় করলেও, ছিয়াম পালন করলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে ছালাত-ছিয়াম আদায় করলেও জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে...' *(তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪; তা'লীকুর রাগীব ১/১৮৯-১৯০; ছহীহুল জামি' হা/১৭২৪)*।

শিক্ষা : যাবতীয় ইবাদত কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে হবে এবং তাতে যেন শিরক মিশ্রিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত নিয়ম-পদ্ধতিতে ইবাদত সম্পন্ন করতে হবে। তাহ'লে তা আল্লাহর কাছে কবুল হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে গ্রহণযোগ্য ইবাদত করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।
আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।
সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি
AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু
এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

Contents

কাঁঠালের বীজের গুণাগুণ!

কাঁঠাল খুবই সুস্বাদু ও রসাল ফল। অনেকেই এই ফলটি খেতে পসন্দ করে। কিন্তু এর বীজ খেতে চায় না। অথচ এই বীজটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে থিয়ামিন এবং রাইবোফ্লেবিন, যা এনার্জির ঘাটতি দূর করে। তাছাড়া কাঁঠালের বীজে বিদ্যমান জিঙ্ক, আয়রন, ক্যালসিয়াম, কপার, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ত্বককে সুন্দর করে তোলে। একাধিক রোগকে দূরে রেখে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। নিম্নে কাঁঠালের বীজের গুণাগুণ উল্লেখ করা হ'ল।-

প্রোটিনের ঘাটতি দূর হয় : শরীরকে সচল এবং রোগমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় উপাদনগুলোর অন্যতম হ'ল প্রোটিন। কাঁঠালের বীজে প্রচুর মাত্রায় প্রোটিন মওজুদ থাকে, যা দেহের ভিতরে এই উপাদানটির ঘাটতি মেটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় : অল্প সময়েই ত্বক উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত করতে নিয়মিত কাঁঠালের বীজ খাওয়া যেতে পারে। এতে বিদ্যমান ফাইবার ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি ত্বকের ভিতরে জমে থাকা টক্সিক উপাদান বের করে ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

সংক্রমণের আশঙ্কা কমায় : বর্ষাকালে নানাবিধ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে কাঁঠালের বীজ দারুনভাবে সাহায্য করে। এতে বিদ্যমান একাধিক অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল এলিমেন্ট জীবাণু দূরে রাখার মাধ্যমে নানাবিধ ফুড-বন এবং ওয়াটার বন রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া হজমের সমস্যা কমাতেও কাঁঠালের বীজ দারুন কাজে আসে। ক্যান্সারের মতো মরণ রোগকে দূরে রাখে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত কাঁঠালের বীজ খাওয়া শুরু করলে দেহের ভিতরে বেশ কিছু শক্তিশালী ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট্রসের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়।

বলি রেখা কমায় : ত্বককে তরতাযা এবং সুন্দর রাখতে ব্যবহার করা যায় কাঁঠালের বীজ। এক্ষেত্রে পরিমাণ মতো বীজ নিয়ে প্রথমে গুঁড়ো করে নিতে হবে। তারপর এতে অল্প পরিমাণ দুধ ও মধু একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করতে হবে। এই পেস্টটি প্রতিদিন মুখে ব্যবহার করলে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পায়।

অ্যানিমিয়ার প্রকোপ কমে : কাঁঠালের বীজে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় আয়রন, যা খুব অল্প দিনেই রক্তস্বল্পতার মতো সমস্যা দূর করতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে। এই প্রাকৃতিক উপাদানটি অ্যানিমিয়া রোগের প্রকোপ কমাতে সক্ষম।

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে : কাঁঠালের বীজ রোদে শুকিয়ে তারপর সেগুলো বেটে গুঁড়ো করে এই গুঁড়ো পাউডারটি খেলে নিমিশেই বদ-হজম এবং গ্যাস-অম্বলের মতো সমস্যা কমে যায়। এতে থাকা ডায়াটারি ফাইবার কনস্টিপেশনের মতো সমস্যা কমাতেও সাহায্য করে।

স্ট্রেসের মাত্রা কমায় : কাঁঠালের বীজ মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় প্রোটিন এবং অন্যান্য উপকারী মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, যা মস্তিষ্কের ভিতরে কেমিকেল ব্যালেন্স ঠিক রাখার মাধ্যমে স্ট্রেস কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটে : কাঁঠালের বীজে বিদ্যমান ভিটামিন এ, দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি চোখ সম্পর্কিত একাধিক সমস্যাকে দূরে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই কাঁঠালের বীজ খাওয়ার অভ্যাস করা প্রয়োজন।

তেলাকুচা পাতার ঔষধী গুণ

সবজি হিসাবে তেলাকুচা পাতা অনেকের কাছে পসন্দনীয়। এ পাতার গুণাগুণের কারণেই সকলের কাছে এই ভালো লাগা। তাই তেলাকুচা পাতার ঔষধী গুণ ও উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ডায়াবেটিস : ডায়াবেটিস হ'লে তেলাকুচার কাণ্ডসহ পাতা ছেঁচে রস তৈরি করে আধাকাপ পরিমাণ প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে খেতে হবে। তেলাকুচার পাতা রান্না করে খেলেও ডায়াবেটিস রোগে উপকার হয়।

জন্ডিস : জন্ডিস হ'লে তেলাকুচার মূল ছেঁচে রস তৈরি করে প্রতিদিন সকালে আধাকাপ পরিমাণ খেতে হবে।

পা ফোলা রোগে : গাড়িতে ভ্রমণের সময় বা অনেকক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসলে পা ফুলে যায়, একে শোথ রোগ বলা হয়। তেলাকুচার মূল ও পাতা ছেঁচে এর রস ৩-৪ চা চামচ প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে খেতে হবে।

শ্বাসকষ্ট : বুকে সর্দি বা কাশি বসে যাওয়ার কারণে শ্বাসকষ্ট (হাঁপানি রোগ নয়) হ'লে তেলাকুচার মূলও পাতার রস হালকা গরম করে ৩-৪ চা চামচ পরিমাণ ৩ থেকে সাত দিন প্রত্যহ সকালে ও বিকেলে খেতে হবে।

কাশি : শ্লেস্মাকাশি হ'লে শ্লেস্মা তরল করতে এবং কাশি উপশমে ৩-৪ চা চামচ তেলাকুচার মূল ও পাতার রস হালকা গরম করে আধা চা-চামচ মধু মিশিয়ে ৩ থেকে ৭ দিন প্রত্যহ সকালে ও বিকেলে খেতে হবে।

শ্লেস্মাজ্বর : শ্লেস্মাজ্বর হ'লে ৩-৪ চা চামচ তেলাকুচার মূল ও পাতার রস হালকা গরম করে ২-৩ দিন সকাল ও বিকেল খেতে হবে।

মায়ের দুধ স্বল্পতা : সন্তান প্রসবের পর অনেকের বুকে দুধ আসে না বা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখা দিলে ১টা করে তেলাকুচা ফলের রস হালকা গরম করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে সকাল-বিকেল ১ সপ্তাহ খেতে হবে।

ফোঁড়া ও ব্রণ : ফোড়া বা ব্রণ হ'লে তেলাকুচা পাতার রস বা পাতা ছেঁচে ফোঁড়া ও ব্রণে প্রতিদিন সকাল-বিকেল ব্যবহার করতে হবে।

আমাশয় : প্রায়ই আমাশয় হ'তে থাকলে তেলাকুচার মূল ও পাতার রস ৩-৪ চা চামচ ৩ থেকে ৭ দিন সকালে ও বিকেলে খেতে হবে।

অরুচিতে : অরুচি হ'লে তেলাকুচার পাতা একটু সিদ্ধ করে পানিটা ফেলে দিয়ে ঘি দিয়ে শাকের মত রান্না করতে হবে। খাবার গ্রহণের প্রথমেই সেই শাক খেলে খাওয়াতে রুচি আসবে। এই শাক খেলে পেটের গোলমাল কমে। পেটে সমস্যা ও বদহজমের জন্য এই শাক খাওয়ার রেওয়াজ আছে। তেলাকুচার ভেষজ গুণ অনন্য। এর পাতা, লতা, মূল ও ফল সবই ব্যবহার করা যায়।

॥ সংকলিত ॥

Contents

কবিতা

জীবন তরী

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

কোন খানেতে ভিড়বে আমার জীবন তরী?
প্রভাত হ'তে রেখেছি আমি হালটি ধরি।
অল্প সময়ে কাটলো শৈশব সে তো আমায় রাখলো না
শিশুর শেষে বাল্য এসে জানায় সালাম আনমনা।
চিন্তা করি জীবন ভরি থাকবো আমি বাল্যতে,
কিন্তু আশা সব দুরাশা চিড় ধরলো সবটাতে।
বেশ ক'টা দিন কাটলো সেথায় বাল্য সেতো রাখলো না,
আমার জীবন সুখের ভেলা তাকিয়ে সেতো দেখলো না।
খুব আশাতে দিবস রাতে নাও ভিড়ালাম কৈশোরে,
তাও যে সে তাড়িয়ে দিলো রাখলো না আর তার দ্বারে।
রঙিন হাতের হাত ছানিতে নাও ভিড়ালাম যৌবনে,
গুনগুনানী মৌপিয়াসী গান ধরিছে মৌবনে।
মন মাঝিরে বলতেছিলাম এটাই আমার শেষ নিবাস,
হেথায় আমি ফেলবো আমার শান্তি সুখের আশার শ্বাস।
কাটলো ক'দিন তার পরেতে তুলতে হ'ল পাততাড়ি,
ভাবতেছিলাম কোথায় আমার ঠিক ঠিকানা নিজ বাড়ী?
রতন সমান যতন করে ডাকলো আমার প্রৌঢ়,
নির্যাতনে অনাদরে আচরণ তার খুব রূঢ়।
দিনের শেষে দ্বীনের বেশে নাও ভিড়ালাম বার্ধক্যে,
এটাই আমার শেষ ঠিকানা মনের ভিতর নেই এঁকে।
অবশেষে ফকীর বেশে কবরেতে পৌঁছে দেয়,
আমার বাওয়া জীবন তরী হেথায় এসে নাও ভিড়ায়
এটাই আমার নিজ ঠিকানা হেথায় শেষে পৌঁছে যায়।

আল্লাহ যাদের দিকে তাকাবেন না

মুজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন
হলিধানী, ঝিনাইদহ।

টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে দিয়ে
যারা কাপড় পরে,
পণ্য বিক্রি করার জন্য
মিথ্যা কসম করে।
কিছু দান করার পর
খোঁটা দেয় যারা,
মহানবী বলে গেছেন,
এই লোকেরাই তারা?
যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা
বলবেন না কথা,
পারবে না অর্জন করতে
যারা পবিত্রতা।
তাকাবেন না আল্লাহ তা'আলা
সেদিন যাদের প্রতি,
এবং যাদের জন্য রয়েছে
শাস্তি কঠোর অতি।
মিথ্যাবাদী বাদশাহ এবং
বৃদ্ধ যেনাকারী,
আর দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও
যারা অহংকারী।
তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা
বলবেন না কথা,
পারবে না অর্জন করতে
তারা পবিত্রতা।
তাকাবেন না আল্লাহ তা'আলা
সেদিন তাদের প্রতি,
এবং তাদের জন্য রয়েছে
শাস্তি কঠোর অতি।

হিংসা-বিদ্বেষ

আব্দুল কাইয়ূম
কুলাঘাট, লালমণিরহাট।

হক কথা বলা, হক পথে চলা
আল্লাহ পাকের নির্দেশ,
আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল
কুরআন-সুন্নাহ্র আদেশ।
ছহীহ হাদীছ জানা ও ছহীহ সুন্নাহ মানা
রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা,
মুমিন-মুসলিম কভু এ আদেশ
করে না অবমাননা।
কুরআন-হাদীছের সঠিক জ্ঞান নেই
তবুও করে আস্ফালন,
হকের দাওয়াত দিলেও তারা
হয় না কভু সংশোধন।
আক্বীদা-আমল শিরকে ভরা
দম্ভ তাদের সংখ্যাধিক্যের
কুরআন-হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে
অনুসরণ করে কথিত মাযহাবের।
মানে না কুরআন মানে না হাদীছ
তাবেদারী ব্যক্তি বিশেষে
হকের বিরুদ্ধে উন্মত্ত-উদ্ধত
কেবলই হিংসা-বিদ্বেষে।
হিংসা-বিদ্বেষে চরম রোশে
ভাঙ্গে মসজিদ আল্লাহ্র ঘর,
তারা কি মুসলিম?
নাকি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চর?
ভেঙ্গে মসজিদ ক্ষান্ত হয়নি তারা
অবশেষে দিল জ্বালিয়ে,
যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে
তারা বেড়ায় ভয়ে পালিয়ে।
এ যেন সেই শয়তানী চক্র
নমরূদী হুতাশন,
হকের বিরুদ্ধে চলতে থাকা
ত্বাগূতী আগ্রাসন।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. মুল নাম মুহাম্মাদ। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমীনা।
২. প্রথম দুধমাতা ছুওয়াইবা (আবু লাহাবের কৃতদাসী), তারপর হালীমা সা'দিয়া (রাঃ)।
৩. পাঁচটি। মুহাম্মাদ, আহমাদ, মাহী, হাশের, আক্বেব *(বুখারী হা/৩৫৩২; মুসলিম হা/২৩৫৪)*।
৪. ১ম হস্তীবর্ষের ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার ছুবহে ছাদিকের পর মক্কায় নিজ পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন।
৫. তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব।
৬. তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব।
৭. তাঁর জন্মের পূর্বে পিতা এবং তাঁর ৬ বছর বয়সে মাতা মৃত্যুবরণ করেন।
৮. নবী করীম (ছাঃ)-এর ৮ বছর বয়সে।
৯. তাঁর চাচা আবু তালেব।
১০. ১০ বা ১২ বছর বয়সে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. কানের অভ্যন্তরের হাড় স্টেপিস।
২. অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা।
৩. একটি সমুদ্রের সমপরিমাণ লবণ রয়েছে।
৪. ১০০ বার করে।
৫. ১৫০ দিন।
৬. ৫০০টি।
৭. ১০০ বিলিয়নের অধিক নার্ভ সেল নিয়ে।
৮. চোখ খুলে।
৯. ৪ গুণ বেশী শক্তিশালী।
১০. ১০ দিন পর্যন্ত থাকে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)

১. কৈশোরে নবীজী কি কাজ করতেন?
২. হিলফুল ফুযূল কি?
৩. নবূওতের পূর্বে নবীজীর বিচক্ষণতাপূর্ণ ফায়ছালা কি ছিল?
৪. যুবক বয়সে নবীজী কি কাজ করতেন?
৫. তিনি প্রথম কখন কার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন?
৬. তাঁর কতজন স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁদের নাম কি?
৭. রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ স্ত্রীর নাম কি?
৮. রাসূল (ছাঃ)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী কে ছিলেন?
৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কতজন সন্তান ছিল?
১০. নবীজীর নাতী-নাতনীর সংখ্যা কত ছিল?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানবদেহ বিষয়ক)

১. জন্মের পর মানুষের হাঁটুর ক্যাপ কত দিন দেখা যায় না?
২. মানব শিশু কখন দ্রুত বৃদ্ধি পায়?
৩. মানবদেহের কোন অঙ্গ সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকে?
৪. মানুষ জন্মগ্রহণ করে ৩০০টি হাড় নিয়ে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর দেহে কতটি হাড় থাকে?
৫. মানুষের মাথার খুলি কয় ধরনের হাড় দিয়ে তৈরি?
৬. মানুষের নখ ও চুল অভিন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?
৭. হাঁচি দেওয়ার সময় আমাদের শরীরের অবস্থা কেমন হয়?
৮. মানুষের দেহের সবচেয়ে শক্তিশালী পেশী কি?
৯. একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ প্রতিদিন কত বার বাথরুমে যায়?
১০. আমাদের মুখ থেকে পেটে খাদ্য পৌঁছাতে কত সময় লাগে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাযার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ ৬ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার আত্রাই থানাধীন বাজেধনেশ্বর নূরানী মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফাতেমা খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুজাহিদুল ইসলাম।

খিরশিন টিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ১০ই জুন সোমবার : অদ্য মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন খিরশিন টিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ বাদশাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সুমাইয়া খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ছাগীরাহ খাতূন।

সোনারপাড়া, পবা, রাজশাহী ১৯শে জুন বুধবার : অদ্য সকাল ৬-টায় যেলার পবা থানাধীন সোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-'আফীফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফাতেমা খাতূন।

পাইকপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৩শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা থানাধীন পাইকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ওমর ফারূক ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আয়েশা খাতূন।

মোল্লাডাইং দক্ষিণপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৫শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় যেলার পবা থানাধীন মোল্লাডাইং দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রাবেয়া খাতূন।

Contents

স্বদেশ

বিএসএমএমইউতে প্রথমবারের লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) হেপাটোবিলিয়ারি, প্যানক্রিয়েটিক ও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারী বিভাগে প্রথমবারের মতো লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৪শে জুন সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিনামূল্যে সিরাজুল ইসলাম নামের ২০ বছর বয়সী এক যুবকের লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন করে। অত্র বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. মো. জুলফিকার রহমান খানের নেতৃত্বে ৫০ সদস্যবিশিষ্ট একটি মেডিকেল টিম একটানা ১৮ ঘন্টাব্যাপী এই ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন করে। দেশের কোন সরকারী হাসপাতালে এটি প্রথম লিভার ট্রান্সপ্লান্ট।

ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন হওয়ার পর বর্তমানে লিভার দাতা রোগীর মা এবং রোগী ২০ বছরের যুবক আশানুরূপ সুস্থ আছেন। চিকিৎসা পরবর্তী প্রথম সাত দিন নিবিড় পরিচর্যায় তাদেরকে রাখা হয়।

চিকিৎসকরা জানান, কোন রোগীর যদি লিভার সিরোসিস হয়ে যায়, তাহ'লে তার একমাত্র চিকিৎসা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট। যে চিকিৎসায় বাংলাদেশে কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকা এবং দেশের বাইরে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। দেশে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিবছর কমপক্ষে পাঁচ শতাধিক রোগী বিদেশে গিয়ে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করিয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে দেশে মোট ৪টি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন হয়। যার দু'টি ল্যাবএইড এবং দু'টি বারডেম জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে সফলতা ছিল ৫০ ভাগ। দেশে বেসরকারী হাসপাতালে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে যে খরচ হয়, তার অর্ধেক খরচে বিএসএমএমইউতে ট্রান্সপ্লান্ট করা সম্ভব।

কার্যকারিতা হারাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ

মাত্রাতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে তা কার্যকারিতা হারাচ্ছে। এর ভয়াবহতা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাঈদুর রহমান বলেছেন, ভবিষ্যতে এমন অবস্থা দাঁড়াবে যেখানে সেলফভর্তি অ্যান্টিবায়োটিক থাকবে, কিন্তু কোন কার্যকারিতা থাকবে না। গত ৫ই জুলাই 'অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স: বাস্তবতা, ভয়াবহতা ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে মুখ্য আলোচক হিসাবে ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক সাঈদুর রহমান এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রতিদিন ১০ লাখ মানুষ অপচিকিৎসক কিংবা অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তির পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করে থাকেন। আর বছরে সাড়ে ৩৬ কোটি মানুষ দুই থেকে তিনবার বিভিন্ন দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে থাকেন। মাত্র ৫ কোটি মানুষ চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করেন। এভাবে মাত্রাতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার হ'তে থাকলে, ভবিষ্যতে কেউই নিরাপদ থাকবে না।

সাঈদুর রহমান জানান, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার চেয়ে এশিয়া মহাদেশে অনেক বেশি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হয়ে থাকে। ফলে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকারিতা হারাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দৈনিক আজাদীর পরিচালনা সম্পাদক ওয়াহিদ মালেক বলেন, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার রোধ করতে হ'লে সরকারকে যক্ষা নিয়ন্ত্রণের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি যরূরী।

বিদেশ

অবশেষে মসজিদ নির্মিত হ'ল ইউরোপের মসজিদবিহীন শহর এথেন্সে

ইউরোপের একমাত্র মসজিদবিহীন শহর গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে অবশেষে মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে তা খুলে দেওয়া হবে। উদ্বোধন হ'লে এটি হবে এথেন্সের প্রথম ও ছালাতের জন্য নির্ধারিত একমাত্র মসজিদ। মুসলিমদের ঐকান্তিক দাবীর মুখে ২০১১ সালে গ্রিসের পার্লামেন্ট শহরটিতে একটি মসজিদ তৈরির পরিকল্পনা অনুমোদন করে। যা ২০১৯ সালে বাস্তবতার মুখ দেখতে যাচ্ছে। সাড়ে তিনশ' মুছল্লীর ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এ মসজিদটি নির্মাণে আনুমানিক খরচ হয়েছে সাড়ে আট কোটি টাকা। নতুন মসজিদের নির্মাণে গ্রিসের বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সেবাসংস্থা জড়িত। এথেন্সের মুসলমানরাও মসজিদটি নির্মাণে আর্থিকভাবে সহযোগিতায় অংশ নিয়েছে।

উল্লেখ্য, গ্রিসের ঐতিহ্যবাহী শহর এথেন্সের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। পাশ্চাত্য সভ্যতা আর গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসাবে পরিচিত এথেন্স বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন নগরী। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই শহরে কোন মসজিদ ছিল না। এথেন্স হচ্ছে ইউরোপের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শহর যেখানে এতদিন কোন মসজিদ তৈরি করতে দেয়া হয়নি। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ওছমানীয় সাম্রাজ্য থেকে গ্রিস স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এথেন্সে কোন মসজিদ ছিল না। এছাড়া স্বাধীনতাপূর্ব যুগের অবশিষ্ট দু'টি মসজিদের একটিকে জাদুঘর আর অন্যদিকে গুদামঘরে পরিণত করা হয়।

গ্রিসের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিপুল সংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত শহর কমোতিনির মুফতি ইব্রাহীম শরীফ জানান, গ্রিসের বিভিন্ন শহরে ওছমানীয় আমলের বহু মসজিদ ছিল কিন্তু কালের পরিক্রমায় সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। মুফতী আহমাদ বলেন, গ্রিস উগ্র খ্রিস্টানদের দেশ। তারা ইসলাম থেকে বহু দূরে এবং ওছমানীয় স্মৃতিচিহ্নের ব্যাপারে বৈরি। এথেন্সের কেন্দ্রে কার্যকর কোন মসজিদ দেখতে চায় না তারা।

উল্লেখ্য, ৫০ লাখ জনসংখ্যার এথেন্সে অন্তত ৩ লাখ মুসলিম বসবাস করে। তারা মূলতঃ বিভিন্ন গৃহের বেজমেন্ট, দোকানপাট, গুদাম ইত্যাদি স্থানে অস্থায়ীভাবে ছালাত আদায় করে থাকেন।

চীনে মুসলিম শিশুদের বিশ্বাসের পরিবর্তনে পরিবার থেকে আলাদা করা হচ্ছে

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিম শিশুদের পরিবার, ভাষা ও ধর্মবিশ্বাস থেকে আলাদা করা হচ্ছে বলে সম্প্রতি বিবিসির এক গবেষণায় উঠে এসেছে। তুরস্কে পালিয়ে অবস্থানরত ৬০টিরও বেশি উইঘুর পরিবার থেকে গৃহীত সাক্ষাৎকারে ১০০টির বেশি শিশুর হারিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তিন ছেলে ও এক মেয়ের ছবি দেখিয়ে এক মা বলেন, আমি শুনেছি তাদেরকে সরকারীভাবে এক ইয়াতীমখানায় রাখা হয়েছে। অপর এক ব্যক্তি জানান, চীনে তাঁর স্ত্রীকে ক্যাম্পে নেওয়া হয়েছে। তার ৮ সন্তান এখন চীনা কর্তৃপক্ষের অধীনে। তাদের শিশু শিক্ষা ক্যাম্পে নেওয়া হয়েছে। জার্মান গবেষক অ্যাড্রিয়ান জেনজ জানিয়েছেন, জিনজিয়াংয়ে স্কুল সম্প্রসারণে ব্যাপক কার্যক্রম চলছে। নতুন ডরমিটরি তৈরি হচ্ছে এবং সেখানে ধারণক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। একইসঙ্গে তারা জিজ্ঞাসাবাদের ক্যাম্প তৈরি করছে। মুসলিম ও

অন্য সংখ্যালঘু শিশুদের কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তির হার ৯০ শতাংশ বেড়েছে। জিনজিয়াং প্রদেশে এই কিন্ডারগার্টেনের উন্নয়নে ১২০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে চীন। তার মতে, এই নির্মাণ কাজ আসলে তাদের আটক রাখার উদ্দেশ্যেই করা। তিনি বলেন, আবাসিক স্কুলের মাধ্যমে শিশুদের চিন্তাধারা পাল্টে সাংস্কৃতিক কাঠামো পরিবর্তন করা সম্ভব। তবে চীনা কর্তৃপক্ষ বলছে, সহিংস ধর্মীয় উগ্রপন্থা ঠেকাতে ছোট-বড় সব উইঘুরদের ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে সাক্ষ্যপ্রমাণ বলছে, কয়েকবছর থেকে প্রদেশটির লক্ষাধিক মানুষ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, ইবাদত বা পর্দা করার মতো কারণে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক রয়েছেন।

পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ মুসলিমরা, আর সবচেয়ে অসুখী মানুষ নাস্তিকরা!

পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী কে? জার্মানীর ম্যান হেইম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে, মুসলিমরাই এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী। নিজেদের জীবন নিয়ে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট। তার পরে আছে যথাক্রমে খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও সবশেষে নাস্তিকরা। নাস্তিকরাই সবচেয়ে বেশী অসুখী। ৬৭,৫৬২ জনের উপর এই সমীক্ষা চালানো হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ এক, এই বিশ্বাস মানুষের মস্তিষ্ক ও শরীরের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। তাই হতাশা ও উদ্বেগ মুসলিমদের বড় একটা গ্রাস করে না। মানুষের প্রতি সহানুভূতিও তাদের বেশী। একই কারণে তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও কম। এছাড়া মুসলমানরা সাধারণত অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকে। কেননা তাদের মধ্যে ধর্মের প্রভাব বেশি পরিমাণে কার্যকর থাকায় যেকোন অন্যায়ের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ ভয় কাজ করে। এসবই তাদেরকে বিশ্বব্যাপী সুখী মানুষ হতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

[আলহামদুলিল্লাহ! এভাবেই সত্য প্রকাশিত হবে। 'ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম' (আলে ইমরান ১৯)। এধর্মের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। 'ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক যে কেউ ইসলামের আগমনের খবর জেনেছে, অথচ তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করেই মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামবাসী হবে' (মুসলিম হা/১৫৩)। অতএব হে মানুষ! তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না (আলে ইমরান ১০২) [স.স]

আগামী বছর ভারতের বড় শহরগুলোয় পানি শুকিয়ে যাবে!

দিল্লি-চেন্নাই-হায়দ্রাবাদ সহ ভারতের অন্তত ২১টি বড় শহর আর মাত্র দেড় বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ পানিশূন্য হয়ে পড়তে পারে বলে সরকারের পরিকল্পনা সংস্থার এক রিপোর্টে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে চেন্নাই শহরে তীব্র পানিসংকট চলছে। মহারাষ্ট্র-কর্নাটক-তেলেঙ্গানা সহ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশ খরার কবলে। ভারতের অন্যতম প্রধান মহানগর চেন্নাইতে গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে পানির জন্য কার্যত হাহাকার চলছে। গরিব বস্তি বাসী থেকে শুরু করে বহুতল অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যবিত্ত, সকলকেই বেসরকারী ট্যাঙ্কার থেকে পানি কিনতে হচ্ছে চড়া দামে। চারজনের একটা মধ্যবিত্ত পরিবারকে সপ্তাহে পানির জন্য খরচ করতে হচ্ছে প্রায় পাঁচ হাযার রুপি। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আয়োগ বলছে, আজ চেন্নাইয়ের যা পরিস্থিতি, আর মাত্র দেড় বছরের মধ্যে ভারতের অন্তত ২১টি বড় শহরও সেভাবেই পানিশূন্য হয়ে পড়তে পারে। নীতি আয়োগের ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজীব কুমার বলেন, ইতিহাস সম্ভবত এই প্রথমবার টানা ছয় বছর ধরে ভারতে মৌসুমী বৃষ্টিপাতে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু মৌসুমী বৃষ্টিপাত কম হওয়াটাই দেশে এই পানিসঙ্কটের একমাত্র কারণ নয়। বরং ভূগর্ভস্থ পানির অপব্যবহার এবং আধুনিকায়নের নামে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগের ফলে আজকের এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যা দেশটিকে দ্রুত ঠেলে দিচ্ছে এক ভয়াবহ পানিশূন্যতার দিকে।

অভিনয় ছেড়ে দিলেন বলিউড তারকা জায়রা ওয়াসিম

১৯ বছর বয়সী কাশ্মীরী তরুণী জায়রা ওয়াসিম ইতিমধ্যে বড় বড় তারকাদের সাথে অভিনয় করেছেন। অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। পেয়েছেন ফিল্ম ফেয়ারের সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। এরই মধ্যে হঠাৎ তার বোধদয় হয়েছে। ফলে গত ২৯শে জুন দীর্ঘ এক পোস্টের মাধ্যমে অভিনয় ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ হিসাবে বলেছেন, 'এই পেশা তার ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক'। তার এ সিদ্ধান্তে ভর্ৎসনা জানিয়েছেন ভারতে বসবাসকারী কুখ্যাত বাংলাদেশী লেখিকা ও কুরআন পরিবর্তনের দাবীদার তাসলিমা নাসরিন। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি স্বামী চক্রপানি বলেন, অভিনেত্রী জায়রা যা করেছেন তা প্রশংসনীয়। হিন্দু অভিনেত্রীদেরও এ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত'।

[আমরা তার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই এবং অন্যদেরকেও তার অনুসরণে এ অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানাই (স.স.)।]

ইউরোপে কাঠের তৈরি প্রথম দৃষ্টিনন্দন মসজিদ

যুক্তরাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় ক্যামব্রিজে উন্মুক্ত হ'ল ইউরোপের প্রথম পরিবেশবান্ধব মসজিদ। ইউরোপের সর্বাধিক ব্যয়বহুল মসজিদ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া মসজিদটির নির্মাণে খরচ হয়েছে ২৪ মিলিয়ন ডলার বা ২০৩ কোটি টাকা। পরিবেশবান্ধব মসজিদটির নাম নিউ ক্যামব্রিজ মসজিদ। মসজিদে একসাথে ১ হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। এছাড়া জনকল্যাণমূলক নানা সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে এ মসজিদে।

২০০৮ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের লেকচারার ড. আব্দুল হাকীম মুরাদ এ মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন এবং তহবিল সংগ্রহ শুরু করেন। প্রায় আট বছরের গবেষণা শেষে, ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। অতঃপর গত ২৪শে এপ্রিল মসজিদটি উদ্বোধন করা হয়।

মসজিদ চত্বরের সৌন্দর্য বর্ধনে অলঙ্করণে কাজ করেন বিখ্যাত শিল্পী ইম্মা ক্লার্ক। নিউ ক্যামব্রিজ মসজিদের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মুরাদ বলেন, মসজিদটিতে দিনের বেলা ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহারের দরকার হয় না। এখানে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশের ব্যবস্থা আছে। মসজিদের ছাদে বৃষ্টির পানি প্রক্রিয়াজাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। রাতের জন্য সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা রয়েছে। ইটের পিলারের বদলে ১৬টি গাছের কলাম ব্যবহার করা হয়েছে। সবুজ সমারোহের আদলে তৈরি করা হয় এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। পবিত্র কুরআনে যেসব ফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর সমন্বয়ে তৈরি একটি বাগান মসজিদ কমপ্লেক্সের ভেতর থাকবে। এটি নির্মাণে কয়েকটি মুসলিম দেশ অংশগ্রহণ করেছে। তবে মোট খরচের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দিয়েছে তুরস্ক।

Contents

পেটের দায়ে জরায়ু কেটে ফেলছেন মহারাষ্ট্রের নারীরা

মাসিকের সময়ে মালিকের নানা গঞ্জনা শুনতে হয়, বেতন কাটা যায়, জরিমানা করা হয়। তাই পেটের দায়ে, অভাবের তাড়নায় অপারেশন করে জরায়ু ফেলে দিচ্ছেন ভারতের হাযার হাযার দরিদ্র নারী শ্রমিক। তাদের বেশির ভাগেরই বয়স ২০ থেকে ২২ এর মধ্যে। তাদের অনেকেই দুই বা ততোধিক সন্তানের মা। এর ফলে কিছু গ্রাম এখন জরায়ুহীন নারীদের গ্রাম হিসেবে পরিচিত হয়ে গেছে। যারা এই অপারেশন করিয়ে নিচ্ছেন, তারা কৃষি শ্রমিক। ক্ষেত থেকে আখ কাটেন। মহারাষ্ট্র ভারতে আখের উর্বর ক্ষেত্র। বছরে ৬ মাস এসব আখ খেতে কাজ করতে আসেন হাযার হাযার শ্রমিক। এই নারী-পুরুষরা একটানা ছয় মাস আখ কাটার কাজ করেন। এ ছাড়া তামিলনাড়ু রাজ্যে গার্মেন্টস কারখানায় অনেক মেয়ে কাজ করে। পিরিয়ডের সময় কাহিল লাগে অনেকের, অনেকের পেইন হয়, সে ক্ষেত্রে তাদের যেখানে এক বা দু'দিন ছুটি দেয়া উচিত, তা দূরে থাক, উল্টো ব্যথা কমানোর জন্য নাম না জানা ওষুধ খেতে দেয়। ফলে তারা জরায়ু কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন।

[কি মর্মান্তিক এই খবর! ২০-২২ বছরের মেয়েরা যখন স্বামী ও সংসার নিয়ে গৃহবধূ হিসাবে 'ঘরের শান্তি' হিসাবে জীবন কাটাবে, তখন তাদেরকে পেটের দায়ে যেতে হচ্ছে আখের ক্ষেতে আখ কাটার মত কঠিন শ্রমের কাজে। এরপরেও কেমন চরম অবস্থায় পতিত হ'লে তারা নিজেদের জরায়ু কাটতে বাধ্য হচ্ছে, যা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। হায় গণতন্ত্র! বিগত যুগের ভারতে কখনোই মেয়েদেরকে এমন করুণ অবস্থায় পড়তে হয়েছে বলে জানা যায় না। এর জন্য সেদেশের সমাজ ও রাজনৈতিক নেতারাই দায়ী। আল্লাহ তুমি এসব মযলুম মেয়েদের রক্ষা কর -আমীন! (স. স.)]

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশ পিটকার্ন আইল্যাণ্ডসের জনসংখ্যা ৫৬

চারটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত ছোট্ট একটি দেশ। নাম পিটকার্ন আইল্যান্ডস। এর চারটি দ্বীপের নাম হ'ল- পিটকার্ন, হেন্ডারসন, ডুসি এবং ওয়েনো। একমাত্র পিটকার্নেই মানুষের বসবাস। বাকী তিনটি দ্বীপ সমুদ্রের মাঝে ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। এখানকার জনসংখ্যাও হাতেগোনা, মাত্র ৫৬ জন। জনসংখ্যার বিচারে এটাই বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দেশ। পিটকার্নের সবচেয়ে কাছে রয়েছে নিউজিল্যাণ্ড। তাই পিটকার্নে যাবতীয় চিঠিপত্র পৌঁছায় নিউজিল্যাণ্ড হয়েই। ১৭৯০ সালে পিটকার্নে জনবসতি গড়ে ওঠে। ১৭৮৯ সালে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একদল সেনা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর তাহিতিগামী জাহাযের দখল নেয় তারা। পরে তারা তাহিতি হয়ে পিটকার্ন চলে যান। সে সময় তাদের সাথে তাহিতির কিছু মানুষও পিটকার্নে চলে যান। আশ্রয় নেন ছোট্ট এই দ্বীপে। আর তখন থেকেই এখানে জনবসতি গড়ে ওঠে। সে সময়ের ঐ বিদ্রোহী ব্রিটিশ নৌসেনা আর তাদের সঙ্গী তাহিতির বাসিন্দাদের বংশধররাই বর্তমানে পিটকার্নের নাগরিক। এখন যে কয়জন মানুষ পিটকার্নে রয়েছেন, তারা মূলতঃ চারটি পরিবারের সদস্য। জাতিসংঘ পিটকার্ন আইল্যাণ্ডসকে স্বশাসিত রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়নি। তাই এই দেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব রয়েছে ব্রিটেনের উপর।

ইসলাম গ্রহণ করলেন ঘানার এমপি কেনেডি আগায়াপং

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানার সংসদ সদস্য কেনেডি আগায়াপং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর নিজের নাম পরিবর্তন করে তিনি শেখ ওছমান রেখেছেন। ইসলামকে শান্তি-সুখের ধর্ম হিসাবে আবিষ্কারের পর তিনি ধর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। আগায়াপং জানান, ২০১২ সালে তিনি গ্রেফতার হন। সে সময় কিছু মুসলিম যুবক-যুবতীকে তিনি পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে কয়েক মিটার দূরে তার মুক্তির জন্য গুরুত্ব সহকারে ইবাদত-দো'আ করতে দেখেন। তখন তিনি ইসলামের প্রতি আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। অতঃপর কিছুদিন তিনি পাকিস্তানে ছিলেন। সে সময় মুসলিম বন্ধুদের সঙ্গে বসবাস করে তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, ইসলাম প্রকৃতপক্ষে শান্তির ধর্ম এবং তা মানবিক গুণাবলী বিকাশে উৎসাহিত করে। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে ঘানা স্ট্যাটিকালিকাল সার্ভিসের আদমশুমারি অনুযায়ী ঘানাতে মুসলমানদের সংখ্যা ৪৫%।

বর্ধমানে অন্ধ মুসলিম দম্পতিকে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে বাধ্য করা হ'ল

অন্ধ দম্পতি, তবু মিলল না রেহাই। বাধ্য করা হ'ল 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগান দিতে। গত ২রা জুলাই আবুল বাশার (৬৭) ও তার বেগম বেদেনা বিবি (৬১) বর্ধমানের অন্ডালের চিটাডাঙ্গা এলাকায় পথ চলার সময় বেশ কিছু কট্টর হিন্দু সংগঠনের সদস্য তাদের ঘিরে ধরে এবং 'জয় শ্রী রাম' ও 'জয় মা তারা' শ্লোগান দিতে বাধ্য করে। ঘটনার ভিডিওটি মিডিয়ায় চলে আসার পর আম আদমি পার্টির বিধায়ক সঞ্জয় সিং সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।

মুসলিম জাহান

মসজিদে হারামে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ছাতা স্থাপিত হয়েছে

মসজিদে হারামে তাওয়াফের মূল স্থানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ছাতা স্থাপন করা হয়েছে। এতদিন সেখানে অতিরিক্ত গরমে বিশেষত দুপুরের সময় তাওয়াফ করা অসম্ভব না হ'লেও কষ্টকর হয়ে যেত। কিন্তু ছয়শ' টন ওযনের এই বৃহদায়তন ছাতাটি স্থাপন করার ফলে এখন তাওয়াফকারীদের জন্য তা খুবই উপকারী হবে। ছাতাটি জার্মানিতে ডিজাইন করা হয়েছে। যা সিসিটিভি ক্যামেরা, স্পিকার সিস্টেম, এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

এবার তিউনিসিয়ায় হিজাব নিষিদ্ধ!

উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ায় পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেকাব বা মুখ ঢেকে রেখে পর্দা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ চাহেদ এ নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। নতুন আইন অনুযায়ী, তিউনিসিয়ায় কেউ সরকারী, প্রশাসনিক ভবন, বা প্রতিষ্ঠানে মুখে পর্দা পরে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে এ নিষেধাজ্ঞা যেন সাময়িক হয় তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মানবাধিকার কর্মীরা।

তিউনিসিয়ার দীর্ঘ সময় ধরে শাসনক্ষমতায় থাকা বেন আলীর সময় তিউনিসিয়ায় হিজাব ও নেকাব নিষিদ্ধ ছিল। ২০১১ সালে বেন আলীর পতনের পর ইসলামিক পার্টি আন নাহদা ক্ষমতাসীন হ'লে উক্ত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত জুন মাসের শেষের দিকে দেশটির রাজধানী তিউনিসে আত্মঘাতী হামলায় দুই জনের মৃত্যু ও সাত জন আহত হয়। যার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ব্যাংক-এর প্রয়োজন নেই, ফেসবুকের মুদ্রাতেই হবে লেনদেন!

নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রার কথা ঘোষণা করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক। এর নাম দেয়া হয়েছে 'লিব্রা'। শুরুতেই ভিসা ও মাস্টারকার্ড-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ২৮টি কোম্পানীর সঙ্গে এই ডিজিটাল মুদ্রা নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে মার্ক জাকারবার্গের সংস্থাটি। তারা এই মুদ্রার পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি তা ব্যবহারে সম্মত হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চ হওয়ার আগে লিব্রা নিয়ে অন্তত ১০০টি সংস্থার সঙ্গে তাদের চুক্তি হবে বলে আশাবাদী ফেসবুক। আগামী বছরে লিব্রার কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানিয়েছে তারা।

উল্লেখ্য, এখনো বিশ্বের ১৭০ কোটি মানুষের কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। অথচ এদের একটা বড় অংশের কাছে স্মার্টফোন আছে। এই বিপুল অংশের মানুষের কাছে আর্থিক লেনদেনের পথ হিসাবে লিব্রাকে তুলে ধরার টার্গেট নিয়েছে ফেসবুক। এই ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবস্থায় আর্থিক লেনদেনের জন্য কোন ব্যাংকের প্রয়োজন নেই। স্মার্টফোন থেকে মুহূর্তে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে প্রায় কোন খরচ ছাড়াই অর্থ লেনদেন সম্ভব হবে। ফেসবুকের এই ডিজিটাল মুদ্রা সারা বিশ্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন আনতে চলেছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

কৃত্রিম সূর্য নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বোমা তৈরির চেষ্টায় চীন!

চীনের সরকারী সংবাদসংস্থা জিনহুয়ার দাবী অনুযায়ী চীনের দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশের রাজধানী শহর আনহুইয়ের হেফেইতে একটি গবেষণাগারে একদল বিজ্ঞানী সফলভাবে কৃত্রিম সূর্য বানাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অপর একদল বিজ্ঞানীর মতে, এর নেপথ্যে দেশটির পরিকল্পনা ভিন্ন। 'কৃত্রিম সূর্য' প্রকল্পের আড়ালে আসলে তারা হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও শক্তিশালী একটি বোমা বানাতে চাইছে। তাই ভারত সহ সব দেশই সেদিকে কড়া নযর রেখেছে।

চীনের বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন, ঐ নিউক্লিয়ার ফিউশন রিঅ্যাক্টারের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন তারা। সূর্যের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে যে তাপমাত্রা থাকে, তার থেকে প্রায় ছয়গুণ বেশি এই তাপমাত্রা। যদিও এখনও এই তাপমাত্রা বা শক্তিকে কীভাবে মওজুদ করা যায়, তা এখনো অধরা বিজ্ঞানীদের কাছে। তাদের আরো দাবী, মূলতঃ পৃথিবীতে যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা রয়েছে, তা মেটাতেই এই গবেষণা। কারণ গবেষণাগারে যে বিপুল পরিমাণ তাপমাত্রা তৈরি হয়েছে, তার সাহায্যে ১০ মিলিয়ন ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে, ভবিষ্যতে প্রায় ২০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তৈরির গবেষণার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সেই প্রকল্পে চীন ছাড়াও ইউরোপের একাধিক দেশ, আমেরিকা, ভারত, জাপান, রাশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো বিশ্বের একাধিক শক্তিধর দেশ যুক্ত। ঐ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনই মূল লক্ষ্য সব দেশের। ২০১৩ সাল থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৫ থেকে এই প্রকল্পে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে।

ডায়াবেটিসের প্রতিষেধক আবিষ্কার!

প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানীরা এমন একটি প্রতিষেধক খুঁজে পেয়েছেন যার মাধ্যমে টাইপ ১ ডায়াবেটিস দীর্ঘ দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে। ডায়াবেটিস গবেষণায় এই আবিষ্কারকে যুগান্তকারী বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সানফ্রান্সিসকোতে আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের সভায় উপস্থাপিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে ১৪ দিনের থেরাপিতে পরীক্ষামূলকভাবে 'টেপলিজুম্যাব' নামের এই এন্টিবডি প্রয়োগ করে দেখা গেছে, রোগের বিকাশ এক বছরেরও বেশি সময় বিলম্বিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে, অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক মানুষের উপরে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রোগের ক্ষেত্রেও সফল হয়েছে। এই গবেষণা ফলাফল নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অফ মেডিসিনেও প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণার সাথে যুক্ত বিজ্ঞানী লিজা স্পেন জানিয়েছেন, যাদের বংশগতভাবে ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা রয়েছে, তারা যদি এই ওষুধ খান, তবে তাদের ডায়াবেটিস দু'বছর বা তারও বেশি সময়ের জন্য পিছিয়ে দেওয়া বা ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে। বংশগত কারণে ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ৮ থেকে ৪৯ বয়সী ৭৬ জনের উপর একটি পরীক্ষা চালানো হয়। সেখানে এই নতুন ওষুধটি অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে বলে জানিয়েছেন লিজা।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- **ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।**
- **হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।**
- **মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।**
- **দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।**

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ২০১৯ সালের হজের পরেই যারা উমরা করতে চান তারা অতিসত্বর যোগাযোগ করুন

Contents

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯

নীতিমালা

নিম্নের ৮টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে ও ৮ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (নবীগণের পরিচয়, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর নবুঅতকাল, মৃত্যু ও কবর, খুলাফায়ে রাশেদীনের পরিচয়, হারামায়েন-এর পরিচয় ও কুতুবে সিত্তাহ : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬২)।*

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (১ম পারা এবং সূরা সাজদাহ, দাহর, হুজুরাত, ছফ ও লোকমান)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ছফফাত (১০০-১১১) আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ১১-১৮)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৭০ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (অঙ্ক), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (২৭-৫২ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ ও ৪৮ পৃ.)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ১-২০; শিশু অধিকার ১-৬ নং প্রশ্ন), ভাষা, বুদ্ধিমত্তা (ইংরেজী ৮১ পৃ.) এবং সংগঠন বিষয়ক (১-২০ নং প্রশ্ন)।

৬. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৭. আযান : ***(শুধু বালকদের জন্য)***

৮. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : ২৫ জন নবীর নাম : আরবী, বাংলা ও ইংরেজী।

৯. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের ৫নং নীতিবাক্য (আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি)।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

- প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
- ২০১৮ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।
- সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
- শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
- শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
- প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।
- রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হতে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৪ঠা অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১১ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ১৮ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ৭ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে। প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

যোগাযোগ : মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

দিনাজপুর ২১শে জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় দিনাজপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে সন্ত্রাস, মাদকতা ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আকবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

পুরন্দরপুর, মুজীবনগর, মেহেরপুর ২৮শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মুজীবনগর থানাধীন পুরন্দরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মুজীবনগর উপযেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

তাবলীগী সভা

চাঁদমারী, পাবনা ২১শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা সদর উপযেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তারিক হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

মহিষবাথান, রাজশাহী ২৫শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব শহরের মহিষবাথান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

মাসিক ইজতেমা

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ১৪ই মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর থানাধীন কেশরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ শিক্ষক ও ওলামা সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার।

হাড়ুপুর, রাজপাড়া, রাজশাহী ২৮শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার রাজপাড়া থানাধীন হাড়ুপুর-গোবিন্দপুর মারকাযুদ দাওয়াহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম রাব্বানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন ও উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ।

আতা নারায়ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২৮শে জুন শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর থানাধীন আতা নারায়ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ

পার্বতীপুর, দিনাজপুর ২০শে মে সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার পার্বতীপুর থানাধীন ঝাড়ুয়ার ডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ' -এর সভাপতি সাজ্জাদ হোসাইন তুহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

শুভরাজপুর, মেহেরপুর ৫ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন শুভরাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শুভরাজপুর এলাকার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক খলীলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য তরীকুয্যামান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সা'দ আহমাদ।

তেঁতুলবাড়িয়া, মেহেরপুর ৬ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গাংনী থানাধীন তেঁতুলবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাংনী উপযেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাসানুল্লাহর সভাপতিত্বে ও অত্র মসজিদের সভাপতি নূহ মাস্টারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য তরীকুয্যামান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সা'দ আহমাদ।

ছহীহ হজ্জ ও ওমরাহ প্রশিক্ষণ

পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা ২৮শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ এশা ঢাকার পুরানা মোগলটুলী ও মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে ছহীহ হজ্জ ও ওমরাহ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক

Contents

মুহাম্মাদ হাসান, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ তালহা ও বংশাল এলাকা 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক মুহাম্মাদ বাশীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ত্রিশালী।

যুবসংঘ

ধোপাখোলা, যশোর ২০শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন ধোপাখোলা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ধোপাখোলা এলাকার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডা. মঈনুদ্দীন হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল আলীম, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক আহমাদ হোসাইন প্রমুখ।

মহিষখোচা, আদিতমারী, লামলমণিরহাট ২১শে জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লামলমণিরহাট যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উল্লেখ্য, যুবসমাবেশে উপস্থিত দায়িত্বশীলদের মধ্যে সংগঠন বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অধিক নম্বর প্রাপ্ত ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

মহারাজপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর ৫ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় মহারাজপুর (বৃ-গরিলা) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাজেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমানবৃন্দ এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দের মাধ্যমে পাশ্ববর্তী ৭টি জুম'আ মসজিদে খুৎবা প্রদান করা হয়।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ১৬ই জুন রবিবার হ'তে ২৮শে জুন শুক্রবার পর্যন্ত বগুড়া ও গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

বগুড়া: গত ১৬ই জুন রবিবার বাদ মাগরিব তিনি বগুড়া যেলার সোনাতলা থানাধীন সুজাইতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা চামুরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৭ই জুন সোমবার বাদ যোহর শিকারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর হলিদাবাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৮ই জুন মঙ্গলবার বাদ মাগরিব শালিখা পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা মধুপুর-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১৯শে জুন বুধবার বাদ যোহর হুয়াকুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব নিশ্চিন্তপুর আহলেহাদীছ মসজিদে; ২০শে জুন বৃস্পতিবার সকাল ৯-টায় মিলনেরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। ২১শে জুন শুক্রবার তিনি শালিখা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

গাইবান্ধা-পূর্ব: ২২শে জুন শনিবার বাদ মাগরিব তিনি গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাঘাটা থানাধীন তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত বাজিতনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৩শে জুন রবিবার বাদ যোহর আমদিরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর দক্ষিণ আমদিরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত বারকোনা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৪শে জুন সোমবার বাদ যোহর বারকোনা মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর পশ্চিম পবনতইর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব ডাকবাংলা বাযার মাদ্রাসা জামে মসজিদে; ২৫শে জুন মঙ্গলবার বাদ আছর সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত চিনিরপটল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৬শে জুন বুধবার বাদ যোহর তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত হলদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বাদ আছর বেড়াগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব থৈকরেরপাড়া ১নং জাবালে নূর জামে মসজিদ; ২৭শে জুন বৃহস্পতিবার বাদ যোহর থৈকরেরপাড়া (বালুর ভিটা) ২নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব যোগীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৮শে জুন শুক্রবার বাদ ফজর তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত ধনারুহা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর হাট ভরতখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও বাদ মাগরিব মুক্তিনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। উল্লেখ্য, ধনারুহা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

আল-'আওন

কমিটি গঠন

পিরুজালী, গাযীপুর ২৮শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন পিরুজালী বর্তাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর যেলা আল-আওনের কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহম্মাদ আবুল বাশার ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে রেযাউল করীমকে সভাপতি ও রাসেল মাহমূদকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন গাযীপুর যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সোনাপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ ২৮শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মহাদেবপুর থানাধীন সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আল-আওনের যেলা কমিটি গঠন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ। অনুষ্ঠানে ডাঃ মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমানকে সভাপতি ও আব্দুল হালীমকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন নওগাঁ যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ৫ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার হরিপুর থানাধীন পশ্চিম বনগাঁও মাদরাসা মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে যেলা আল-'আওনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে আফতাবুদ্দীনকে সভাপতি ও মুয্যাম্মেল হককে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন ঠাকুরগাঁও যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

Contents

আল-'আওনের মানবসেবার কিছু দৃষ্টান্ত

১. চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৯শে মার্চ মঙ্গলবার : অদ্য আল-'আওনের একজন রদক্তাতা সদস্য নওগাঁর নেয়ামতপুরের রক্তদাতা আব্দুর রহীম চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদরের বাসিন্দা জনৈক দ্বীনী ভাইয়ের আবেদনে রক্ত দিয়েছেন। আবেদনকারীর স্ত্রীর রক্তের চাহিদা ছিল AB (-)। এই গ্রুপের রক্ত অত্যন্ত বিরল। এটা সংগ্রহ করতে তাঁকে একমাস খুঁজতে হয়েছে। দীর্ঘ একমাস পর তিনি আল-'আওনের সন্ধান পান এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আল-'আওন কর্তৃক বিরল গ্রুপের রক্ত পেয়ে তিনি যারপর নাই আনন্দিত হন। অতঃপর তিনি আল-'আওনের উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দো'আ করন। সেই সাথে আল-'আওনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। রাজশাহী ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নওপাড়া শাখায় চিকিৎসাধীন রোগী রক্ত পেয়ে নিজে ও তার বাচ্চা উভয়েই সুস্থ আছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

২. নাটোর ১২ই জুন বুধবার : অদ্য আল-'আওনের একজন রক্তদাতা সদস্য রাজশাহী মেডিকেলে রোগী দেখে বেরিয়ে আসছিলেন। সেই মুহূর্তে নাটোরের এক ব্যক্তির সাথে তার দেখা হ'ল। তিনি জানতে পারলেন তার মুমূর্ষ বোনের জন্য A(-) গ্রুপের রক্ত দরকার। ১লা জুন থেকে চেষ্টা করেও এই গ্রুপের রক্ত সংগ্রহ করতে পারেননি। এমতাবস্থায় আল-'আওন-এর ঐ দাতা তখনই এক ব্যাগ রক্ত দেন। রক্ত পেয়ে তিনি মন্তব্য করেন, বাংলাদেশে এই প্রথম এমন কোন সংস্থা দেখলাম, যারা মুমূর্ষ রোগী খুঁজে বের করে রক্ত দেয়। তিনি আরো বলেন, রক্ত যে মাদক মুক্ত হয় এটাও আমি আগে জানতাম না। অতঃপর তিনি আল-'আওনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

৩. নাটোর ৩রা মে'১৮ বৃহস্পতিবার : অদ্য আল-'আওন অফিসে ফোন আসে। ওপার থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে রক্তের আবেদন শুনতে পান আল-আওনের দায়িত্বশীল। তিনি বলেন, শত্রুতার কারণে রক্ত দেওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই মুমূর্ষ রোগীকে এলাকার কেউ রক্ত দিচ্ছে না। অবশেষে তারা অনেক খুঁজাখুঁজি করে আল-'আওনের সন্ধান পান। তার চাহিদা ছিল AB(+) গ্রুপের রক্ত। আল-'আওন ঐ মুমূর্ষু রোগীকে এক ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে দেয়। তারা রক্ত পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন এবং মন্তব্য করেন, বাংলাদেশে এ রকম মাদকমুক্ত রক্তদাতা সংস্থা আছে তা আমাদের জানা ছিল না, যারা নিঃস্বার্থভাবে রক্ত দিয়ে থাকেন। দেশে এরকম সংগঠন টিকে থাকা একান্ত প্রয়োজন। তারা আল-'আওনের সকলের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন।

৪. রাজশাহী : গত বছর রাজশাহী মেডিকেলের জনৈকা মহিলা ডাক্তার ক্যান্সারের অপারেশন করেছিলেন। অপারেশনের পরে ঐ রোগীর হঠাৎ ব্লিডিং শুরু হ'লে ডাক্তার আল-'আওনের কাছে রাত ১২-টায় ২ ব্যাগ B(+) রক্ত চান। ঐ গভীর রাত্রে রক্ত সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। ফলে আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এহসান এলাহি যহীর রক্ত প্রদান করেন। ২ ব্যাগ মাদকমুক্ত রক্ত পেয়ে রোগীর অবস্থা দ্রুত উন্নতি হয়। এই মহতী কাজের জন্য ঐ ব্যক্তি আল-'আওনের জন্য দো'আ করেন। এমনকি তিনি এখনও আল-'আওনের খোঁজ-খবর নেন ও এর অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঐ রোগী বর্তমানে সুস্থ আছেন ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন।

৫. রংপুর : রংপুর যেলা আল-'আওনের সভাপতি আবুল বাশার A(+) রক্ত দিতে জনৈক ডোনরকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। রক্ত দিচ্ছেন ঠিক সেই মুহূর্তে আরেক ভাই O(+) রক্ত খুঁজছিলেন। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিভাগের সবাই আল-'আওনকে চেনে। তাই তারা আল-'আওনের সভাপতির কাছে যেতে বলেন। সভাপতি পূর্ব থেকে B(+) রক্ত খুঁজছিলেন। এসময় আবেদনকারী এসে তার মুমূর্ষু রোগীর জন্য যরূরী ভিত্তিতে O(+) রক্ত চান। সভাপতি শুনে নিজেই রক্ত দিতে চাইলেন। অতঃপর তিনি আবেদনকারীকে বললেন, আপনার রক্তের গ্রুপ কী? তিনি বলেন B(+)। সভাপতি বললেন, আমার B(+) রক্ত দরকার। কিন্তু কোনভাবেই জোগাড় করতে পারছি না। অপনি কি এক ব্যাগ রক্ত দিবেন? তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই রাযী হ'লেন। এভাবে এক ব্যাগ রক্ত দিতে গিয়ে যথাক্রমে A(+), B(+) ও O(+) এই তিন ব্যাগ রক্ত তিনজন রোগীকে দেওয়া হ'ল। এ মহতী কাজের কারণে সকলেই তাদের জন্য দো'আ প্রাণখোলা দো'আ করল।

মারকায সংবাদ

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত জাতীয় ক্বিরাআত প্রতিযোগিতায় মারকাযের ছাত্রের কৃতিত্ব

গত ২৩শে মে'১৯ বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমী'-এর উদ্যোগে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় ক্বিরাআত (বাংলা তরজমাসহ) বিষয়ে 'ক' বিভাগে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র হাফেয আল-আমীন (গাযীপুর)। এজন্য তাকে গত ১২ই জুন বুধবার বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, শাহবাগ, ঢাকায় সনদপত্র ও পদক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে সে মহানগর, যেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে 'ক' বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেছিল।

এরশাদ আর নেই

সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসায়েন মুহাম্মাদ এরশাদ (৮৯) আর নেই (*ইন্না লিল্লাহি...*)। গত ২৭শে জুন তাঁকে সিএমএইচে ভর্তি করা হয় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ দিন সিএমএইচ-এর আইসিইউতে তাঁকে লাইফ সার্পোটে রাখা হয়।

এরশাদের প্রথম জানাযা ১৪ই জুলাই বাদ যোহর ঢাকা সেনানিবাসের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৫ই জুলাই সোমবার সকাল সাড়ে ১০-টায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় দ্বিতীয় জানাযা এবং বাদ আছর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে তাঁর তৃতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার যোগে বেলা পৌনে ১২-টার দিকে তার লাশ রংপুর ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছায়। অতঃপর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে বেলা ২টা ২৫ মিনিটে তাঁর শেষ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বিকাল পৌনে ৬-টায় রংপুর যেলা শহরে এরশাদের বাড়ি 'পল্লীনিবাসে'র লিচুবাগানে পিতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। এসময় ভাই জি এম কাদের, ছেলে শাদ এরশাদ, আত্মীয়-স্বজন এবং জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গাসহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মী এবং হাযার হাযার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন ও প্রেসিডেন্ট হন। অতঃপর বিরোধী দলসমূহের প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন এবং এভাবে তাঁর ৮ বছর ৮ মাস ১২দিনের শাসনের অবসান ঘটে। তিনি ১৯৩০ সালের ২০শে মার্চ কুড়িগ্রাম যেলার ফুলবাড়ী উপযেলায় নানার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল পশ্চিম বঙ্গের কুচবিহার যেলার দিনহাটা মহকুমা সদরে। তিনিই প্রথম সংবিধানে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসাবে সংযোজন করেন এবং দেশে 'উপযেলা' পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম শুক্রবারে সাপ্তাহিক ছুটির প্রবর্তন করেন এবং মসজিদের বিদ্যুৎ বিল মওকূফ করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী রওশন এরশাদ ও তার পুত্র সাদ এরশাদ (৩৫) ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বিদিশার প্রতিবন্ধীপুত্র এরিক এরশাদ (১৮)। এছাড়া তার পালিত পুত্র আরমান (২৫) ও পালিতা কন্যা জেবিন (৩৫)। যিনি বিবাহিতা ও লণ্ডন প্রবাসী।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : ছূফী মতবাদের জন্ম হয় কবে? ছূফীদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাইমিনুল হক, শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : ছূফী মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ। এটি রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের যুগে পরিচিত ছিল না। এমনকি হিজরী তৃতীয় শতক পর্যন্ত ছূফীবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেনি *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১১/০৫)*। হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক দর্শনের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে মা'রেফাতের নামে ছূফীবাদের সূচনা হয়। সর্বপ্রথম ইরাকের বছরা নগরীতে যুহ্দ বা দুনিয়া ত্যাগের প্রেরণা থেকে এটা শুরু হয়। প্রবল আল্লাহভীতি ও দুনিয়াত্যাগের বাড়াবাড়ি, সার্বক্ষণিক যিকর, আযাবের আয়াত পাঠে বা শুনে অজ্ঞান হওয়া বা মৃত্যু বরণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে শুরু হয় ছূফীবাদের যাত্রা। ছূফীবাদের পরিভাষায় এই অবস্থাকে 'হাল' বলে। তাদের আক্বীদাকে তিনটি মাযহাবে ভাগ করা যায়।

১- প্রাচ্য দর্শনভিত্তিক মাযহাব, যা দক্ষিণ এশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিকট থেকে এসেছে। এই মাযহাবের অনুসারী ছূফীরা মা'রেফাত হাছিল করার জন্য দেহকে চরমভাবে কষ্ট দিয়ে স্বীয় ক্বলবকে তাদের ধারণা মতে জ্যোতির্ময় করার চেষ্টা করে থাকে। প্রায় সকল ছূফীই এরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

২- খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে আগত মাযহাব, যা 'হুলূল' ও 'ইত্তেহাদ' দু'ভাগে বিভক্ত। হুলূল অর্থ 'মানুষের দেহে আল্লাহর অনুপ্রবেশ'। হিন্দু মতে 'নররূপী নারায়ণ'। ইরানের আবু ইয়াযীদ বিস্তামী *(মৃঃ ২৬১ হিঃ)* ওরফে বায়েযীদ বুস্তামী ছিলেন এই মতের হোতা। এই মাযহাবের অন্যতম নেতা হুসাইন বিন মনছূর হাল্লাজ *(মৃঃ ৩০৯ হিঃ)* নিজেকে সরাসরি আল্লাহ (আনাল হক্ব) বলে দাবী করায় মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

৩- ইত্তেহাদ বা ওয়াহদাতুল উজূদ বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শন বুঝায়, যা 'হুলূল'-এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে রূপ লাভ করে। এর অর্থ হ'ল আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। অস্তিত্ব জগতে যা কিছু আমরা দেখছি, সবকিছু একক এলাহী সত্তার বহিঃপ্রকাশ। এই আক্বীদার অনুসারী ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। এদের মতে মূসা (আঃ) -এর সময়ে যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা মূলতঃ আল্লাহকে পূজা করেছিল। কারণ তাদের দৃষ্টিতে সবই আল্লাহ। আল্লাহ আরশে নন, বরং সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজমান। অতএব, মানষের মধ্যে মুমিন ও মুশরিক বলে কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে বা পাথর, গাছ, মানুষ, তারকা ইত্যাদি পুজা করে, সে মূলতঃ আল্লাহকেই পুজা করে। সবকিছুর মধ্যে মুমিন আল্লাহর নূর বা জ্যোতির প্রকাশ রয়েছে। তাদের ধারণায় খৃষ্টানরা কাফের এজন্য যে, তারা কেবল ঈসা (আঃ)-কেই প্রভূ বলেছে। যদি তারা সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ বলত, তাহ'লে তারা কাফের হ'ত না। বলা বাহুল্য এটাই হ'ল হিন্দুদের 'সর্বেশ্বরবাদ'। তৃতীয় শতাব্দী হিজরী থেকে চালু এই সব কুফরী আক্বীদার ছূফী সম্রাট হ'লেন সিরিয়ার মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (মৃঃ ৬৩৮হিঃ)। বর্তমানে এই আক্বীদাই মা'রেফাতপন্থী ছূফীদের মধ্যে ব্যপকভাবে প্রচলিত। এদের দর্শন হ'ল এই যে, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হ'তে হবে যেন উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোন ফারাক না থাকে'। বলা বাহুল্য 'ফানাফিল্লাহ'-র উক্ত আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে কুফরী আক্বীদা। এই আক্বীদাই বর্তমানে চালু আছে।

মাসীবী বলেন, আমরা একদিন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম, জনৈক নাছীবী বলল, হে আবু আব্দিল্লাহ! আমাদের এলাকায় ছূফী নামে কিছু লোক রয়েছে, যারা অনেক খায়। এরপর ক্বাছীদাহ (দীর্ঘ কবিতা) আবৃত্তি করে এবং একপর্যায়ে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে যিকির শুরু করে। ইমাম মালেক বললেন, তারা কি শিশু? সে বলল, না। তিনি বললেন, তারা কি পাগলের দল? সে বলল, না বরং আলেম-ওলামা। তিনি বললেন, কোন মুসলমান এমনটি করে বলে জানি না *(কাযী ইয়ায, তারতীবুল মাদারেক ২/৫৩-৫৪; ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস ১/৩২৭)*। মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ দামেশকী বলেন, 'তিন শ্রেণীর মানুষের নিকট দ্বীন নিরাপদ নয়- ছূফী, গল্পকার ও বিদ'আতী' *(কাযী ইয়ায, তারতীবুল মাদারেক ৩/২২৬)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, কোন লোক যদি দিনের প্রথম প্রহরে ছূফী মতবাদ গ্রহণ করে তাহ'লে তুমি তাকে যোহরের সময় হ'তে না হ'তেই একেবারে আহম্মক অবস্থায় পাবে *(বায়হাক্বী, মানাক্বিবুশ শাফেঈ ২/২০৭)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ছূফী মতবাদে ঢুকে থাকবে সে আর কখনো সুস্থ আক্বীদায় ফিরতে পারবে না' *(ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস ১/৩২৭)*। তিনি আরো বলেন, আমি ছূফীদের সংস্পর্শে গিয়ে কেবল দু'টি বিষয়ে উপকৃত হয়েছি। তারা বলে, 'সময় তরবারী তুল্য। তুমি যদি তাকে না কাটো তাহ'লে সে তোমাকে কাটবে। আর তুমি যদি আল্লাহকে নিয়ে ব্যস্ত না হও, তাহ'লে বাতিল তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবে' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ৩/১২৪)*। আবু যুর'আকে ছূফী হারেছ মুহাসেবী ও তার কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'তোমরা অবশ্যই এই কিতাবগুলো থেকে দূরে থাকবে। কারণ সেগুলো বিদ'আত ও ভ্রষ্টতায় ভরপুর। তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল হাদীছের অনুসরণ করা। তাতে তোমরা এমন কিছু পাবে, যা তোমাদের জন্য যথেষ্ট *(যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ১/৪৩১)*। আবুবকর তুরতুশী বলেন, 'ছূফী মাযহাব বাতিল এবং মূর্খতা ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ। কেবল আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের হাদীছের মধ্যে ইসলাম রয়েছে' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা ত্বোয়াহা ৯০ আয়াত, ১১/২৩৮)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, ছূফী তরীকা সত্য থেকে অনেক দূরে, মানুষের

Contents

জন্য অনুপযোগী ও সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক *(তাফসীরে কুরতুবী ১১/২৩৮)*।

এছাড়া ইবনু তায়মিয়াহহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনু কুদামাহ, যাহাবী, ইবনুল জাওযী (রহঃ) সহ বহু বিদ্বান উক্ত মতবাদের সমালোচনা করে স্বতন্ত্র গ্রন্থ সমূহ রচনা করেছেন *(বিস্তারিত দ্র. দ্রঃ দরসে কুরআন, মা'রেফতে দ্বীন, আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৯; আব্দুর রহমান আল-ওয়াকীল, হাযিহী হিয়াছ ছূফিয়াহ, ১-১৮৮ পৃ.; ড. সাঈদ আব্দুল আযীম জামীল গাযী, আছ-ছূফিয়াহ)*।

সুতরাং ছূফীদের মধ্যে যারা বিশেষত হুলূল ও ইত্তেহাদ তথা অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদা পোষণ করে এবং সেমতে আমল করে, যা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত সেসব ইমামের পিছনে জেনেশুনে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে না।শ

প্রশ্ন (২/৪০২) : শিশুদের প্রতি কি পিতা-মাতারও বদ নযর লাগে? কেউ কেউ পিতা-মাতাকেও অভিযুক্ত করে থাকে। এভাবে কারু নযর লাগলে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি?

-নাজমুল হুদা, সিএ্যান্ডবি ঘাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সাধারণতঃ পিতা-মাতার বদ নযর লাগে না। কেননা বদ নযর মানুষের খারাপ ইচ্ছা থেকে হয়ে থাকে। আর পিতা-মাতা কখনো সন্তানের অকল্যাণ বা খারাপ কিছু চান না। সুতরাং পিতা-মাতাকে অভিযুক্ত করা অন্যায় হবে। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৎ মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময় কাউকে অধিক ভালোলাগার দরুন তার সম্পর্কে কোন ভাল মন্তব্যের কারণেও বদ নযর লাগতে পারে। যেমন সাহল ইবনু হুনায়েফ (রাঃ)-এর পুত্র আবু উমামাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন 'আমের ইবনু রবী'আহ (রাঃ) সাহল ইবনু হুনায়েফ (রাঃ)-কে গোসল করতে দেখলেন এবং (তার মসৃণ দেহ দেখে) বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম! আজকের মতো আমি কোনদিন দেখিনি এবং পর্দার আড়ালে রক্ষিত (কুমারী মেয়ের) কোন চামড়াও (সাহল-এর চামড়ার মতো) এরূপ সুন্দর দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর (তার মুখ হ'তে এ শব্দগুলো বের হওয়ার সাথে সাথে) সাহল বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। (এ অবস্থায়) তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আনা হ'ল। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি সাহল ইবনু হুনায়েফ-এর জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন? আল্লাহ্র কসম! সে তো তার মাথা উঠাতে পারছে না। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কাউকে তার সম্পর্কে অভিযুক্ত করো? লোকেরা বলল, আমরা 'আমের ইবনু রাবী'আহ-এর ওপর সন্দেহ করি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'আমেরকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করে বললেন, তোমাদের কেউ তার আরেক ভাইকে কেন হত্যা করে? তুমি তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলে না কেন? তুমি (তোমার শরীরের কিছু অঙ্গ) সাহল-এর জন্য ধুয়ে দাও। তখন 'আমের নিজের মুখমণ্ডল, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত, উভয় পা হাঁটু হ'তে পাতা এবং ইযারের ভিতরের অঙ্গ ধুয়ে পানিগুলো একটি পাত্রে নিলেন। অতঃপর সে পানি সাহল-এর উপর ঢেলে দেয়া হ'ল। তাতে সাহল সুস্থ হয়ে লোকজনের সাথে হেঁটে আসলেন, যেন তাঁর শরীরে কোন কষ্টই ছিল না *(ইবনু মাজাহ হা/)৩৫০৯; মিশকাত হা/৪৫৬২; ছহীহুল জামে' হা/৪০২০)*।

কখনো জিনেরও বদ নযর লাগতে পারে। যেমন উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখলেন যে, তার চেহারা মলিন (জিনের নযর লেগেছে)। তখন তিনি বললেন, তাকে ঝাড়-ফুঁক করাও, কেননা তার উপর নযর লেগেছে *(বুখারী হা/৫৭৩৯; মিশকাত হা/৪৫২৮)*। এক্ষণে কোন মানুষকে বা শিশুকে ভালো লাগলে বলবে 'বারাকাল্লাহু লাকা' অথবা 'আলায়কা' তাহ'লে বদ নযর লাগবে না। আর যদি কাউকে বদ নযর লেগে যায়, তাহ'লে বলবে, *(বিসমিল্লাহি আরক্বীকা, মিন কুল্লে শাইয়িন ইউযীকা)* 'আল্লাহ্র নামে আমি তোমাকে ফুঁক দিচ্ছি ঐ সকল বস্তু থেকে, যা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে' *(মুসলিম হা/২১৮৬; মিশকাত হা/১৫৩৪)*। অথবা সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে রোগী নিজে অথবা তার হাত ধরে অন্য কেউ যতদূর সম্ভব সারা দেহে বুলাবে *(বুখারী হা/৪৪৩৯; মুসলিম হা/২১৯২; মিশকাত হা/১৫৩২)*।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : কুরআন খতমের বিশেষ কোন দো'আ পাঠ বা দলবদ্ধ মুনাজাতের নিয়ম আছে কি? কুরআনের মুছহাফে যে সকল দো'আ লেখা থাকে, সেগুলোর কোন ভিত্তি আছে কি?

-বদীউয্যামান, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কুরআন খতম শেষে বিশেষ কোন দো'আ পাঠ করা বা দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করার বিশুদ্ধ দলীল পাওয়া যায় না। কেবল আনাস (রাঃ) থেকে একটি আছার পাওয়া যায় যে, তিনি যখন কুরআন খতম করতেন, তখন তাঁর সন্তানাদি এবং পরিবারের লোকজনকে একত্রিত করতেন এবং তাদের জন্য দো'আ করতেন *(দারেমী হা/৩৪৭৪, ৩৪৮২; সিলসিলাতুল আছারিছ ছহীহাহ হা/১৪২)*। অতএব এসময় একাকী যে কোন দো'আ পাঠ করা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশে কুরআনের মুছহাফে যে সকল দো'আ লিপিবদ্ধ থাকে, সেগুলো মাসনূন দো'আ নয়; বরং পূর্বযুগের কোন আলেমের তৈরীকৃত।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : আমাদের এলাকায় অনেকে ভাগা কুরবানী দেয়। অনেকে একটা ছাগল ও একটা ভাগা দেয়। এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান কি?

-আরিফুল ইসলাম, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।

উত্তর : কুরবানী হ'ল ইব্রাহীমী সুন্নাত। যেখানে একটি পশুই নির্ধারিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম মুক্বীম অবস্থায় সর্বদা পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু কুরবানী করেছেন। তবে কেবল সফর অবস্থায় কুরবানীতে শরীক হওয়া যাবে। যেমন (ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় ঈদুল আযহা উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম' *(তিরমিযী হা/৯০৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৯)*। সম্ভবতঃ তাঁরা ঐ সময় কোন শহরে অবস্থান করছিলেন *(মিরক্বাত)*। (খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরে উট ও গরুতে সাত জন করে শরীক হয়েছিলাম *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)*। (গ) তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর

সাথে (১০ম হিজরীতে) হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন' *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)*।

সফরে সাত বা দশজন মিলে একটি পরিবারের ন্যায়। যাতে গরু বা উটের ন্যায় বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বণ্টন সহজ হয়। কুরবানী হ'ল একটি ইবাদত। যা রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সম্পন্ন করা অপরিহার্য। যেটা তিনি করেননি সেটা করার মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল হবে?

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : আমার মা তার পিতার সম্পত্তি হ'তে বেশ কিছু জমি পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার পিতা তা বিক্রয় করে ভোগ করে ফেলেছেন। কথা দিয়েছিলেন মাকে তার সম্পত্তি হ'তে কিছু লিখে দিবেন। কিন্তু পরে দেননি। বরং আমার মায়ের সম্মতিতে তার প্রাপ্য পুরো সম্পত্তি তিন মেয়ের নামে লিখে দেন। আমার চাচাতো ভাইয়েরা জীবিত আছেন। এক্ষণে আমার পিতার কর্মের বৈধতা জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মেহেরপুর।

উত্তর : সম্পত্তি বণ্টন ইসলামী বিধান মোতাবেক হতে হবে। যেহেতু ইসলামে মীরাছ বণ্টনের বিধান মৃত্যুর পর, অতএব প্রশ্নোল্লেখিত ক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রাপ্য স্থাবর সম্পত্তি তার মেয়েদের নামে লিখে দেয়া বৈধ হয়নি; যদিও তা স্ত্রীর সম্মতিতে হয়েছে। এক্ষণে স্বামীর কর্তব্য হ'ল, প্রথমে তার স্ত্রীর ঋণ পরিশোধ করা। অতঃপর স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিয়ম মাফিক তার কন্যাগণ ও অন্য অংশীদারগণ তাদের স্ব স্ব প্রাপ্য বুঝে নিবেন *(ফাতাওয়া ইবনু হাজার হায়তামী ৫/৪৪)*। উল্লেখ্য যে, পিতা তার কন্যাদের সমানহারে প্রয়োজন মাফিক কিছু দান করতে পারেন। যেমন তিন বোনকে তিনটি বাড়ি করে দেওয়া ইত্যাদি। তবে অন্য শরীকদের ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা করা যাবে না (*বুখারী হা/২৫৮৬; মুসলিম হা/১৬২৩; মিশকাত হা/৩০১৯*)।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : অনেকে তার কৃতকর্মের ভুল বুঝতে পেরে তাবলীগে গিয়ে বা হজ্জ করে ভালো হয়ে গেছে। এক্ষণে তার পূর্বের পাপের হিসাব কি দিতে হবে, নাকি আল্লাহ মাফ করে দিবেন? ঘুষের টাকা দান করলে কোন ছওয়াব পাবে কি?

-সেলিম হাসান চৌধুরী, খলিশাকুণ্ডি, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : পূর্বের পাপ যদি আল্লাহ্র হক বিষয়ে হয়, যেমন ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি আদায় না করা, তাহলে আল্লাহ্র নিকট খালেছ তওবা করলে আল্লাহ মাফ করবেন। শর্ত হল অনুতপ্ত হওয়া, ঐকাজ পরিত্যাগ করা এবং পুনরায় ঐ কাজ না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকা। আর যদি সেটি বান্দার হক সম্পর্কিত হয়, তাহলে উপরে তিনটির সাথে চতুর্থ শর্তটি হ'ল বান্দার হক বুঝে দেওয়া। তবেই তওবা কবুল হবে; নইলে নয় *(নববী, রিয়াযুছ ছালিহীন, ১/১৪ পৃ.; উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২/১৫৩-১৫৪ পৃ.)*। আর বান্দার হক ফিরিয়ে দেওয়ার পর অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ নেকীর আশা ছাড়াই ছাদাক্বা করে দিতে হবে। যদিও এই ছাদাক্বায় পরকালে তার কোন উপকার হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩০৮)*।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : আমার কাছে কয়েক মন ধান ও চাউল রয়েছে। এক্ষণে আমি উক্ত ধান বা চাউল দ্বারা সম্পদের যাকাত দিতে চাই। এটি কি জায়েয হবে, নাকি টাকা দিয়েই আদায় করতে হবে?

-সাইফুল ইসলাম, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : মালের যাকাত অর্থমূল্য দিয়েই প্রদান করতে হবে। খাদ্যবস্তু বা অনুরূপ কিছু দিয়ে জায়েয নয় *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৩০৩ পৃ.)*। অতএব উক্ত ধান বা চাউল দিয়ে যাকাত প্রদান করা যাবে না। বরং তা থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে যাকাত দিতে হবে। তবে বিশেষ কারণ দেখা দিলে যেমন কোন ব্যক্তি পাগল বা কমবুদ্ধিসম্পন্ন হ'লে তাকে প্রয়োজনবোধে অর্থের পরিবর্তে পোষাক বা অনুরূপ বস্তু যাকাত হিসাবে দেয়া যেতে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৫/৮২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : কয়েক বছরের জন্য জমি লীজ নিয়ে ফলদ বৃক্ষ রোপন করে লাভবান হওয়া যাবে কি?

-নাজীদুল্লাহ, কলাবাগান, নজিপুর, নওগাঁ।

উত্তর : জমি ভাড়া নিয়ে যেকোন ফল বা ফসল আবাদ করা যায়। কারণ জমি ভাড়া নেওয়া হয় চাষ করার জন্য। সুতরাং লীজগ্রহীতা যেকোন ফসল বা ফলদ বৃক্ষ রোপন করে উপকৃত হ'তে পারে। ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনু আক্বীল, উছায়মীনসহ একদল বিদ্বান কয়েক বছরের জন্য ফলের বাগান ক্রয়-বিক্রয়কে শরী'আত সম্মত বলেছেন *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩০/১৫১-৫২; ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ৫/১৯৯-২০১, ৩/২১১-২১৫; যাদুল মা'আদ ৬/২০৩-২০৮; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৮৪-৮৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করে কুরবানী করা যাবে কি?

-আহমাদুল্লাহ, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি পৃথক ইবাদত। কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমল ছিল না। তাছাড়া দু'টি ইবাদত পৃথক উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে *(আলোচনা দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মির'আত ২/৩৫১ ও ৫/৭৫; হায়তামী, তুহ্ফাতুল মুহ্তাজ ৯/৩৭১)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : ঈদুল আযহার দিন ফকীর-মিসকীনরা যে গোশত পায়, সেগুলো তারা বিক্রি করে। উক্ত গোশত ক্রয় করা যাবে কি?

-নূরুল ইসলাম, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : কুরবানীর গোশত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তাঁর কুরবানীর উটগুলোর নিকট দাঁড়াতে এবং এগুলোর গোশত, চামড়া, ভূঁড়ি ইত্যাদি ছাদাক্বা করে দিতে আদেশ করলেন। তিনি গোশত দ্বারা কসাইয়ের মজুরী দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তার মজুরী পরিশোধ করে দেব' *(বুখারী হা/১৭১৭; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮)*। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন, কুরবানীর চামড়া, গোশত এবং কুরবানীর প্রাণীর কোন অংশ বিক্রয় করা যাবে না

(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৭/৪৭২-৭৩)। এর অর্থ এটা নয় যে, কুরবানীর কিছুই নিজে খাওয়া যাবে না। বরং নিজেরা খাবে, দান করবে ও সংরক্ষণ করবে। তবে এ দিয়ে ব্যবসা করা যাবে না। যদিও তা ফকীর-মিসকীনের মালিকানায় চলে যায়।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : ওযনে কুরবানী কেনা যাবে কি?

-তাওয়াবুল হক, ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : ওযনে কুরবানীর পশু ক্রয়ে বাধা নেই। তবে ওযন বৃদ্ধির জন্য কোন প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৩৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/২৯০)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : সমাজে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে একজন কাঠুরিয়ার স্ত্রী। এর কোন সত্যতা আছে কি? যদি সত্য হয়, তবে কোন কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে?

-আব্দুর রহীম, ষষ্ঠীতলা, যশোর।

উত্তর : এই কাহিনীর কোন ভিত্তি নেই। কুরআন, হাদীছ এমনকি কোন ইতিহাস গ্রন্থেও এমন ঘটনা পাওয়া যায় না। হাদীছে এসেছে যে, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) *(মুসলিম হা/১৯৭; আহমাদ হা/১২৪৪২; ছহীহুল জামে' হা/১৪৫০, ১৪৫৯, ৭১১৮)*। আর চারজন নারীকে জান্নাতী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। তারা হ'লেন, খাদীজা, ফাতিমা, মারিয়াম এবং আসিয়া *(আহমাদ হা/২৬৬৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০১০)*। এছাড়া আনাস (রাঃ)-এর মাতা উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান (রাঃ)-এর জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করতেই দেখলাম আবু তালহার স্ত্রী রুমাইছা তথা উম্মু সুলাইমকে *(বুখারী হা/৩৬৭৯; মুসলিম হা/২৪৫৭)*। তিনি এমন একজন মহিলা ছিলেন, যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হ'লে তিনি হবু স্বামী আবূ তালহাকে শর্ত দেন যে, তাকে ইসলাম কবুল করতে হবে এবং সেটাই হবে তাঁর জন্য মোহরানা। এভাবে আবূ তালহার ইসলাম গ্রহণই ছিল তাঁর জন্য মোহরানাস্বরূপ *(নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/৫৪৭৮)*। তিনি ওহোদ ও হুনায়েনের যুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। অসম সাহসী ও ধৈর্যশীলা নারী হিসাবে তিনি ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৩০৪)*। তবে এ সকল নারীদের মধ্যে প্রথম কে জান্নাতে যাবে সে ব্যাপারে ছহীহ কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : ছেলের পরিবারের উপস্থিতিতে একটি বিয়ে সম্পন্ন হয়। তবে মেয়ের পিতা, ভাইসহ পরিবারের কেউ এতে রাযী ছিল না। কিন্তু মেয়ের চাচা অলী হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে বিবাহ দেয়। এক্ষণে এ বিয়ে কি বৈধ হয়েছে? পিতার বর্তমানে অন্য কেউ অলী হ'তে পারে কি?

-আফযাল হোসাইন, বাগডোব, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। কারণ পিতার উপস্থিতিতে অন্য কেউ অলী হ'তে পারে না। আর অলী ছাড়া বিবাহ বাতিল হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা যদি অলীর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করে তাহ'লে তার ঐ বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩১ ও ৩১৩০)*। তিনি আরো বলেন, 'অলী' ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হয় না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ন্যায়নিষ্ঠ দু'জন সাক্ষী এবং বিবেকবান একজন 'অলী' ব্যতীত বিবাহ হয় না *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪ হাদীছ 'মওকূফ' ছহীহ)*। অলী হচ্ছেন পিতা, দাদা, পুত্র, ভ্রাতা, চাচা এবং এভাবে পুরুষ নিকটাত্মীয়গণ। অতঃপর দেশের প্রশাসন *(আবূদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১৩১, হাদীছ ছহীহ; ফাতাওয়া হাইয়াতুল কিবারিল ওলামা ২/৬২৭ পৃ.)*। এক্ষণে পিতা রাযী থাকলে তার উপস্থিতিতে উক্ত বিবাহ নবায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : এক মেয়ে পরিবারের অমতে বিবাহ করার প্রস্তুতি নেয়। বিবাহের পূর্বমুহূর্তে পিতা উপায়ান্তর না দেখে তাকে মোবাইলে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করে। এক্ষণে উক্ত বিবাহ কি অলীর অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে, না কি নতুনভাবে বিয়ে পড়াতে হবে?

-আব্দুল খালেক, সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত বিবাহ অলীর অনুমতি সাপেক্ষেই হয়েছে। কারণ পিতা অসন্তুষ্ট থাকলেও অনুমতি দিয়েছেন। যেকোন মাধ্যমে অনুমতি দিলে তা রাযী থাকারই লক্ষণ।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : ঈদায়েনের ১২ তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা সহ না ব্যতীত? এ বিষয়ে বিধান কি?

-আবুল হাশেম, বড়পেটা, আসাম।

উত্তর : ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'অন্যান্য ছালাতের ন্যায় তাকবীরে তাহরীমার পরে দো'আয়ে ইস্তেফতাহ ('ছানা') পাঠের পর তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে রুকূ ব্যতিরেকে সাত তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বওমার তাকবীর বাদে পাঁচ তাকবীর দিবে' *(নববী, রওযাতুত ত্বালেবীন 'ছালাতুল ঈদের বিবরণ' অধ্যায় ২/৭১ পৃ.)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত' *(মির'আত ৫/৪৬ পৃ.)*। কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। যা সকল ছালাতেই দিতে হয়। আর এগুলি হ'ল অতিরিক্ত বা নফল তাকবীর। যা কেবল ঈদের ছালাতে দিতে হয়।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : চুলে কালো রং করা কি হারাম? একটি গ্রন্থে লেখা হয়েছে হাসান-হোসাইন (রাঃ) সহ বেশ কয়েকজন ছাহাবী কালো খেযাব লাগাতেন। এক্ষণে বর্তমানে আমার বয়স মাত্র ২৫ বছর। কিন্তু হরমন বা শারীরিক কোন কারণে চুল প্রায় সবই সাদা হয়ে গেছে। এমতবস্থায় আমার জন্য চুলে কালো রং করা বা কলপ লাগানো জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-নোমান, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : বর্তমানে উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে অপ্রাপ্ত বয়সেও চুল পেকে যাচ্ছে। এর জন্য চিকিৎসা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কালো রং দ্বারা কলপ করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, 'শেষ যামানায় একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কাল খেযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫২, 'চুল আঁচড়ানো*

Contents

অনুচ্ছেদ)। ইবনু মাজাহ্তে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা এবং শত্রুর হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করার জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি 'মুনকার' ও 'যঈফ' *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭২৯; সিলসিলা যঈফা হা/২৯৭২)*। এছাড়া ওমর, আলী, হাসান, হুসাইন, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ, ওছমান, মুগীরা বিন শু'বা প্রমুখ কালো কলপ ব্যবহার করতেন মর্মে যেসকল বর্ণনা এসেছে তার সবগুলো যঈফ ও মুনকার *(হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, তাহযীবুস সুনান ২/২৮৪)*। প্রখ্যাত তাবেঈ আত্বা বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কোন ছাহাবীকে কালো কলপ লাগাতে দেখিনি। বরং তারা হলুদ মেহদী দ্বারা খেযাব লাগাতেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫৫২৪)*।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : আশূরার দিনের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাই।

-আব্দুল আহাদ, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : আশূরা তথা মুহাররম মাসের দশম দিন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যেকোন সৎকর্ম করা যায়। ছিয়াম পালন করা, তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করা ইত্যাদি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রামাযানের ছিয়ামের পর মুহাররমের ছিয়ামই হ'ল শ্রেষ্ঠ ছিয়াম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯)*। অন্য হাদীছে আছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকটে আমার আশা যে, আশূরার ছিয়াম পালন করলে পূর্ববর্তী এক বছরের গোনাহ মাফ করে দিবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : খোলা তালাক গ্রহণকারীর জন্য কোন রাজ'আতের ব্যবস্থা আছে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, ভুগরইল, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : খোলা' তথা বিবাহ বিচ্ছেদ যা নারীর পক্ষ থেকে হয় স্বামী থেকে মোহর বা মোহরের অংশবিশেষ ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, এটি তালাক নয়। সেজন্য এখানে রাজ'আতের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে এক তুহুর ইদ্দত পালন শেষে উভয়ে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১৫৩; আল-ইস্তিযকার ৬/৮২; বিদায়াতুল মুজতাহিদ ৩/৮২; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৫০-৪৭০)*।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : আমার পিতা কিছুদিন পূর্বে মারা গেছেন। আমার দাদা আমার পিতার আক্বীক্বা দেননি। তিনি নিজেও নিজের আক্বীক্বা করেননি। এক্ষণে আমরা তার আক্বীক্বা দিতে পারব কি?

-আশরাফুল ইসলাম, লালমাটিয়া, ঢাকা।

উত্তর : আক্বীক্বা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সন্তানদের জন্য মৃত পিতা-মাতার পক্ষে আক্বীক্বা করার কোন দলীল নেই। সুতরাং এভাবে আক্বীকা করার আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা যাবে কি?

-আতীকুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নামে পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত হিসাবে তাঁর জন্য পৃথক একটি দুম্বা কুরবানী দিয়েছেন বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত যঈফ *(আহমাদ হা/১২৭৮; আবূদাঊদ হা/২৭৯; মিশকাত হা/১৪৬২)*। মূলত কুরবানীর বিধান কেবল জীবিত ব্যক্তির জন্য। কেউ যদি কুরবানীর পূর্ব মুহূর্তে মারা যায় তাহ'লে তার উপর থেকে বিধান রহিত হয়ে যাবে। অতএব মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা সুন্নাত নয় *(উছায়মীন, আহকামুল উযহিয়াহ ১/৩-৪)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : আমি আমার প্রথম স্বামীর সাথে ২০ বছর সংসার করার পর আমাদের সংসার ভেঙ্গে যায়। সেখানে আমার একটি সন্তানও আছে। পরবর্তীতে যার সাথে আমার বিবাহ হয়, সে ১ বছরের মাথায় আমাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এরপর প্রায় ৮-১০ বছর পার হয়েছে। এক্ষণে আমি প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইলে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পাহাড়পুর, নওগাঁ।

উত্তর : নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী চার বৎসর অপেক্ষা করার পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। ওমর (রাঃ) এরূপ ফায়ছালা দিয়েছিলেন *(বায়হাক্বী হা/১৫৩৪৫; মুহাল্লা ৯/৩১৬ পৃ.)*। প্রশ্ন অনুযায়ী স্বামী হারিয়ে যাওয়ার পর ৮-১০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব উক্ত স্ত্রী আদালতের অনুমতিক্রমে নতুন মোহরের বিনিময়ে বিবাহ সম্পন্ন করে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারে। এছাড়া যদি দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, তাহ'লে চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন শেষে প্রথম স্বামীর নিকট বিবাহের মাধ্যমে ফিরে যাবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২/১০৫)*।

অথবা আদালতের মাধ্যমে মোহরানা ফেরৎ দানের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বামীকে 'খোলা' প্রদান করে এক হায়েয ইদ্দত পালন শেষে নতুন মোহরের বিনিময়ে বিবাহ সম্পন্ন করে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারে।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : সরকার ও স্কুল কর্তৃপক্ষের নিয়ম হ'ল চাকুরীরত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ানো যাবে না। এক্ষণে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অগোচরে প্রাইভেট পড়িয়ে আয় করলে উক্ত আয় কি হালাল হবে?

-মোবারক হোসাইন
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যাণ্ড কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : সরকারের কোন সিদ্ধান্ত যদি শরী'আত বিরোধী না হয় এবং নাগরিকদের প্রতি যুলুম না হয়, তবে তা মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য *(নিসা ৪/৫৯)*। অতএব সরকারের উক্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা জায়েয হবে না' *(আবূদাঊদ হা/৩৫৯৪; তিরমিযী হা/১৩৫২; মিশকাত হা/২৯২৩)*।

তবে সরকারী সিদ্ধান্ত যদি জনকল্যাণকর না হয় তাহ'লে প্রকাশ্যে আনুগত্য পোষণ করে গোপনে তার বিপরীত করতে পারে। হাফেয ইবনু হাজার হায়তামী বলেন, রাষ্ট্র যে নির্দেশ দেয় তাতে যদি ব্যাপক কল্যাণ না থাকে তাহ'লে তা পালন করা ওয়াজিব নয়। তবে সরকারী ফিৎনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রকাশ্যে পালন করবে মাত্র (তোহ্ফাতুল মুহতাজ ৩/৭১)।

Contents

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : বিতর ছালাতের পরে আর কোন ছালাত আছে কি?

-ইকরামুল হোসাইন, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর : বিতর ছালাতকে রাতের শেষ ছালাত হিসাবে আদায় করা উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা রাতের শেষ ছালাত হিসাবে বিতর আদায় কর' *(বুখারী হা/৯৯৮; মুসলিম হা/৭৫১; মিশকাত হা/১২৫৮)*। তবে বিতর ছালাত আদায়ের পরেও নফল ছালাত আদায় করা যায়। সেক্ষেত্রে তার প্রথম বিতরটিই যথেষ্ট হবে। কারণ এক রাতে দু'বার বিতর আদায়ের বিধান নেই *(তিরমিযী হা/৪৭০; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৬৭)*। ক্বায়েস ইবনু ত্বালক্ব (রহঃ) বলেন, একদা রামাযান মাসে ত্বালক্ব ইবনু আলী (রাঃ) আমাদের সাথে দেখা করতে এসে সন্ধ্যা অতিবাহিত করেন এবং ইফতার করেন। অতঃপর রাতে আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ ও বিতর ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি নিজেদের মসজিদে গিয়ে তার সাথীদেরকে নিয়ে পুনরায় ছালাত আদায় করেন। অতঃপর বিতর ছালাতের জন্য এক ব্যক্তিকে সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে বলেন, তোমার সাথীদেরকে বিতর পড়াও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, এক রাতে দু'বার বিতর হয় না' *(আবূদাঊদ হা/১৪৩৯; ইবনু হিব্বান হা/২৪৪৯)*। অতএব বিতরের পর কেউ ছালাত আদায় করতে চাইলে করতে পারে *(ছহীহাহ হা/১৯৯৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

এছাড়া কোন কারণে ঘুম না ভাঙ্গার আশংকা থাকলে রাতের প্রথম ভাগে বিতর ছালাতের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে সেটাই তার রাত্রির নফল ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হবে *(দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : যারা বান্দার হক নষ্ট করে তাদের পরিণতি কি হবে? তাদের ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত কবুল হবে কি?

-আব্দুল মালেক, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বান্দার হক বিনষ্টকারীগণ ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক অসহায় ও নিঃস্ব হিসাবে গণ্য হবে। তাদের ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদত কবুল হবে। তবে তার ইবাদতগুলোর ছওয়াব যেসব মানুষের অধিকার নষ্ট করেছে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর যুলুম করেছে সে যেন তা থেকে আজই মাফ চেয়ে নেয়, তার ভাইয়ের জন্য তার কাছ থেকে নেকী কর্তন করে নেওয়ার পূর্বে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোন দীনার বা দেরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকী না থাকে তবে তার (মযলূম) ভাইয়ের গোনাহ এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে *(বুখারী হা/৬৫৩৪)*। তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারু উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারু মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*।

জাবের (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কোন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ তার উপর কোন জাহান্নামবাসীর দাবী অবশিষ্ট থাকবে। আর কোন জাহান্নামবাসীও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ তার উপর কোন জান্নাতবাসীর দাবী অবশিষ্ট থাকবে। আমি বললাম, সে দাবী কিভাবে মিটমাট করবে, যেখানে আমরা সকলে উত্থিত হব আল্লাহ্র সমীপে সহায়-সম্বলহীনভাবে? তিনি বলেন, নেকী ও গোনাহ দ্বারা' *(আহমাদ হা/১৬০৪২; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭০; ছহীহুত তারগীব হা/৩৬০৮)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : আমি বিদেশে গবেষণারত। এখানে পশু কুরবানীর সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে আমি কি নিজ দেশে কিংবা কোন গরীব মুসলিম দেশে কুরবানীর টাকা পাঠিয়ে নিজের কুরবানীর হক আদায় করতে পারি?

-আব্দুল হাসীব, ওয়াটারলু, বেলজিয়াম।

উত্তর : সুন্নাত হ'ল যেখানে অবস্থান করবে সেখানে কুরবানী করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তখন তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও যারা চায় না তাদেরকে ও যারা চায় তাদেরকে' *(হজ্জ ২২/৩৬)*। অত্র আয়াতে নিজে ভক্ষণ করা ও অপরকে দান করার নির্দেশনা এসেছে। তবে অবস্থানরত দেশে কুরবানী করার কোন উপায় না থাকলে নিজ দেশে আত্মীয়-স্বজনের নিকট টাকা পাঠিয়েও কুরবানীর হক আদায় করা যাবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২২৪, ২৫/৭৬-৭৭)*।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : আমি একটি গরু কুরবানীর জন্য রেখেছি। সেটি ২ বছর অতিক্রম করেছে এবং যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্টও হয়েছে। কিন্তু এখনো দাঁত ওঠেনি। গরুটি কি কুরবানী করা যাবে?

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কুরবানীর জন্য গরুর বয়স হ'ল দু'বছর পূর্ণ হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবেহ কর না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৫)*। জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছের নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য উত্তম হিসাবে গণ্য করেছেন *(মির'আত ২/৩৫৩ পৃঃ)*।

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয় *(মির'আত, ২/৩৫২ পৃঃ, আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৫৪/৫১ পৃঃ)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা কোন দোষের হবে না ইনশাআল্লাহ *(মাসায়েলে কুরবানী ১৪-১৫ পৃঃ)*।

Contents

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : খাসীকৃত প্রাণী কি ত্রুটিপূর্ণ নয়? এ ধরনের প্রাণী দ্বারা কুরবানী কিভাবে জায়েয হবে? আমরা দেখেছি পাকিস্তান বা ভারতের অনেক এলাকায় খাসী কুরবানী না করার প্রচলন রয়েছে।

-আব্দুল হাফীয, আটরশি, ফরিদপুর।

উত্তর : খাসীকৃত প্রাণী ত্রুটিপূর্ণ নয়। কারণ এটি ছাগলের কোন রোগ নয়। বরং খাসীর গোশত তুলনামূলক পবিত্র, দুর্গন্ধমুক্ত ও সুস্বাদু হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে সর্বদা দু'টি করে 'খাসী' (خَصِيَّيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ) কুরবানী দিতেন *(হাকেম হা/৭৫৪৭; আহমাদ হা/২৩৯১১; ইরওয়া হা/১১৪৭, সনদ ছহীহ)*। ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'খাসী' করার কারণে কেউ কেউ এটাকে খুঁৎওয়ালা পশু বলে অপসন্দ করেছেন। কিন্তু মূলতঃ এটি কোন খুঁৎ নয়। বরং এর ফলে গোশত রুচিকর ও সুস্বাদু হয় এবং দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী শরহ ছহীহুল বুখারী ১০/১২)*। ইবনু কুদামা বলেন, খাসীই কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি খাসী দিয়েই কুরবানী করতেন *(মির'আত ৫/৯১)*।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : গরু কুরবানীর সাথে বিবাহের ওয়ালীমা বা আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে কি?

-ইকবাল হোসাইন, সুরীটোলা, ঢাকা।

উত্তর : কুরবানীতে আক্বীক্বার নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ দু'টি পৃথক ইবাদত। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না *(আলোচনা দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মির'আত ২/৩৫১ ও ৫/৭৫)*।

তবে কুরবানীর গোশত দ্বারা বিবাহের ওয়ালীমা খাওয়ানো যাবে। কুরবানীর গোশত ঈদের পরে জমা রেখে খাওয়া জায়েয *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৫৯, মিশকাত হা/১৭৬২)*। তুরতুসী বলেন, কেউ যদি বিবাহের ওয়ালীমায় কুরবানীর গোশত খাওয়ায় সেটিই তার জন্য যথেষ্ট হবে' *(আত-তাজ ওয়াল ইকলীল লি মুখতাছারে খলীল ৪/৩৭৬)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : অমুসলিমদের কুরবানীর গোশত প্রদান করা যাবে কি?

-আব্দুল করীম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : কুরবানীর গোশত মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা উত্তম। তবে অমুসলিম প্রতিবেশী দুস্থ-অভাবীদের কিছু দেওয়ায় দোষ নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৪২৪)*। কেননা এটি যাকাত বহির্ভূত নফল ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত *(আল-মুগনী ৩/৫৮৩, ৯/৪৫০)*। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) তাঁর ইহূদী প্রতিবেশীকে দিয়েই গোশত বণ্টন শুরু করেছিলেন *(বুখারী, তিরমিযী হা/১৯৪৩; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮, সনদ ছহীহ, 'ইহূদী প্রতিবেশী' অনুচ্ছেদ)*। 'তোমরা মুসলমানদের কুরবানী থেকে মুশরিকদের আহার করাবে না' মর্মে যে হাদীছ এসেছে তা 'যঈফ' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯১১৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ কুরবানী করেনি। এখন সে ভুল বুঝতে পেরেছে। এক্ষেত্রে করণীয় কি? কুরবানীর ক্বাযা আদায়ের কোন বিধান আছে কি?

-নাজমুল হুদা, চরমোহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব, ওমর ফারূক্ব, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না *(বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৩৯; মির'আত ৫/৭২-৭৩; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/১০)*। কোন কারণে সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা ছুটে গেলে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এজন্য ক্বাযা আদায় করতে হবে না। এক্ষণে করণীয় হ'ল সুন্নাতের প্রতি অবহেলার জন্য তওবা করে এখন থেকে নিয়মিতভাবে কুরবানী করা।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : রাসূল (ছাঃ) কতবার কুরবানী করেছিলেন?

-উম্মে হালীমা, ফুলকুঁড়ি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন এবং প্রতি বছর কুরবানী করেছেন *(তিরমিযী হা/১৫০৭; মিশকাত হা/১৪৭৫, সনদ যঈফ হলেও মর্ম ছহীহ)*। সে হিসাবে রাসূল (ছাঃ) দশবার কুরবানী করেছেন। কারণ তিনি সফরে থাকা অবস্থাতেও কুরবানী পরিত্যাগ করেননি *(মুসলিম হা/১৯৭৫; ইরওয়া হা/১১৫৮)*। রাসূল (ছাঃ) প্রতি বছর দু'টি করে কুরবানী দিতেন। একটি তাঁর ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে, আরেকটি তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা কুরবানী করেনি, তাদের পক্ষ থেকে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪৫৩; আবুদাঊদ হা/২৮১০)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : কুরবানীর সময় পশুর দেহের প্রবাহিত রক্ত কাপড়ে লাগলে সেই কাপড়ে কি ছালাত আদায় করা যাবে?

-আল-আমীন, ভুগরইল পশ্চিমপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : পশুর প্রবাহিত রক্ত অপবিত্র *(আন'আম ৬/১৪৫)*। সুতরাং কারো কাপড়ে কুরবানী করার সময় পশুর প্রবাহিত রক্ত লাগলে তা পরিষ্কার করে ছালাত আদায় করতে হবে। কেউ জেনেশুনে উক্ত রক্ত মাখা কাপড়ে ছালাত আদায় করলে তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ২/৫৭৬; ইবনু তায়মিয়াহ, শারহু উমদাতুল ফিক্বহ ১/১০৫; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১/৩৫২)*। তবে যবহের পর গোশতের মধ্যে থাকা সাধারণ রক্ত পোশাকে লেগে থাকলে উক্ত পোষাকে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা তা প্রবাহিত রক্তের অন্তর্ভুক্ত নয় *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/২৭২; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/২১৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার হিকমত কি? এই বিশ্বাস মানবজীবনে তো বিশেষ কোন প্রভাব রাখে না। আর কেউ যদি ফেরেশতার অস্তিত্ব স্বীকার না করে, সে কি কাফের হয়ে যাবে?

-মুমিনুল হক্ব, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : ফেরেশতা নূরের তৈরী অত্যন্ত শক্তিশালী আল্লাহ্র এক মহা সৃষ্টির নাম। যা মানুষ স্থূল দৃষ্টিতে দেখতে পায় না। তবে মানুষ তার অস্তিত্বের সঙ্গে তাদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি অনুভব করে। আল্লাহ্র হুকুমে তারা সর্বক্ষণ সৃষ্টজীবের সেবায় নিয়োজিত। কা'ব আল-আহবার (রাঃ) বলেন, যদি আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে মানুষকে হেফাযত না করতেন, তাহ'লে এ পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করতে পারত না। ইতিপূর্বে এখানে বসবাসকারী জিনেরা তাদের ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে যেত *(ইবনু কাছীর)*।

ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে মায়ের গর্ভে তিনটি গাঢ় অন্ধকার পর্দার মধ্যে আকৃতি গঠন করেন *(যুমার ৬)*। অতঃপর তাতে রূহ প্রদান করেন ও তার ললাটে চারটি বস্তু লিখে দেন। যা থেকে সে কখনোই বিচ্যুত হ'তে পারে না *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮২)*। অতঃপর মৃত্যু অবধি ফেরেশতাগণ প্রতি মুহূর্তে বান্দার সহযোগিতায় থাকেন *(রা'দ ১১; ইনফিত্বার ১০-১১; ক্বাফ ১৭-১৮)*। ফেরেশতাদের সরদার জিব্রীল (আঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহি নিয়ে নবীদের অন্তরে নিক্ষেপ করেন *(নাহল ২)*। অতঃপর তিনিই শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অহি নাযিল করেছেন *(বাক্বারাহ ৯৭; নাহল ১০২)*। তাই জিব্রীলকে অস্বীকার করলে শেষনবী (ছাঃ) ও কুরআন-হাদীছকে অস্বীকার করতে হবে। যা মানুষের আত্মিক জাগরণ ও বৈষয়িক উন্নয়নের মূল উৎস। ফেরেশতা মীকাঈলকে অস্বীকার করলে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণকে অস্বীকার করতে হবে। যা পৃথিবীতে মৃত ভূমির পুনর্জাগরণ ও খাদ্য উৎপাদনের মূল উৎস। ফেরেশতা মালাকুল মাউতকে অস্বীকার করলে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে হবে। অথচ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী *(হা-মীম সাজদাহ ১১; আন'আম ৬১-৬২)*। ফেরেশতা ইস্রাফীলকে অস্বীকার করলে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতে হবে। যা অবশ্যই ঘটবে *(মা'আরেজ ৪৩; ক্বামার ৭)*। যা প্রতিদিন আমাদের নিদ্রা ও জাগরণে সংঘটিত হচ্ছে আল্লাহ্র ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা ঘুমিয়ে যাই এবং তাঁর ইচ্ছাতেই ঘুম থেকে জেগে উঠি। আর এটাই হ'ল পুনরুত্থান। মৃত্যুর পর যেটা ক্বিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে চিরস্থায়ীভাবে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে উঠে দো'আ পড়তেন, 'হে আল্লাহ! জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীলের রব, তুমি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা... *(মুসলিম হা/৭৭০; মিশকাত হা/১২১২)*। এছাড়া নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কোটি কোটি ফেরেশতা আল্লাহ্র হুকুমে সর্বদা সৃষ্টি জগতের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন ও বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন। যারা কখনোই আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে না *(তাহরীম ৬)*। সর্বোপরি প্রত্যেক মানুষের প্রতি মুহূর্তের নিরাপত্তার জন্য একজন ফেরেশতাকে সার্বক্ষণিক প্রহরী হিসাবে নিয়োজিত রাখা হয়েছে *(ত্বারেক ৪)*। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিব্রীল ও মীকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চয় আল্লাহ সেসব কাফেরদের শত্রু' *(বাক্বারাহ ৯৮)*। অতএব যারা ফেরেশতাদের শত্রু, আল্লাহ তাদের শত্রু। ইহূদীরা জিব্রীলকে শত্রু ভাবত এবং মীকাঈলকে বন্ধু ভাবত। কেননা মীকাঈল বৃষ্টি বর্ষণ করে ও তার মাধ্যমে দেশে প্রাচুর্য আসে। তারা মুসলমানদের বলেছিল, যদি জিব্রীলের পরিবর্তে মীকাঈল 'অহি' নিয়ে আসে, তাহ'লে আমরা তোমাদের অনুসারী হব। এর প্রতিবাদে অত্র আয়াত নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, জিব্রীল হৌক মীকাঈল হৌক যেকোন একজন ফেরেশতার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করার অর্থ সকল ফেরেশতার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা। কেননা ফেরেশতা হিসাবে সবাই সমান। এখানে 'ফেরেশতাগণ' বলার পরে জিব্রীল ও মীকাঈলকে খাছ করা হয়েছে তাঁদের বিশেষ মর্যাদার কারণে।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের অন্যতম *(নিসা ১৩৬; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২)*। এটি বাদ দিলে মুমিন ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। বস্তুতঃ ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস আমাদের আত্মিক জগতকে নিয়ন্ত্রিত রাখে এবং এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টির বিশালতা ও তাঁর মহান কুদরত সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। যা তার মধ্যে পরকালীন জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : ইউরোপ-আমেরিকার অনেক এলাকায় নাগালের মধ্যে গরীব মানুষ পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। আর পেলেও চাউল দিয়ে ফিৎরা আদায় করে তা বণ্টন করা অতীব কষ্টকর। সেক্ষেত্রে টাকা দিয়ে ফেৎরা আদায় করলে কি জায়েয হবে?

-আজমাল হোসাইন, সাকাস্তুয়ান, কানাডা।

উত্তর : খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিৎরা দেওয়াই সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এক ছা' খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিৎরা আদায় করেছেন *(বুখারী হা/১৫০৬; মিশকাত হা/১৮১৬)*। যদি কোন স্থানে ফিৎরা বণ্টন সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংগঠনের মাধ্যমে অন্যত্র ফিৎরা বিতরণ করবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/২০৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : জুম'আর দিনে খুৎবা দীর্ঘ হ'লে মুছল্লীরা বিভিন্ন কথা বলে। আবার কেউ কেউ ঘড়ি দেখায়। এক্ষেত্রে খতীবের করণীয় কী?

-নাজীবুল ইসলাম, বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ খুৎবা আখেরাতমুখী, সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫-০৬)*। তবে প্রয়োজনমাফিক খুৎবা দীর্ঘ হওয়াতে বাধা নেই। যেমন জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, খুৎবার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দু'চোখ উত্তেজনায় লাল হয়ে যেত। গলার স্বর উঁচু হ'ত ও ক্রোধ ভীষণ হ'ত। যেন তিনি কোন সৈন্যদলকে হুঁশিয়ার করছেন' *(মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪০৭; মির'আত ৪/৪৯৬-৯৭)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, 'অবস্থা অনুযায়ী এবং মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় খুৎবা দেওয়ার ব্যাপারে জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীছটিই হ'ল প্রথম দলীল' *(মির'আত হা/১৪১৮-এর আলোচনা দ্রঃ, ৪/৪৯৪-৯৫)*।

উম্মে হিশাম বলেন, আমি সূরা ক্বাফ মুখস্থ করেছি রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে শুনে, যা তিনি প্রতি জুম'আয় খুৎবা দানকালে পাঠ করতেন' *(মুসলিম হা/৮৭৩; মিশকাত হা/১৪০৯)*।

অতএব খুৎবা মধ্যম মানের হবে। খত্বীব ছাহেব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খুৎবা শেষ করার চেষ্টা করবেন। আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে মুছল্লীদের যেকোন ধরনের প্রতিক্রিয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) খুৎবা চলাকালীন সময়ে পাশের মুছল্লীকে চুপ থাকার কথা বলতেও নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৯৩৪; মিশকাত হা/১৩৮৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : ওমরার সময় তালবিয়া পাঠ কখন শুরু করবে এবং কখন শেষ করবে?

-আবুবকর, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ওমরাহ পালনকারী নির্দিষ্ট মীকাতে পৌঁছে পবিত্রাবস্থায় ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর তালবিয়া পাঠ শুরু করবে এবং হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ বা ইশারা করা তথা ত্বাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখবে *(তিরমিযী হা/৯১৯; ইবনু খুযায়মাহ হা/২৬৯৬; ইরওয়া ইরওয়া হা/১০৯৯, ৪/২৯৭; আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ পৃঃ ১৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : আমাদের মসজিদের সামনে একটি কবর রয়েছে। মসজিদের প্রাচীর রয়েছে। তবে কবরের জন্য আলাদা কোন প্রাচীর নেই। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? উল্লেখ্য, এ বিষয় নিয়ে সমাজের লোকেরা দুই ভাগ হয়ে গেছে।

-ফেরদৌস আলম
মহিমাগঞ্জ স্টেশন বাজার, গাইবান্ধা।

উত্তর : উক্ত কবরস্থানের জন্য আলাদা প্রাচীর থাকা আবশ্যক। এছাড়া যদি মসজিদের দেয়াল ও কবরস্থানের মাঝে রাস্তা থাকে, তাহ'লে সে মসজিদে ছালাত আদায় করতে কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭২; নাসাঈ হা/৭৬০; ছহীহাহ হা/১০১৬)*। মসজিদের বাইরে যদি কবরস্থান থেকে পৃথককারী প্রাচীর থাকে, তবে সেখানে ছালাত জায়েয হবে। যদি তা না থাকে তবে অতিসত্বর মসজিদ ও কবরস্থানকে পৃথককারী আলাদা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ১২৭, শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৫৭)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : জনৈক ব্যক্তি সারা জীবন ছালাত, ছিয়াম এবং অন্যান্য ইবাদত পালন করেননি। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে ছালাত ধরলেও ছিয়াম পালন করার সুযোগ পাননি। এক্ষণে তার পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করার সুযোগ রয়েছে কি?

-আকবর হোসাইন, নতুনহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি যেহেতু তওবা করে ছালাত আদায় করা শুরু করেছিল, কিন্তু ছিয়াম পালন করার সুযোগ পায়নি। সেহেতু তার উত্তরাধিকারীরা তার ছুটে যাওয়া ছিয়ামের সংখ্যা অনুমান করে ভাগাভাগি করে ক্বাযা আদায় করে দিতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তার ছিয়াম অনাদায়ী ছিল, তার ওয়ারিছগণ সেটির ক্বাযা আদায় করে দেবে' *(বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩)*। যদি ক্বাযা আদায়ের মত কেউ না থাকে, তবে প্রতি দিনের জন্য ফিদইয়া হিসাবে একজন করে মিসকীন খাওয়াতে হবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' ৬/৪৫০)*। যদি তার ছেড়ে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশে তা সংকুলান না হয়, তাহ'লে সেটি আদায় করা ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : রাসূল (ছাঃ) বহু বিবাহ করায় জনৈক ব্যক্তি তাঁকে যেনাকার বলে গালি দিয়েছে। ঐ ব্যক্তি কি মুসলিম থাকবে? তার কী শাস্তি হবে?

-রায়হান কবীর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-কে গালিদাতা ধর্মত্যাগী কাফের হিসাবে গণ্য হবে *(তাওবাহ ৬৫-৬৬)*। ছাহাবীগণসহ সর্বযুগের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে ঐ ব্যক্তি কাফের, মুরতাদ এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব *(ইবনু তায়মিয়াহ, আছ-ছারেমুল মাসলূল ২/১৩-১৬)*। তবে তা প্রমাণ সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের *(কুরতুবী)*। সরকার এ দায়িত্ব পালন না করলে তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ)-কে গালিদাতা এক ইহূদীকে জনৈক মুসলিম হত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার দিয়াত বা রক্তমূল্য বাতিল করে দেন *(আবূদাঊদ হা/৪৩৬১, ৪৩৬৩, নাসাঈ হা/৪০৭৬)*।

তবে এধরনের কুফরী কর্ম জনসম্মুখে প্রকাশের পূর্বে তাকে বার বার বুঝাতে হবে এবং তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে হবে। এতে সে ভ্রান্ত ধারণা থেকে তওবা করতে পারে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/১৫০-১৫২)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : কোন ব্যক্তির আমলনামা সমান সমান হয়ে গেলে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না জাহান্নামে প্রবেশ করবে?

উত্তর : যাদের আমলনামা সমান হবে তাদেরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'আরাফ বাসী'। 'আরাফ' জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি উঁচু স্থানের নাম। যা প্রাচীর স্বরূপ। যাদের নেকী সেই পরিমাণ হবে না যার ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং গোনাহও সেই পরিমাণ হবে না যার ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের স্থান হবে এই 'আ'রাফে'। অর্থাৎ গোনাহ ও নেকী সমান সমান হওয়ার কারণে না জাহান্নামে যাবে, না তারা জান্নাতে যাবে *(আ'রাফ ৭/৪৬-৪৭)*।

*[**সংশোধনী :** জুলাই প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৪/৩৭৪-এ '২য় হিজরীতে ছিয়াম ফরয হওয়ার পর থেকে ১১ হিজরীতে মৃত্যুবরণের আগ পর্যন্ত ৯ বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ) সকল রামাযানেই শেষ দশকে ইতেকাফ করেছেন'। এটি ভুল। বরং সঠিক উত্তর হবে এই যে, হাদীছে বর্ণিত وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا 'তিনি প্রতি বছর ১০ দিন ইতেকাফ করতেন' অর্থ হবে 'অধিকাংশ বছরে' (أَيْ غَالِبًا)। কেননা ২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান বদর যুদ্ধ এবং ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয় হয়। এই দুই বছর তিনি ইতেকাফ করতে পারেননি (স.স.)।]*